উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৫,৬৪১.৯০ (-৬৪.৭৭)

নিফটি : ২৬,১৭৫.৭৫ (-২৭.২০)

ভারতের চক্রান্ত!
পিলখানা বিদ্রোহ নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারই নাকি এই বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। আর মদত জুগিয়েছিল ভারত! » ৭

সংসদে সঙ্গী কুকুর
সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই কুকুর নিয়ে সংসদে প্রবেশ করে বিতর্ক তৈরি করলেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। তিনি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে যায়। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৭°	২৮°	২৭°	২৫°
সর্বনিম্ন	১৫°	১৫°	১৬°	১৪°

রোকো বনাম গম্ভীর ‘যুদ্ধে’ উত্তাপ » ১১

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 2 December 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 193

কথায় কথায়

এসআইআর কি বুমেরাং, প্রশ্ন উঠছে বিজেপিতেই

আশিস ঘোষ

ভোট আসছে। তাই সব দলই যে যার মতো গা-ঝাড়া দিয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে তেতে উঠছে হাওয়া। কে কোনপথে এগোবে তা নিয়ে ছক কষা শুরু হয়েছে। আপাতত সবার নজর এসআইআর মানে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে। কত নাম বাদ পড়ল, তাতে কোন দলের কপাল পুড়বে- তা নিয়ে নানারকম জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ চলছে কাগজে, টিভিতে। চাপানউতোর হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায় চায়ের ঠেকে।

এসআইআর বাজারে আসার ঢের আগে থেকে বাজার গরম করছেন রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। সভায় সভায় এক কোটি, সওয়া এক কোটি বাংলাদেশি, রোহিঙ্গার নাম বাদ দিয়ে বাংলাকে অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করা হবে বলে হুংকার দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। অস্বাভাবিক তাড়াহুড়োয় এসআইআর করা নিয়ে গোড়া থেকেই লোকের মনে সন্দেহ ছিল ষোলোআনা। সেইসঙ্গে লিস্ট থেকে ধরে ধরে নাম বাদ দেওয়ার হুঁশিয়ারিতে এসআইআর-এর আসল মতলব নিয়ে ভোটারদের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। যার ফায়দা তুলছে তৃণমূল।

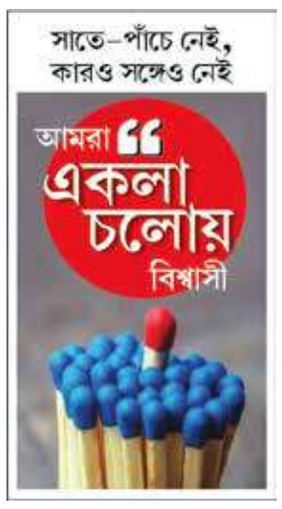

বিহারে ভোটের ফলের পর দুইয়ে দুইয়ে চার করে হেলায় বাংলা জয়ে তাঁদের হিসেব নিয়ে খুব রাখঢাকও করেননি পদ্ম নেতারা। মুসলিম ভোট বিজেপি পায় না, তাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ তিনি মানেন না বলে বীরদর্পে ঘোষণাও করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। তখন খোলাখুলি তিনি বলে বেড়িয়েছেন, মুসলিম ভোট চাই না। মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট বেশি হিন্দু ভোট পেলেই নবান্ন নাকি তাঁদের হাতের মুঠোয় থাকবে।

এখন সুর বদলে ‘রাষ্ট্রবাদী’ মুসলিমদের ভোটের জন্য ডাক দিচ্ছেন সেই তাঁরাই। ঠেলা সামলাতে মতুয়াদের এলাকায় সিএএ’র ফর্ম বিলোচ্ছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি এখন উলটে গালমন্দ করছেন নির্বাচন কমিশনকে। তারপর কমিশন তাঁদের আবদার মতো এক গন্ডা অফিসারকে পত্রপাঠ *এরপর দশের পাতায়*

কমলার কাঁটা!

মান্দারিনকে জিআই তকমা, কবে ঘুচবে দুর্দশা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : ‘সুনতালা’। নেপালি শব্দটির বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় ‘কমলা’। পাহাড়ের লেবু মূলত তিন ধরনের হয়। এর মধ্যে যেটা সবথেকে উৎকৃষ্টমানের, সেটা মান্দারিন বা মান্দারিন কমলা নামেই পরিচিত। মূলত নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত বিজনবাড়ি, সৌরিণী, মিরিক, মংপু, লাটপাংচার এবং সিটংয়ে গেলে চোখে পড়বে ফলটি। উজ্জ্বল কমলা রঙের। রূপে-গুণে যার জুড়ি মেলা ভার। সেই মান্দারিনকে জিওলজিক্যাল ইন্ডিকেশন বা জিআই ট্যাগ দিয়েছে চেন্নাইস্থিত জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস রেজিস্ট্রি।

টয়ট্রেন, চায়ের পর ফের একবার দার্জিলিংয়ের মুকুটে জুড়ল পালক। এই সুখবর বয়ে আনা গোলাপগুচ্ছের মধ্যেও রয়েছে ‘কাঁটা’। অনন্য হওয়ার তকমা যে পেল, তার ভবিষ্যৎ নিয়েই রয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। প্রতিবছর পাহাড়ে কমলা চাষের এলাকা কমছে। স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাচ্ছে উৎপাদনের হার। এই পরিস্থিতিতে জিআই তকমাপ্রাপ্ত দার্জিলিংয়ের মান্দারিন কমলাকে বাঁচাতে কী পদক্ষেপ করা হবে, সেদিকেই তাকিয়ে বিশেষজ্ঞরা।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ তুলসী শরণ ঘিমিরে বলছিলেন, ‘দার্জিলিংয়ের কমলা নিয়ে প্রচুর সমস্যা রয়েছে, এটা ঠিক। তবে, এবার জিআই ট্যাগের মতো একটি মান্যতা পাওয়ায় আশা করছি রাজ্য সরকার ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) তৎপর হবে।’ *এরপর দশের পাতায়*

ইতিহাস ঘেঁটে

- ব্রিটিশ আমলে দার্জিলিং মান্দারিন ইউরোপে রপ্তানি শুরু হয়। বিশ্ব বাজারে তখন পাহাড়ি কমলাকে ‘হিমালয়ান সাইট্রাস জুয়েল’ বলা হত। ১৯৬০-এর দশকে দার্জিলিং কমলা এত বিখ্যাত হয় যে, কলকাতা বন্দর দিয়ে নিয়মিত জাহাজে রপ্তানি হত
- রাজ-অতিথিদের খাবার টেবিলে বিশেষ ফল হিসেবে পরিবেশন করা হত দার্জিলিং মান্দারিন
- দার্জিলিং মান্দারিন দিয়ে তৈরি জ্যাম ও মার্মালেড (রস ও খোসা দিয়ে তৈরি) ব্রিটিশরাই প্রথম জনপ্রিয় করে। এখনও অনেক হোমস্টে ব্রিটিশ রেসিপি মেনে কমলার জ্যাম ও মার্মালেড তৈরি করে।

মান্দারিন কী?

দার্জিলিং পাহাড়ে চাষ হওয়া কমলার একটি বিশেষ প্রজাতি। আকারে মাঝারি বা ছোট হয়। খোসা অপেক্ষাকৃত পাতলা, মসৃণ এবং উজ্জ্বল কমলা রংয়ের হয়ে থাকে। সহজেই খোসা ছাড়ানো যায়। অন্যান্য প্রজাতির কমলার চাইতে রসালো হয়, তবে তীব্র মিষ্টির বদলে হালকা টক স্বাদের হয়ে থাকে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য এর সুগন্ধ। ফলের পাশাপাশি খোসার মধ্যেও তীব্র ও মিষ্টি সুগন্ধ থাকে। এই প্রজাতির কমলার খোসায় অন্য প্রজাতির চাইতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অনেক বেশি থাকে।

বুড়া গাছ

পাহাড়ে কিছু পুরোনো বাগানে এখনও এমন কিছু বিস্ময়কর মান্দারিন গাছ আছে যাদের বয়স ঠিক কত তা কেউ জানেন না। স্থানীয়রা ওই গাছগুলোকে ‘বুড়া গাছ’ নামে ডাকেন। সেই গাছগুলো এখনও ফল দেয়।

স্বীকৃতি

দার্জিলিং মান্দারিনের জিআই ট্যাগের জন্য প্রথম উদ্যোগী হয়েছিল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নথিপত্র জোগাড় করে আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন। পরবর্তীতে বৃহত্তর স্বার্থে আবেদনকারীর নাম পরিবর্তন করা হয়। সেখানে স্বত্বাধিকারী করা হয় দার্জিলিং অর্গানিক ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনকে।

রাতপাহারা

বাঁদরের দল তো আছেই, পাকা কমলার লোভে পাহাড়ের জঙ্গল থেকে হরিণও দলবেঁধে বাগানে হামলা চালায়। হরিণের হাত থেকে কমলা বাঁচাতে এখনও অনেক বাগানে আলো জ্বালিয়ে রাতে পাহারা দেওয়া হয়।

বড় বাজারে বিপর্যয়

আগুন গিলল ৮ দোকান

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : আগুনে সোমবার আলিপুরদুয়ার শহরের বড় বাজারের আটটি দোকান পুরোপুরিভাবে পুড়ে গেল। সব মিলিয়ে ১২টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দোকানগুলির মধ্যে মুদির দোকান, প্লাস্টিকের থালা-বাটি, ফলের দোকান প্রভৃতি রয়েছে। বেশ কয়েকটি দোকানে তেল, ঘি মজুত থাকায় আগুন বড় আকারে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তা নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলকে বেশ বেগ পেতে হয়। আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। দমকলের দুটি ইঞ্জিন প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

আগুন নেভানোর চেষ্টায় দমকলকর্মীরা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

এদিনের ঘটনায় ব্যবসায়ীদের প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রানা চক্রবর্তীর দাবি। দমকলের আলিপুরদুয়ারের ভারপ্রাপ্ত ওসি রাজীব দাস বললেন, ‘আগুন যাতে দ্রুত না ছড়ায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।’ শর্টসার্কিটের কারণে এদিনের ঘটনাটি ঘটে বলে দমকল প্রাথমিকভাবে মনে করছে। তবে সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে’র ধারণা। তবে তাঁর কথায়, ‘তদন্তে সবই স্পষ্ট হবে।’

এদিনের ঘটনাটি ধরে গত চারদিনে আলিপুরদুয়ার শহরে দুটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। সম্প্রতি নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের কাছে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পাঁচটি দোকান পুড়ে গিয়েছিল। সেবারে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার মতো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এদিনের ঘটনায় তার দ্বিগুণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি। আলিপুরদুয়ার বড় বাজারে কয়েকশো দোকান রয়েছে। এদিন সন্ধ্যা পৌনে ৭টা নাগাদ একটি মুদির দোকানে এদিন প্রথম আগুন জ্বলতে দেখা যায়। বিভিন্ন দোকান গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকায় সেই আগুন দ্রুত ছড়াতে শুরু করে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলির মধ্যে ফলের দোকান, পানসুপারির দোকান, মাংসের দোকান প্রভৃতিও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা দোকান থেকে সমস্ত সামগ্রী বের করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালান। তাঁদের কেউ কেউ পেরেছেন। কিন্তু বেশিরভাগেরই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তড়িঘড়ি দমকলকে খবর দেওয়া হয়। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। তবে আগুন নেভাতে গিয়ে সেগুলির জল শেষ হয়ে যায়। সংলগ্ন এলাকার একটি পুকুর থেকে জল নিয়ে ইঞ্জিনগুলি ফের আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।

ঘটনার জেরে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা ভেঙে পড়েছেন। বাপি দত্ত এই বাজারে একটি পানের দোকান চালান। এদিন আগুন তাঁর সাধের দোকানটিকে গিলে খেয়েছে। তাঁর পরিবারের এক সদস্য কোনও মতে বললেন, ‘এভাবে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর কীভাবে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব তা জানি না।’

প্রেমের ভুবনে

বেঙ্গালুরুর একটি পার্কে যুগলের সেলফি। সোমবার। -পিটিআই

বিত্তিবাড়িতে দগদগে ক্ষত

সব আলো বামনডাঙ্গায়, হাল ফেরেনি কৃষিজমির

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ১ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনের কর্তাদের নজরে থাকলেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরেও কৃষিজমির হাল ফেরেনি আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের বিত্তিবাড়িতে। বন্যা পরিস্থিতির পর মাস দুয়েক কেটে গিয়েছে। এখনও বিপর্যয়ের ক্ষতচিহ্ন রয়ে গিয়েছে কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়িতে। স্থানীয় বাসিন্দারা, বিশেষ করে কৃষক পরিবারগুলো নিজেদের উদ্যোগে পলি-বালি এবং প্লাবনে ভেসে আসা গাছের গুঁড়ি ও ডালপালা সরিয়ে বিঘার পর বিঘা জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ পলি-বালির পুরু আস্তরণ সরিয়ে চাষের কাজ শুরু করছেন। আবার অনেকের পক্ষে গাঁটের কড়ি খরচ করে কৃষিজমিকে চাষের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়নি।

বিত্তিবাড়িতে কৃষিজমিতে পড়ে রয়েছে পলি-বালি সহ গাছের ডালপালা।

সোমবার বিত্তিবাড়ি গিয়ে কৃষকদের এমনই দুর্দশার ছবি ধরা পড়ল। প্রবীণ কৃষক নৃপেন সরকার দুজন দিনমজুরকে সঙ্গে নিয়ে সদ্য পরিষ্কার করা জমিতে গোবর সার দিচ্ছিলেন। কেমন আছেন, প্রশ্ন করতেই বলেন, ‘ভালো নেই। যতটা পুরু হয়ে বালি এবং গাছের ডালপালা ফসলের খেতে জমেছিল সেসব সরাতে শেষপর্যন্ত আর্থমুভার ভাড়া করতে হয়েছে। এক বিঘা জমি পরিষ্কার করাতে ১০ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। ২৫ হাজারে আড়াই বিঘা জমি সাফসুতরো করিয়ে গোবর সার দিচ্ছি। এতেই পুঁজি শেষ। এখন ধারদেনা করে মটরশুঁটি এবং আলু চাষ করতে হবে। দু’বিঘা জমিতে এখনও পলি-বালির মোটা আস্তরণ পড়ে আছে। *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

রেলের জমিতে স্পোর্টস কমপ্লেক্স

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে ইতিমধ্যে শহর আলিপুরদুয়ার সরগরম। সেখানে খেলার মাঠ তৈরির জন্য গর্ত খোঁড়ার কাজ শুরু হলেও নানা বিতর্কের জেরে দু’সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাজ বন্ধ রয়েছে। এই বিতর্কের মধ্যেই এনএফ রেলের স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে মাল্টিফেসিলিটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে উঠতে চলছে আলিপুরদুয়ার জংশনের তালতলা কলোনি এবং কাঞ্চনভিউ কলোনি এলাকায়। ইতিমধ্যে এই নিয়ে কাজ কিছুটা এগিয়েছে। তার পাশাপাশি শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধীদের রাজনৈতিক চাপানউতোর।

এই জমিতেই তৈরি হবে স্পোর্টস কমপ্লেক্স।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বছরের জুলাই মাস নাগাদ মাল্টিফেসিলিটি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল রেলমন্ত্রককে। নভেম্বর মাসে তার অনুমোদনও এসেছে। এবার ডিপিআর এবং টেন্ডার করার পর কাজ শুরু হবে। সম্ভবত আগামী বছরে ওই কাজ শুরু হতে চলেছে। জংশনের তালতলা কলোনি ও কাঞ্চনভিউ কলোনি এলাকায় এই স্পোর্টস কমপ্লেক্স হবে। সেখানে ইন্ডোর ও আউটডোর স্টেডিয়াম থাকবে। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে থাকবে বাস্কেটবল কোর্ট, ভলিবল কোর্ট, ব্যাডমিন্টন কোর্ট, টেবিল টেনিস খেলার জায়গা। আউটডোর স্টেডিয়ামে ক্রিকেট, ফুটবল এবং অ্যাথলেটিক্সের ব্যবস্থা থাকবে। এই কাজের আনুমানিক খরচ ৮ কোটি টাকা। *এরপর দশের পাতায়*

বরমালার স্টেজে উঠেছে ছাঁদনাতলার শুভদৃষ্টি

বাঙালি বিয়েতে আইবুড়োভাত, গায়েহলুদ, গঙ্গা নিমন্ত্রণের মতো আচারকে ছাপিয়ে আজকাল মেহেন্দি ইভেন্ট, সংগীত নাইটের মতো ইভেন্টের বাড়বাড়ন্ত। বাঙালি আজ অবাঙালি আচারে মজেছে। জোরকদমে বদলে চলেছে উত্তরের বিবাহ-সংস্কৃতি।

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : চেনা ছবিটা পুরোপুরিভাবে বদলে যাওয়া শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গজুড়েই।

বাঙালি বিয়ের অঙ্গ বলতে পাকা দেখা, আইবুড়োভাত, গায়েহলুদ, গঙ্গা নিমন্ত্রণের মতো কত আচারই না রয়েছে। সবই কেমন যেন বদলে যেতে শুরু করেছে। কোনও কোনও জায়গায় এসব আচার ছোট করে পালন করা হচ্ছে। মূল উদ্দেশ্যটা অনেকাংশেই ‘মেহেন্দি ইভেন্ট’, ‘সংগীত নাইট’-এর দিকে ঘুরে গিয়েছে। উত্তর ভারতীয় স্টাইলে হাত রাঙানো, ডিজাইনার মেহেন্দি আর সেইসঙ্গে থিমভিত্তিক সাজসজ্জা, ফোটোশুট, কোনওটিই এখন আর নতুন নয়। আগে বাঙালি বিয়ে মানেই পুরোদস্তুর আড্ডা, খালি গলায় গান আর হাসিঠাট্টার ছররা। আর এখন? সাউন্ড সিস্টেম, ডিজে, নাচের ট্রুপ, স্টেজ লাইট এবং ছন্দোবদ্ধ নাচে গোটা বিষয়টির অভিমুখ বদলে গিয়েছে।

চেনা ছবির এই বদলের বিষয়ে অনেকেই অকপট। সদ্য বিবাহিতা অর্পিতা দাসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তরুণী বললেন, ‘সংগীত নাইট না করলে বিয়েটা ব্যাকডেটেড হয়ে যাবে বলে মনে হয়েছিল। আর তাছাড়া সবাই এই আয়োজনে মাতছে। তাই আমার বিয়েতেও এই আয়োজন করা হয়েছিল।’ সায় দিয়ে ইভেন্ট অর্গানাইজার অরিজিৎ রায়ের বিশ্লেষণ, “বাঙালি পরিবারগুলি বিয়েকে আর শুধু আচার হিসেবে দেখে না। তারা বরং এটিকে ‘গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন’ হিসেবে দেখা শুরু করেছে। সংগীত বা মেহেন্দি তাদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা।” চাহিদা থাকাতেই তাঁরা এসবের আয়োজন করে থাকেন বলে তিনি জানালেন।

বাঙালি বরের আগমনে আগে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, এক-আধজন আত্মীয়র নাচ দেখা যেত। আর এখন? বর আজকাল ডিজে সিস্টেম বাজানো গাড়িতে আসে। সঙ্গে পঞ্জাবি ডান্স ট্রুপ, বড় বড় ঢাকঢোল, ফগ গান, লাইট স্কোয়াড। ‘শুভদৃষ্টি’ পর্বে চোখ রাখা যাক। ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে বরকে উঁচু করে তোলা, কনের চোখ খুলে বরের দিকে তাকানো, *এরপর দশের পাতায়*

বিজেপির আইটি সেলে তৃণমূল কর্মীর নাম

কালিয়াগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিজেপির আইটি সেলের নবনির্মিত কমিটিতে সক্রিয় তৃণমূল যুব কর্মীর নাম ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সোমবার শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব কর্মী দীপঙ্কর বসুকে সামনে বসিয়ে শহর তৃণমূল কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করলেন কালিয়াগঞ্জের শহর তৃণমূল যুব সহ সভাপতি রতন বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। রতন বিশ্বাস জানিয়েছেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত দীপঙ্কর বিজেপি-মনস্ক ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি তৃণমূলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে কাজ করে চলেছেন। দীপঙ্করেরও দাবি, 'একসময় বিজেপি করতাম। কিন্তু বিগত পাঁচ বছর ধরে বিজেপির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। ওয়ার্ডে তৃণমূলের এসআইআর ক্যাম্পে নিয়মিত কাজ করছি। কেন আমার নাম বিজেপির আইটি সেলে রাখা হল, সেটা আমারও প্রশ্ন।' গত ২৮ নভেম্বর বিধানসভাভিত্তিক আইটি সেলের এই কমিটি প্রকাশ্যে আসে। তালিকাটিতে বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজের স্বাক্ষর ছিল। বিষয়টি নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'কালিয়াগঞ্জ থেকে আমাকে এই কমিটি পাঠানো হয়েছে। ওদের কাছ থেকে বিষয়টি না শুনে আমি কিছু বলতে পারছি না।'

কোচবিহারের জহর রাজ্য ভলিবলের কোচ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : রাজ্য ভলিবল দলের কোচ হয়েছেন কোচবিহারের জহর রায়। তাঁর বাড়ি খাগড়াবাড়িতে। ইতিমধ্যেই তিনি কাজে যোগদান করেছেন। সামনে অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা রয়েছে। ওই দলকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জহর সহ মোট তিনজন কোচ। কলকাতায় প্রশিক্ষণের ফাঁকেই জহর বলেন, 'বড় সুযোগ। খেলোয়াড়দের ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আমার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি রাজ্য দল ভালো ফল করবে।'

কয়েক দশক ধরে জহর ভলিবল খেলা ও কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৯৮ সালে তাঁর নিজের ক্লাব নাট্য সংঘ ও পরবর্তীতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোচ হিসেবে পথচলা শুরু। আগে ১৯৯৪ সালে বাংলা দলের হয়ে ভলিবল খেলেছেন। জহরবাবুর কোচিংয়ে ২০০৩ সালে রাজ্য আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয় কোচবিহার। ২০০৫ সালে রাজ্য ভলিবলের সাব-জুনিয়রে কোচবিহার জেলা দলকে রানার্স করার নেপথ্যেও ছিল তাঁর অগ্রণী ভূমিকা।

পরে ২০০৮ সালের জুনিয়ার বিভাগেও জহরের প্রশিক্ষণে কোচবিহার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ২০২২ সাল থেকে তিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভলিবল বিভাগের সচিবের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। জহরের দায়িত্বপ্রাপ্তির খবরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেন, 'জহর একজন দক্ষ কোচ। তাঁর নেতৃত্বে বাংলা দল নিশ্চয় সাফল্য পাবে। জেলার আরও খেলোয়াড়রা রাজ্য দলে খেলার সুযোগ পাবে বলে আশা করি।'

> বড় সুযোগ। খেলোয়াড়দের ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি, রাজ্য দল ভালো ফল করবে।
>
> জহর রায়

অদম্য ইচ্ছেশক্তিতে সাফল্য

ম্যাট নেই, নদীর পাড়ে কুস্তিচর্চা

রাজু সাহা

গদাধর নদীর চরে কুস্তির প্রশিক্ষণ।

শামুকতলা, ১ ডিসেম্বর : কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'ছন্নছাড়া' কবিতায় নেই রাজ্যের বাসিন্দাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বর্তমানে এই কবিতা লিখলে তিনি নিঃসন্দেহে এই 'নেই রাজ্যের বাসিন্দা' হিসেবে আলিপুরদুয়ারের কুস্তিগিরদের কথাই বলতেন। বলবেন নাই বা কেন, জেলায় যে কুস্তিচর্চার কোনও পরিকাঠামোই নেই। কুস্তির আখড়া থেকে শুরু করে জুতো, কস্টিউম এমনকি কুস্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাট, কোনওটাই এখানে নেই।

কিন্তু এত কিছু নেই-এর মাঝেও যেটা আছে তা হল, কিছু ছেলেমেয়ের প্রতিভা এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি। সেটার ওপর ভর করেই তাঁরা কুস্তিচর্চা করে যাচ্ছেন। তাঁদের এই কসরতের সাফল্যও আসছে। ইতিমধ্যেই জেলার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিন্দিপাড়া মজিদখানা, চেপানি সহ বিভিন্ন গ্রামের ছেলেমেয়েরা জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সাফল্য পেয়েছেন। জেলার দুই তরুণ জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। রাজ্য স্তরেও এসেছে স্বর্ণপদক। জেলার একমাত্র মহিলা কুস্তিগির মৌসুমি রায় প্রবল আর্থিক অনটনের মধ্যেও নিয়মিত পরিশ্রম করে রাজ্য স্তরে ব্রোঞ্জ জিতে নজির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা যারা কুস্তি খেলছি, তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা। কুস্তির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার সামর্থ্য আমাদের নেই।'

কার্যত একই কথা শোনা যায় সৌরভ বর্মন, রজনী রায়, সুরজিৎ মোদক, জয়ন্ত রায়, বুবাই রায়, মানিক রায়, নিমাই দাস, নন্দগোপাল দাসদের গলাতেও। তাঁরা প্রত্যেকে বর্তমানে নিয়মিত বিন্দিপাড়া গ্রামে খেলার মাঠে কুস্তিচর্চা করে যাচ্ছেন। তাঁরা জানান, কুস্তিচর্চা করার জন্য একটি হলঘর তাঁদের বিশেষভাবে প্রয়োজন। এছাড়া ম্যাট, খেলার জন্য জুতো, কস্টিউম এবং অন্য সমস্ত সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। কোনও পরিকাঠামো না থাকায় তাঁরা গদাধর নদীর চরে বালিমাটিতে গিয়ে অনুশীলন করতে বাধ্য হচ্ছেন। জেলায় কোনও প্রশিক্ষক নেই। আন্তর্জাতিক কোচ এবং রেফারি ভূমিপুত্র নন্দন দেবনাথ তাঁদের ভীষণভাবে সাহায্য করেন এবং উৎসাহ জোগান। বর্তমানে কলকাতায় থাকলেও যখনই বাড়ি আসেন লাগাতার প্রশিক্ষণ দেন। এছাড়া দূরে থাকলেও ভিডিও তৈরি করেও পাঠান। তাঁর সহযোগিতা ছাড়া আমরা কোনওভাবেই এই সাফল্য পেতাম না। তবে সঠিক পরিকাঠামো পেলে এলাকার অনেক ছেলেমেয়ে কুস্তির প্রতি আগ্রহী হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস।

তাঁদের কথায়, 'নন্দন দেবনাথ না থাকলে আমাদের কোনওভাবেই কুস্তি খেলা সম্ভব হত না। আমাদের জেলায় রেসলিংকে এগিয়ে নিতে হলে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা একান্তভাবে জরুরি। খেলোয়াড়দের সরঞ্জাম দিয়ে সহযোগিতা করাও ভীষণভাবে প্রয়োজন। তার জন্য সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।'

পশ্চিমবঙ্গ রেসলিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নন্দন দেবনাথ বলেন, 'দূরে থাকলেও ওদের সহযোগিতা বা উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছি। পরিকাঠামো এবং সরঞ্জামের ঘাটতি রয়েছে। সেই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা হবে।'

অ্যাফিডেভিট

আমি তপতী ভৌমিক স্বামী- পার্থ ভৌমিক, পান্ডাপাড়া রোড, জলপাইগুড়ি ভোটার কার্ডে ভুল থাকায় 29.11.2025 তারিখে LD. J.M. 2nd Court, Jalpaiguri affidavit No. 5048 বলে তপতী ভৌমিক এবং তপতী ভোমিক (বিশ্বাস) একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/119176)

●

আমি Pranab Ghosh, পিতা : Anil Ghosh, পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। ড্রাইভিং লাইসেন্স (No : WB6920050865149)-এ আমার ও পিতার নাম ভুল থাকায় গত ২৮/১১/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD 1ST JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Pranab Ghossh, পিতা: Anil Ch Ghosh থেকে Pranab Ghosh, পিতা : Anil Ghosh হলাম। (C/118750)

ভর্তি

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের আগামী শিক্ষাবর্ষের (২০২৬) পঞ্চম শ্রেণির বাংলা/ইং মাধ্যমের ভর্তির ফর্ম ৩রা ডিসেঃ থেকে ১২ই ডিসেঃ ২০২৫ পর্যন্ত দেওয়া ও নেওয়া হবে। প্রধান শিক্ষক। (C/119175)

কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ- আলিপুর/ জলপাইগুড়ি/শিবমন্দিরবাসীদের বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে উচ্চ আয়। M : 9733170439. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমি Prithwish Chandra Roy আমার কন্যা Poly Roy-এর জন্মশংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত ইং 13-11-25 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M. 1st কোর্ট হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম Prithwish Chandra Roy হবে। Pritish Ch. Roy ও Prithwish Chandra Roy উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। শালবাড়ী, ধূপগুড়ি। (A/B)

●

আমি Prakash Das S/o Subal Das Vill-Chandipur P.O. Kajigram Chandipur P.S. English Bazar Dist. Malda Pin - 732103 আমার ছেলের জন্ম সংসাপত্রে যার No. B/2024/0561236 dt. 19/04/2024 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 18/3/2025-এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদহ অ্যাফিডেভিট বলে Pranajit Das থেকে Soumojit Das করা হল।

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB631996094 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 14-10-2025, J.M. 3rd Court সদর, কোচবিহার, In Charge, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sammi Mahammad এবং Sammi Mahammed, পিতা Khalil Khan এবং MD. Khalil Khan এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। নতুন পল্লী, ওয়ার্ড নং 8, পোঃ ও জেলা ঃ কোচবিহার। (C/118921)

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR

Sealed quotations are invited for repairing, along with replacement of spare parts (IR Source (Part No. 1005855) Bruker FTIR Alpha) and service charges for Bruker FTIR Alpha II of the Department of Pharmaceutical Technology, University of North Bengal. For details, please see : www.nbu.ac.in

Advt. No. 36/R-2025
Dated : 02.12.2025
Registrar (Acting)

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইএনজিজি/৬৯ অফ ২০২৫, তারিখ : ২৭-১১-২০২৫, নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; আইটেম নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশনের চেলেংহাট (এসএলএক্স) স্টেশনে উচ্চ স্তরের প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৫,০৬,৬৮,৯৫৯/- টাকা; বায়না মূল্য : ৪,০৩,৪০০/- টাকা; আইটেম নং. ২; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশনে - নিউ সিঙ্গিমারিগাঁওয়ে পণ্য লোডিং এবং আনলোডিং সুবিধা এবং অন্যান্য বিবিধ কাজের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৯,৭৪,২৯,৩৩২/- টাকা; বায়না মূল্য : ৬,৩৭,২০০/- টাকা; আইটেম নং. ৩; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশনে - নিউ সিঙ্গিমারিগাঁওয়ে পণ্য লোডিং এবং আনলোডিং সুবিধা প্রদানের জন্য কিমি ৪২/৭-৮-তে ব্রিজনং ৫৯এ এবং কিমি ৪১/৭-৮ তে ব্রিজনং ৫৯ -এর সম্প্রসারণ। টেন্ডার মূল্য : ২,৮১,২১,৩৪১/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৯০,৬০০/-টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৮-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৮-১২-২০২৫ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম চিত্তে মানুষের সেবায়

e-TENDER Corrigendum

Vide notification no. 1718 & 1919/DCFS/JPG/25, Dt: 07/11/2025 bids are requested from interested bidders for engagement of vendors for Stationeries and Good Vehicles. Last Date of Submission: 04/12/2025 till 2 PM. For Stationeries & 04/12/2025 till 2 PM for Goods Vechicles. Please follow the website **https://www.wbtenders.gov.in** and notice board O/o DCF&S, Jalpaiguri.

Sd/-
DCF&S,
Jalpaiguri

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No.WB BLOCK/36/BDO/MATIALI/2025-26
Last date of online bid submission : 09-12-2025 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No.WB BLOCK/37/BDO/MATIALI/2025-26.
Last date of online bid submission : 09-12-2025 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

কাটিহার মণ্ডলে সহযোগী সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৬২ তারিখঃ ২৬-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের সামসি স্টেশনে য়ার্ড উন্নতকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত সহযোগী সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ২,০৮,৪৯,১৩৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৪,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৮-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/(এসএণ্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৬৭ অব ২০২৫, তারিখঃ ২৬-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এসএসই/ওয়ার্কস/ওল্ড মালদা অধিক্ষেত্রের অধীনে কুমেদপুর - একলাখির মধ্যে কেএম ১৭৯/৩-৪ এ লেভেল ক্রসিং নং. এনসি-৮৮ ও কেএম ১৭৬/৭-৮ এ লেভেল ক্রসিং নং. এনসি-৮৬ এর বদলে আরইউবি/এলএইচএস-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১১,২০,৬৪,৫৬৪.৭৬ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ৭,১০,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিনিয়র ডিইএন/।/কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়েল্ডিং-এর সিঙ্গেল শট ক্রুসিবল মেথড এবং কম্প্রেসড এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেম-এ ব্যবহারের জন্য ৬০কেজি / ৬০ইআই আর ২৬০ গ্রেড রেল-এর জন্য এটি ওয়েল্ডিং পোর্সনের উৎপাদন ও সরবরাহ। টেন্ডার মূল্যঃ ৬৫,০৮,৫২৫.৪৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৩০,২০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/বারসুই জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে আরইউবি-এর ভেতরে জমে থাকা পানী অপসারণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১৭,৫৫,০৯৮.৭৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩৫,১০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (ক) সিনিয়র ডিইএন/।/কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

অ্যাডমিন ইউনিট/জোন ঃ শিয়ালদহ ডিভিশন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। অকশন আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এসডিএএইচ-পার্সেল-৪৯। অকশন শুরু (সব লটের জন্য) ঃ ১৫.১২.২০২৫, দুপুর ১২টা। অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ১৫.১২.২০২৫, দুপুর ১২টা ৫০ মিনিট। অটো এক্সটেনশন জোন ঃ ১২০ সেকেন্ড। অটো এক্সটেনশনের মেয়াদ ঃ ১২০ সেকেন্ড। অকশনের ধরন ঃ ক্লোজ এন্ডেড। ইনিশিয়াল কুলিং অফ পিরিয়ড ঃ ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটের ক্লোজিং ইন্টারভ্যাল ঃ ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ অটো এক্সটেনশন ঃ ১০ বার। ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ ২৭.১১.২০২৫, সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিট। ডিসিশন মোড - অটো, আরপি প্রদর্শিত - না, আরপি-র নিচে অনুমোদিত বিড - হাঁ, প্রথম প্রত্যাখ্যানের অধিকার (আরওএফআর) প্রযোজ্য কিনা ঃ না, চুক্তির আদর্শ শর্তাবলী (সংস্করণ ২) - দৃশ্যমান, সংশোধনী। লটের বিবরণ ঃ ক্যাটিগরি/সাব ক্যাটিগরি ঃ সমস্ত ফিল্টার লট সিকোয়েন্স নং.; লট নং./ক্যাটিগরি; বিবরণ; বন্ধের তারিখ/সময় ঃ এএ/১; ১৩১৪৯-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এনওকিউ-২৫-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১৫.১২.২০২৫ তারিখ, ১২.৩০ মিনিটে। এএ/২; ১৩১৮৫-এসএলআর-আর ১-এসডিএএইচ-জেওয়াইজি-২৫-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১৫.১২.২০২৫ তারিখ, ১২.৪০ মিনিটে। এএ/৩; ১৩১৫৯-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জেবিএন-২৫-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১৫.১২.২০২৫ তারিখ, ১২.৫০ মিনিটে। রেট ইউনিট ঃ প্রতিটি সিকোয়েন্স নং-এর জন্য প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি। ট্রিপ/দিন ঃ সিকোয়েন্স নং এএ/১ ও এএ/২ জন্য ১০৯৬ এবং সিকোয়েন্স নং এএ/৩-এর জন্য ৪৭০। ন্যূনতম বৃদ্ধি ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য ০.২%। ইএমডি ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য ১০%। প্রয়োজনীয় টার্নওভার ঃ সিকোয়েন্স নং. এএ/১ ও এএ/২-এর জন্য ২০০০০০০, সিকোয়েন্স নং. এএ/৩-এর জন্য ০। আরওএফআর প্রযোজ্য কিনা? ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য না। লটের অবস্থা ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য আরপি পেন্ডিং। অকশনস ঃ সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য ◼।

(SDAH-277/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংশোধনী

হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে ০২.১২.২০২৫ থেকে ০৫.১২.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের প্রি নন-ইন্টারলকিং এবং ০৬.১২.২০২৫ থেকে ০৮.১২.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিনের নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কিছু পরিবর্তন করা হয়েছেঃ ● **নিয়ন্ত্রণঃ (১) ১৩০২৪ গয়া-হাওড়া এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.১২.২০২৫) পথিমধ্যে ১ ঘণ্টার জন্য উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। **(২) ১৩১৫৪ মালদা টাউন-শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.১২.২০২৫) পথিমধ্যে ১৫ মিনিটের জন্য উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। ● **পুনঃনির্ধারণঃ (১) ২২৫০৪ ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.১২.২০২৫) ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ ডিব্রুগড় থেকে সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটের পরিবর্তে রাত ৮টা ৫৫ মিনিটে ছাড়বে। **(২) ১২৫১০ গুয়াহাটি-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.১২.২০২৫) ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ গুয়াহাটি থেকে সকাল ৬টা ১৫ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে। **(৩) ১৩১৬০ যোগবানী-কলকাতা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.১২.২০২৫) ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ যোগবানী থেকে দুপুর ৩টে ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে ছাড়বে। **বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং ব্লক চলাকালীন নতুনভাবে চালু হওয়া ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, তাহলে তা পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ/পথ পরিবর্তন করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/১৮/২৫-২৬, তারিখ: ২৭-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : এপি/ইএল/১৮/২৫-২৬। কাজের নাম ঃ বৈদ্যুতিক কাজ : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে - ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালে ওপিডি করিডোর, ফার্মেসি করিডোর প্রশস্তকরণ, ০১টি মহিলা টয়লেট, ০৩টি দোকান এবং ০২টি ডাক্তারের চেম্বার স্থাপনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৬,৮৬,০৭৭.০৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৩,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৯-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট্রি.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/১৭/২৫-২৬ তারিখঃ ২৭-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/১৭/২৫-২৬। কাজের নামঃ বৈদ্যুতিক কাজের জন্যেঃ আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, কোকরাঝাড়, আলিপুরদুয়ার জংশন, নিউ মাল জংশন, হাসিমারা, দিনহাটা, দলগাঁও, ফকিরাগ্রাম জংশন, জলপাইগুড়ি রোড, ধুবড়ি, গোসাইগাঁও হাট, বামনহাট, ধূপগুড়ি এবং ফালাকাটা স্টেশনে স্থাপন করার জন্য ২১ টি এটিভিএম মেশিনে বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৪,৮৭,৭৯১.৬৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৯,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি)/ আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সহায়ক ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR
RECRUITMENT NOTICE

SL. NO.	POST	VACANCY	DESIRED QUALIFICATION
1	PGT Economics	1	MA., B.Ed.
2	PGT Mathematics	1	M.Sc., B.Ed.
3	PRT	2	Graduate, B.Ed / D.El.Ed.
4	Secretary to the Principal	1	Graduate and knowledge of Computer

N.B.: i. Candidates applying must have proficiency in speaking English. ii. Work experience is must for PGT Mathematics. iii. Candidates with specialization in English and Mathematics will be preferred for PRT.

Please send your resume at the latest by 10th December, 2025.
E-mail ID: binamohitmemorialschool@rediffmail.com

ডিসেম্বর, ২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

লামডিং ডিভিশনের অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য **ডিসেম্বর**, ২০২৫ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে তারিখে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	ডিসেম্বর, ২০২৫	০৯-১২-২০২৫, ১৬-১২-২০২৫ ২৩-১২-২০২৫, ৩০-১২-২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া মণ্ডলে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালনের জন্যে ই-নিলাম

তিনসুকিয়া মণ্ডলের নিউ তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, মরিয়নি জংশন এবং যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালনের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অক্শন ক্যাটালগ সংখ্যা. টিএসকে-পিএসএম-২০২৫-০৪

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-টিএসকে-এমএক্সএন-পিএস-১৫-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-পার্সেল স্ক্যানার)	মরিয়নি জংশন রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালন
এএ/২	এমএসএস-টিএসকে-জেটিটিএন-পিএস-১৬-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-পার্সেল স্ক্যানার)	যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালন
এএ/৩	এমএসএস-টিএসকে-এনটিএসকে-পিএস-১৩-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-পার্সেল স্ক্যানার)	নিউ তিনসুকিয়া রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালন
এএ/৪	এমএসএস-টিএসকে-ডিবিআরজি-পিএস-১৪-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-পার্সেল স্ক্যানার)	ডিব্রুগড় রেলওয়ে স্টেশনের পার্সেল কার্যালয়ে পার্সেল স্ক্যানার মেশিনের স্থাপন এবং পরিচালন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-১২-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১২.০০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক (আইসি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৩৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৫৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৫৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

দুর্গা কি সত্যিই লোভী? না আছে অন্য পরিকল্পনা?
জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ শুধু একবার বলো, দুপুর ১.৪৫ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.৪৫ আলো, সন্ধে ৭.৪৫ জানেমন, রাত ১০.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নীল আকাশের চাঁদনি, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৩.৩০ মহাগুরু, সন্ধে ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.৩০ চ্যালেঞ্জ-টু

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ আমার প্রেম, দুপুর ১২.০০ বাবা কেন চাকার, ২.৩০ এক চিলতে সিঁদুর, বিকেল ৫.০০ শত্রু মিত্র, রাত ১০.৩০ স্বার্থপর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আঁধার পেরিয়ে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাখে হরি মারে কে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভালোবাসায় ছোঁয়া

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ সিংহম রিটার্নস, সন্ধে ৬.৫০ খুদা গওয়াহ, রাত ১০.০০ খুল্লম খুল্লা পেয়ার করে

জি সিনেমা : সকাল ১০.২৭ কার্তিকেয়-টু, দুপুর ১.১৩ বেবি জন, বিকেল ৪.১৯ কৃশ, সন্ধে ৭.৫৫ রেইড-টু, রাত ১০.৪৪ হিরোপন্তি-টু

জি বলিউড : বেলা ১১.৩৯ ম্যায় অওর মেরা হাতি, দুপুর ২.৩২ আ আব লওট চলেঁ, সন্ধে ৬.০৭ কোয়লা, রাত ৯.০০ ঘায়ল, ১২.০০ ধর্ম কর্ম

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৪ রাউডি নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.৫২ খিলাড়ি ৪২০, বিকেল ৪.২৩ দবং

এমএনএক্স : দুপুর ২.১০ দ্য হাঙ্গার গেমস : ক্যাচিং ফায়ার, বিকেল ৪.২০ নাউ ইউ সি মি, রাত ৯.০০ রেসিডেন্ট ইভিল, রেজারেকশনস

কোয়লা সন্ধে ৬.০৭ জি বলিউড

গুরজিৎ সিং-এর গান শুনুন **গুড মর্নিং আকাশ** অনুষ্ঠানে সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

বন্ধু সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। নতুন কোনও আসবাবপত্র উপহার পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। বৃষ : আত্মীয়ের পরামর্শে কোনও আর্থিক সংস্থায় টাকা রেখে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। সংসারে সামান্য কারণে অশান্তি। মিথুন : স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কর্কট : অসাধু ব্যক্তির পরিকল্পনায় পড়ে প্রচুর অর্থ নষ্ট হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়বে। পড়াশোনায় উন্নতি। সিংহ : নতুন বাড়ি নির্মাণে আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ মঞ্জুর হয়ে যাবে। হিংস্র পশু থেকে সাবধান। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। কন্যা : অপ্রত্যাশিত কোনও খবর পেয়ে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। তুলা : সামান্য কারণে কোনও আত্মীয়ের কাছে হেনস্তা হতে হবে। বিজ্ঞানচর্চায় বিশেষ সাফল্য পাবেন। প্রেমে মান-অভিমান চলবে। বৃশ্চিক : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য এবং চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। ধনু : বেহিসেবী খরচে রাশ টানতে না পারলে আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন। বৈদ্যুতিন সামগ্রীর ব্যবসায়ীদের লাভের পরিমাণ বাড়বে। মকর : অতিরিক্ত ভোগবিলাসের কারণে খরচের বহর বাড়বে। রাস্তাঘাটে তর্কবিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। আর্থিক শুভ। কুম্ভ : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে অশান্তি বাড়তে পারে। জমি বা ফ্ল্যাট কেনার আগে কাগজপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন। মীন : পরিবারে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনায় সমস্যার সমাধান হবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১১ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫ অঘোন, সংবৎ ১২ মার্গশীর্ষ সুদি, ১০ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৬, অঃ ৪।৪৮। মঙ্গলবার, দ্বাদশী দিবা ১২।১২। অশ্বনীনক্ষত্র রাত্রি ৬।২৫। বরীয়ানযোগ রাত্রি ৭।৩৩। বালবকরণ দিবা ১২।১২ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১১।৫ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ৬।২৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।১২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১২।১২ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৭।২৬ গতে ৮।৪৬ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩০ গতে ৮।৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।৪৬ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, দিবা ১২।১২ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৬।২৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- সীমন্তোন্নয়ন, দিবা ১২।১২ মধ্যে পুংসবন, রাত্রি ৬।২৫ গতে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও এবং ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডন। পূর্ব্বাহ্ন ৯।৪০ মধ্যে একাদশীর পারণ। গোস্বামীমতে অখণ্ডদান দ্বাদশীব্রত। মৎস্যদ্বাদশী। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৪৫ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১।৫২ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৫।২৭ গতে ৭।৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

চার মামলার সাজা ঘোষণা

মাদারিহাট, ১ ডিসেম্বর : বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের চারটি পৃথক মামলার রায় ঘোষণা হল সোমবার। মোট ৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আলিপুরদুয়ার এসিজেএম আদালত। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানিয়েছেন, প্রত্যেকের ৩ বছর কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে অতিরিক্ত ৬ মাস কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেছেন আলিপুরদুয়ার এসিজেএম আদালতের বিচারক ডালিয়া ভট্টাচার্য।

প্রথম মামলাটি ছিল, হগ ডিয়ার প্রজাতির হরিণের ১৩টি শিং পাচারের। ওই মামলায় অভিযুক্ত ছিল মোট তিনজন। তাদের নাম ইজাজুল হক, সেকেন্দার আলি ও বাবলা বর্মন। তিনজনকেই ২০২০ সালের ১৭ অগাস্ট রাঙ্গালিবাজনা থেকে গ্রেপ্তার করেন রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজিৎ বিসোই। ধৃতদের কাছ থেকে খয়ের কাঠ, একটি বাইক ও একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

দ্বিতীয় মামলাটি হয়, ২০১৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর। এসএসবি ও বনকর্মীদের যৌথ অভিযানে শামুকতলার দক্ষিণ শিবকাটা থেকে তিনটি তক্ষক সাপ সহ গ্রেপ্তার হয় তিনজনকে। ওই মামলার আসামিদের নাম মানিক হোসেন সরকার, মণিরুল হক ও আশরাফ হোসেন।

তৃতীয় মামলাটি ২০১৯ সালের ২৯ অগাস্টের। ওই মামলার রেঞ্জ অফিসার ছিলেন ধীরাজ কামি। তিনি সোনাপুর চৌপথি থেকে সাহেবগঞ্জের বাসিন্দা বিকাশচন্দ্র বর্মন ও পুণ্ডিবাড়ির অরূপ গুপ্ত নামে এই দুই ব্যক্তিকে জীবন্ত প্যাঙ্গোলিন পাচারের সময় গ্রেপ্তার করেন।

শেষ মামলাটি চলতি বছর ২৭ মার্চ মাসের। লঙ্কাপাড়ার রেঞ্জ অফিসার আলি রফসান জানি হরিণের মাংস রান্না করার অপরাধে একজনকে গ্রেপ্তার করেন। ধৃতের নাম কৈলাস বড়াইক। সে রামঝোরার বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে হরিণের একটি শিং বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বিভাগীয় বনাধিকারিক এদিন বলেন, 'এই রায় বন্যপ্রাণ বিভাগের জন্য একটি মাইলফলক। পাশাপাশি অপরাধীদের জন্য একটি কড়া বার্তা। সকলের প্রচেষ্টায় এই কাজ করা সম্ভব হয়েছে। এই রায়ের পর কারবারিরা সচেতন হবে বলেই আশা করি।'

টোটো চুরির কিনারা

শামুকতলা, ১ ডিসেম্বর : টোটো চুরি করে ধরা পড়ার ভয় থাকে। তাই বেশ কিছুদিন ধরে টোটোর ব্যাটারি এবং চাকা চুরি করবার একটি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছিল শামুকতলায়। ব্যাটারি এবং চাকা খুলে নিয়ে বাকি অংশ ফেলে দিয়ে চলে যেত ওই চুরিচক্রের পান্ডারা। এমন ছয়টি টোটো চুরির ঘটনা ঘটেছে গত দুই মাসে। শামুকতলা থানার পুলিশ তদন্তে নেমে পাচারচক্রের দুই পান্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে সোমবার। এদিন ধৃতদের জেলা আদালতে পাঠায় শামুকতলা থানার পুলিশ। পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার অনুমতি দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুই ধৃতের মধ্যে সৌরভ রাজবংশীর বাড়ি যশোডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। আর রনিত দাসের বাড়ি খাটাজানি চৌপথি সংলগ্ন বটতলা এলাকায়। শামুকতলা থানার ওসি অসীম মজুমদার বলছেন, 'ধৃতদের আদালত থেকে পাঁচদিনের রিমান্ডে আনা হয়েছে। এই চক্রের বাকি পান্ডাদের খোঁজ পাওয়ার জন্য তাদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে।'

শনিবার শামুকতলা রাসমেলা থেকে টোটো চুরি করে সৌরভ ও রনিত কোহিনুর চা বাগানে ব্যাটারি খুলে টোটোটি ফেলে রাখেন বাগান এলাকায়। ওইদিন রাতেই পুলিশের কাছে টোটো চুরি নিয়ে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর শামুকতলা থানা, শামুকতলা রোড ফাঁড়ি তল্লাশি শুরু করে। অবশেষে এদিন পুলিশের জালে ধরা পড়েন সৌরভ ও রনিত।

আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে শিল্পের ভবিষ্যৎ সেই তিমিরে

দিশা দেখাল না সম্মেলন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : দুই জেলার সাড়ে চারশোরও বেশি উদ্যোগীকে নিয়ে শিল্প সম্মেলন হল বটে কিন্তু আগামীদিনে পথ চলার কোনও নির্দিষ্ট রূপরেখা দেখা গেল না। সোমবার কোচবিহারের উৎসব অডিটোরিয়ামে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার প্রায় ৪৫০ উদ্যোগীকে নিয়ে এই প্রথম শিল্প সম্মেলন হল। বিভাগীয় মন্ত্রী সেখানে ভাষণ দেন। দুপুরে খাওয়াদাওয়াও হল। কিন্তু তাতে আদৌ এই দুই জেলায় আগামীদিনে কোনও নতুন শিল্প হবে কি না বা কেউ শিল্পে বিনিয়োগ করবেন কি না সে বিষয়ে সুস্পষ্ট করে কিছু ধারণা মিলল না।

কোচবিহারের উৎসব অডিটোরিয়ামে বৈঠকে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। সোমবার।

এদিনের সম্মেলনে তাঁর ভাষণে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তরের বিভাগীয় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'আগামী দু'-তিন বছরে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ৪৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। শিল্পোদ্যোগীদের তরফে আমাদের কাছে এ ধরনের নানা প্রস্তাব জমা পড়েছে। এছাড়া, এই দুই জেলার শিল্পের ও শিল্পোদ্যোগীদের বিভিন্ন সমস্যায় সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে।' শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে বলতে গিয়ে মন্ত্রী এদিন কোচবিহার জেলায় পাট, টমেটো, তামাক, কাঁচালংকা সহ বিভিন্ন সবজি চাষ, আলিপুরদুয়ার জেলায় চা, পর্যটনের বিষয়ে শিল্প সম্ভাবনার বিষয়টি তুলে ধরেন। তবে ঠিক কোন পথে কীভাবে দুই জেলার শিল্প উত্তরণপর্বে শামিল হবে সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য থেকে নির্দিষ্ট করে কিছু জানা যায়নি।

এদিনের সম্মেলনে সেভাবে দিশা না মিললেও শিল্পোদ্যোগীরা অবশ্য উত্তরণের স্বপ্ন দেখছেন। কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিলীপ বণিক বলেন, 'কোচবিহারের শিল্পোদ্যোগীর অভাব নেই। তুফানগঞ্জে ১৫০ কোটি টাকার ভুট্টাশিল্প করতে কয়েকজন আগ্রহী। বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্পে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে কয়েকজন আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমরা এই দাবির বিষয়গুলি জেলা শাসককে লিখিতভাবে জানিয়েছি। তবে বিভিন্ন লাইসেন্সের ক্ষেত্রে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) মেলাটা সমস্যাজনক। এ বিষয়ে অনলাইনে সিঙ্গল উইন্ডোর ব্যবস্থার দাবি জানানো হলেও সমস্যা মেটেনি।' সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবিতে তিনি সরব হন।

কোচবিহারে বেড়াতে আসা পর্যটকদের জন্য বৈরাগীদিঘির ঘাটলায় বেনারসের মতো সন্ধ্যা আরতির ব্যবস্থা, কোচবিহারের রাজবাড়িতে অক্ষরধামের আদলে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মাধ্যমে কোচবিহারের রাজাদের ইতিহাস তুলে ধরার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ জানান। আলিপুরদুয়ারের চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর জেনারেল সেক্রেটারি প্রসেনজিৎ দে বললেন, 'আলিপুরদুয়ারে এক-দুই বছরের মধ্যে ৭০-৮০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হওয়ার কথা। তার মধ্যে ফ্লাই অ্যাশ দিয়ে ইট তৈরি, কোল্ড স্টোরেজ, ফার্নিচার কারখানা ইত্যাদি রয়েছে।'

এদিনের সম্মেলনে কোচবিহারের জেলা শাসক রাজু মিশ্র, চকচকা শিল্প বিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদক দিলীপ বণিক, কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বহু প্রস্তাব

তুফানগঞ্জে ১৫০ কোটি টাকার ভুট্টা শিল্প করতে কয়েকজন আগ্রহী

বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে কোচবিহারে আগ্রহ

আলিপুরদুয়ারে ফ্লাই অ্যাশ দিয়ে ইট তৈরি, কোল্ডস্টোরেজ, ফার্নিচার কারখানা

পড়াশোনার সঙ্গে যোগাসন।। আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন ইটভাটা এলাকায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

যা ইচ্ছে খেতে চাইলে মমতার রাজ্যে থাকুন

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১ ডিসেম্বর : বাঙালি অস্ত্রে শান দিচ্ছে তৃণমূল। ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে যা শুরু হয়েছিল, তা রাজ্যের শাসকদল জিইয়ে রাখতে চাইছে বিধানসভা ভোটেও। সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত কাজের খোঁজ নিতে গিয়ে যা স্পষ্ট করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। এদিন আলিপুরদুয়ারের বাবুরহাটে তৃণমূলের কর্মীসভায়ও তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন মন্ত্রী। কর্মীসভায় নবরাত্রিতে দিল্লিতে মাছের দোকান বন্ধের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'এক বিজেপি বিধায়কের মাছের গন্ধ ভালো না লাগায় দোকান বন্ধ করে দেন। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে শিদল, ছ্যাকা খাওয়া বন্ধ করে দেবে। যা ইচ্ছে খেতে চাইলে, যা ইচ্ছে পরতে চাইলে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রয়োজন।'

বাঙালিদের বাংলাদেশি বলা নিয়েও তোপ দাগেন উদয়ন। তাঁর কথায়, 'শংসাপত্র না থাকায় আমি বাংলা কথা বলায় আমাকে যদি বাংলাদেশি বলা হয়, তাহলে প্রধানমন্ত্রী হিন্দি কথা বলায় তাঁকে পাকিস্তানি বলা উচিত।' উদয়নের কর্মীসভায় জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে উপস্থিত ছিলেন।

'এসআইআর করে বিজেপি কাচের ঘরে বসে ঢিল ছুড়েছে। যা তাদের বুমেরাং হবে।' সৌরভ বলেন, পুরসভা ভালো কাজ করায় আলিপুরদুয়ার শহরের ভোট এবার তৃণমূলমুখী হবে বলেও দাবি করেন উদয়ন। ১০ নম্বর ওয়ার্ডে দলীয় ওয়াররুম পরিদর্শন করে মন্ত্রী বলেন, 'জেলার সর্বত্র দলের বিএলএ-রা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। মন্ত্রীর পরামর্শমতো আমরা কাজ করব।'

চা বাগানের মালিকদের একাংশের বিরুদ্ধে বিজেপিকে সমর্থন করার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'চা বাগানের কিছু মালিক একটি সিজনে চা বাগান বন্ধ করে চলে যান। তাঁদের বেশিরভাগ বিজেপির সমর্থক। বিজেপিকে টাকাপয়সা দিয়েও তাঁরা সমর্থন করেন।' বন্ধ চা বাগান ইস্যুতে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'রাজ্য সরকার চা বাগানে ক্রেশ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রাস্তাঘাট নির্মাণ সবকিছুই করে দিচ্ছে।' কালচিনিতে দলীয় কর্মীদের থেকে বিধানসভা এলাকার এসআইআর সংক্রান্ত তথ্য জানতে চান। গঙ্গাপ্রসাদ ছাড়াও এখানে মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি পেমা লামা, অঞ্চল সভাপতি শংকর কুজুর।

আলিপুরদুয়ারে কর্মীসভায় উদয়ন গুহ। সোমবার। -সংবাদচিত্র

> এক বিজেপি বিধায়কের মাছের গন্ধ ভালো না লাগায় দোকান বন্ধ করে দেন। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে শিদল, ছ্যাকা খাওয়া বন্ধ করে দেবে। যা ইচ্ছে খেতে চাইলে, যা ইচ্ছে পরতে চাইলে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রয়োজন।
>
> **উদয়ন গুহ**
> *উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী*

তুলসীপাড়ার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলছেন বীরপাড়া থানার ওসি। সোমবার। -সংবাদচিত্র

মজুরি না পেয়ে পথে তুলসীপাড়া

মহাসড়ক অবরোধ ঠেকাল পুলিশ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১ ডিসেম্বর : তুলসীপাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের নয় পাক্ষিক মজুরি বকেয়া। স্টাফ, সাব-স্টাফদের বেতন বকেয়া চার মাস। ২৬ নভেম্বর বকেয়া মজুরির দাবিতে বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার এবং বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাসকে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন ওই চা বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীরা। এরপরও বকেয়া না মেলায় সোমবার প্রায় ১০ কিমি দূরে বীরপাড়ায় গিয়ে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করতে উদ্যত হন তাঁরা। অবশ্য শ্রমিকদের বুঝিয়ে অবরোধ করা থেকে নিরস্ত করেন বীরপাড়া থানার ওসি। পরে ওসি বলেন, '১০ দিনের মধ্যেই বকেয়ার সিংহভাগ মেটানোর আশ্বাস দিয়েছে মালিকপক্ষ।'

এদিন দুপুরে বীরপাড়া থানার সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তুলসীপাড়ার শ্রমিক-কর্মচারীরা। তাঁরা পুলিশকে জানিয়ে পথ অবরোধ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। মহাকাল ওরাওঁ নামে এক শ্রমিক বলতে থাকেন, 'আমরা সাংসদ, বিধায়কদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছি, কিন্তু আমাদের সংকটে ওঁরা পাশে নেই। ওঁরা চা বাগানেও যাচ্ছেন না। আমরা বারবার থানা, এএলসি অফিস, বিডিও অফিসে গেলেও ওঁরা আমাদের সঙ্গে দেখা করছেন না। তাহলে ওঁদের ভোট দিয়ে জিতিয়ে আমাদের কী লাভ হল?' পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করে শ্রমিকদের সামনেই মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বীরপাড়া থানার ওসি। এরপর তিনি শ্রমিকদের জানান, ১০ দিনের মধ্যে বকেয়ার একাংশ মেটানো হবে।

> সাংসদ, বিধায়কদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছি, কিন্তু আমাদের সংকটে ওঁরা পাশে নেই। ওঁরা চা বাগানেও যাচ্ছেন না। বারবার থানা, এএলসি অফিস, বিডিও অফিসে গেলেও ওঁরা আমাদের সঙ্গে দেখা করছেন না। তাহলে ওঁদের জিতিয়ে আমাদের কী লাভ হল?
>
> **মহাকাল ওরাওঁ**
> *বিক্ষোভকারী*

তুলসীপাড়া চা বাগান পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে মেরিকো টি কোম্পানি। গত বছর থেকে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে ওই কোম্পানির বীরপাড়া, ধুমচিপাড়া, গ্যারগান্ডা, হান্টাপাড়া, তুলসীপাড়া, বান্দাপানি চা বাগানগুলিতে মজুরি প্রদান অনিয়মিত। কিছুদিন আগেও সংস্থাটি জানিয়েছিল, প্রাকৃতিক কারণে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় লোকসানে বাগান চালাতে হচ্ছে।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি উত্তম সাহা বলেন, 'শ্রমিকদের মজুরি আটকে রাখা কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না।' তুলসীপাড়ার শ্রমিক বুধু ওরাওঁ জানাচ্ছেন, দীর্ঘদিন মজুরির টাকা না পেয়ে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছেন অনেক শ্রমিক। আবার এত শ্রমিক দিনমজুরি করার সুযোগও পাচ্ছেন না। তিনি বলেন, 'মজুরির টাকা আদায়ে আর কতবার থানা আর বিডিও অফিসে দৌড়াব?'

সাংসদ মনোজ টিগ্গার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর উদাসীনতাতেই একের পর এক চা বাগান বন্ধ হচ্ছে। শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি আটকে রাখা, প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা না দেওয়ার মতো বেআইনি কাজ করলেও মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর পালটা অভিযোগ, চা বাগানের সমস্যা মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পদক্ষেপ করছে না।

তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে অপহরণ

বারবিশা, ১ ডিসেম্বর : তৃণমূলের বুথ সভাপতি রঞ্জন সরকারকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি বেসরকারি লজে আটকে রাখার অভিযোগ উঠল বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক বিপ্লব দাসের বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশায়। এনিয়ে অভিযোগ-পালটা অভিযোগে রীতিমতো সরগরম হয়ে উঠেছে বারবিশার স্থানীয় রাজনীতি। ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির বিরুদ্ধে বারবিশায় ধিক্কার মিছিল করে তৃণমূল। যদিও খবর লেখা পর্যন্ত অপহরণ সম্পর্কে পুলিশে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

ভক্সা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০/৯৮ বুথের তৃণমূল সভাপতির অভিযোগ, 'দলবদলের জন্যই নাকি তাঁকে নানা প্রলোভনের পাশাপাশি চাপ দিচ্ছিলেন বিজেপি নেতারা।'

যদিও এদিন তৃণমূলের এমন অভিযোগ নাকচ করে বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক বলেন, 'রঞ্জন সরকার নিজেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের কথা গত কয়েকদিন ধরে বলছিলেন। জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নেওয়া বা অপহরণের অভিযোগ ভিত্তিহীন। তৃণমূল নেতাদের চাপে এখন উনি ভুলভাল বকছেন।'

একইসঙ্গে দুই পরীক্ষা

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : ১২ ফেব্রুয়ারি জেলার ৯টি পরীক্ষাকেন্দ্রে একইসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমদিকে ১৪টি কেন্দ্রে একইসঙ্গে দুই পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। তবে শেষপর্যন্ত ৫টি পরীক্ষাকেন্দ্রের বিকল্প ব্যবস্থা করা গিয়েছে। তবে কোন কোন কেন্দ্রে একইদিনে দুই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, তা এখনও নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি। ৯টি পরীক্ষাকেন্দ্রে একটি পরীক্ষা একইদিনে পড়বে। তবে তার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

মহাসমারোহে প্রাকবড়দিন

শামুকতলা, ১ ডিসেম্বর : বড়দিনের আগে আর হাতেগোনা ২৪ দিন বাকি। তবে ডিসেম্বর শুরু হতেই আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা, কুমারগ্রাম, খোয়ারডাঙ্গা, কামাখ্যাগুড়ি, কালচিনি, ফালাকাটা থেকে বীরপাড়া- সর্বত্র শুরু হয়ে গিয়েছে বড়দিনের প্রস্তুতি। আলো ও ফুল দিয়ে গির্জাগুলোকে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। সোমবার ডিসেম্বরের প্রথম দিন, জেলার বিভিন্ন গির্জায় প্রাকবড়দিনের উৎসবে মেতে উঠতে দেখা গেল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষজনকে।

ধর্মযাজক ফিলিপ মুর্মুর উদ্যোগে ও বানিয়াডাবরি লাভ আর্মি চার্চের ব্যবস্থাপনায় প্রাকবড়দিন উপলক্ষ্যে সাঁওতালি নাচ, গান, বৃক্ষরোপণ, বস্ত্র বিতরণ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন স্থানীয়রা। ফিলিপ বলেন, 'ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকে আমাদের এলাকায় প্রাকবড়দিনের উৎসব শুরু হয়ে যায়। বড়দিনের আগে পর্যন্ত এই উৎসব চলবে।' মহাকালগুড়ি পাস্টোরেট ইউথ অ্যান্ড সানডে স্কুলের উদ্যোগে তলেশ্বরগুড়ি ফুটবল মাঠে প্রাকবড়দিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মহাকালগুড়ি সিএনআই চার্চের রূপকুমার বসুমাতা বলেন, 'বড়দিনে যেসব গান গাওয়া হবে সেগুলো লেখা ও সুর দেওয়ার কাজ চলছে। কয়েকদিনের মধ্যে নাচের তালিম শুরু হবে।' মহাকালগুড়ি গ্রামেই রয়েছে রোমান ক্যাথোলিক চার্চ, সিএনআই চার্চ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্চ। শামুকতলা বানিয়াগাঁও, বানিয়াডাবরি, জিৎপুর, জয়পুর, সম্বলপুর, কদমপুর, সাঁওতালপুর, তলেশ্বরগুড়ি গ্রামের গির্জাগুলোকেও নতুন করে সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে জোরকদমে।

শামুকতলার গারোখুটা গ্রামের বাসিন্দা বারনাবাস কিসকু বলেন, 'বড়দিনের আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে প্রাকবড়দিন অনুষ্ঠান আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ডিসেম্বরের প্রথম দিন থেকেই প্রাকবড়দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে।'

ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

মাদারিহাট, ১ ডিসেম্বর : রবিবার রাতে মধ্য ছেকামারি থেকে দশম শ্রেণির এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মাদারিহাট থানার ওসি সুব্রত সরকার জানিয়েছেন, মৃত ছাত্রের নাম নসিব ধোবি (১৬)। বাড়ি কালচিনি ব্লকের ডিমা বিচ লাইনে। মাদারিহাটের মধ্য ছেকামারিতে মামাবাড়িতে থাকত সে। ওসি বলেন, 'ঘরের ভেতরে বাটামে গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁস দেওয়া ছিল। প্রাথমিক তদন্তে আমাদের অনুমান, ছেলেটি আত্মহত্যা করেছে। সোমবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার পাঠানো হয়। তবে রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।'

নতুন ভবন

বীরপাড়া, ১ ডিসেম্বর : সোমবার শিশুঝুমরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ১০ শয্যাবিশিষ্ট নতুন ভবন তৈরির কাজের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ফলে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী ভর্তি করা যাবে। এতে কমবেশি ৪০ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন বলে ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে।

কয়েকবছর আগে হাতি সীমানা প্রাচীরও ভেঙে দেয়। এনিয়ে ২৬ জুলাই উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়। এরপর শুরু হয় ঝোপঝাড় সাফাইয়ের কাজ। এবার ইন্ডোর পরিষেবা চালুরও কাজ শুরু হল স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে। মাদারিহাটের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ঋত্বিক সরকার বলেন, 'ভবন তৈরির পর ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আরও চিকিৎসক এবং নার্স নিয়োগ করা হবে।'

সচেতনতা

আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা, ১ ডিসেম্বর : সোমবার বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলা হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সমাজপাড়ায় আয়োজিত হল বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির। শিবিরে বিনামূল্যে এইচআইভি স্ক্রিনিং, ডায়াবিটিস সহ বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। সচেতনতা বাড়াতে বিলি করা হয় ১০ হাজার নিরোধ। অন্যদিকে, ফালাকাটায় সোমবার ফালাকাটা ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা হাকিম-কে 31.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89G 35361 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "বেশ কিছুদিন ধরে আমি আমার এলাকায় ডিয়ার লটারি থেকে অনেক মানুষকে কোটিপতি হতে দেখেছি। আমার সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও আমি অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং একটি টিকিট কিনেছিলাম। আমার অবাক করার বিষয় হল আমি এক কোটি টাকা জিতেছি। আমার পরিবারের জন্য এমন একটি সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

লাগাতার হাতির হানা, চিন্তায় আলু চাষিরা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১ ডিসেম্বর : হাতির হানার জেরে অনিশ্চয়তার আবহে আলু চাষ করতে হচ্ছে মাদারিহাট-বীরপাড়া এবং ফালাকাটা ব্লকের জঙ্গল লাগোয়া এলাকার কৃষকদের। প্রতিদিন ওই ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় হাতি হানা দিচ্ছে। রবিবার রাতে পশ্চিম মাদারিহাটে আলেমুল হকের আলুখেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাতির হানায়। সোমবার সকালে আলেমুল বলেন, 'হাতি হানা দিলেও টের পাইনি। সকালবেলা দেখি হাতি চলাচলে তছনছ আলুখেত।'

খয়েরবাড়ি ফরেস্টের চারিদিকে মাদারিহাট-বীরপাড়ার ইসলামাবাদ, দক্ষিণ খয়েরবাড়ি, ছেকামারি, পশ্চিম মাদারিহাট, ফালাকাটার শালকুমার, দেওগাঁও, সাতপুকুরিয়া গ্রামগুলি রয়েছে। ইসলামাবাদ, দেওগাঁও গ্রামগুলিতে কয়েকশো বিঘা জমিতে আলু চাষ হয়। সোমবার ইসলামাবাদ গ্রামে গিয়ে দেখা গেল জমি চষছেন কৃষকরা। মোমেদুল হক নামে এক কৃষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, 'আলু চাষ করলেও ঘরে তুলতে পারব কি না জানি না। কারণ প্রতি রাতেই হাতি হানা দেয় এলাকায়। অনেকেই চাষ করা ধান ঘরে তুলতে পারেননি।'

এখন মাঠে ফসল নেই। খাবারের খোঁজে হাতি বাড়ি বাড়ি হানা দিচ্ছে। হাতি চলাচলে আলুখেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া বড় হতে শুরু করলে মাটি খুঁড়ে আলু বের করে খেয়ে নেয় হাতি বলে জানালেন মহম্মদ হেরাম নামে আরেক চাষি। তাঁর অভিযোগ, 'ক্ষতির তুলনায় বন দপ্তরের দেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক একেবারেই কম।'

ইসলামাবাদ গ্রামে আলু চাষ করতে জমি চষা হচ্ছে। -সংবাদচিত্র

একই পরিস্থিতি রাঙ্গালিবাজনার ডাঙ্গাপাড়ায়। ওই এলাকার বাসিন্দা হরিশংকর বর্মনকে ক্ষোভের সঙ্গে বলতে শোনা গেল, জমির একটা বড় অংশ ফেলে রাখতে বাধ্য হয়েছেন কৃষকরা। কারণ আলু চাষ করলেও ঘরে তোলা যাচ্ছে না হাতির উপদ্রবে।

চাঁপাগুড়ির প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বাবলু প্রধানের বক্তব্য, 'চাষাবাদ করেও ফসল ঘরে তোলা যাচ্ছে না। এমনকি সুপারি গাছগুলিও ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে হাতি।' পশ্চিম মাদারিহাটে রবিবার রাতে ১০টি হাতির একটি পাল হানা দেয়। এলাকার আনন্দ ওরাওঁয়ের সুপারি বাগান তছনছ হয়ে গিয়েছে হাতির হানায়।

ইসলামাবাদ গ্রামে গত বছরও বিঘার পর বিঘা জমির আলু তুলে সাবাড় করেছিল হাতি। তবে এবছরও আলু চাষ করতে নেমেছেন স্থানীয়রা। এলাকার আনোয়ার হোসেন বললেন, 'জমি পতিত রেখে সবার পক্ষে ভিনরাজ্যে দিনমজুরি করতে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই ভাগ্যের ওপর ভরসা করে আলু চাষ করতে হচ্ছে।' খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য সাজু হোসেন বলেন, 'একসময় আলু চাষ করে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন এলাকার কৃষকরা। অথচ কয়েক বছর ধরে হাতির হানা বহুগুণ বেড়েছে। কৃষকদের অনেকেই চাষবাস করা ছেড়ে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছেন।'

যদিও মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায়ের দাবি, 'রাতভর বিভিন্ন এলাকায় টহল দিচ্ছেন বনকর্মীরা। হাতির হানার খবর পেলে যত দ্রুত সম্ভব ছুটে যাচ্ছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে।'

দুই হাসপাতালের পরিষেবায় ক্ষোভ স্থানীয়দের

আবর্জনার দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১ ডিসেম্বর : দূর থেকে দেখা যায় মাঠজুড়ে আবর্জনা ছড়িয়ে রয়েছে। ঠিক তার পাশেই আছে অক্সিজেন প্ল্যান্ট। ওই অক্সিজেন প্ল্যান্টের সামনেই পড়ে রয়েছে কোথাও খাবারের উচ্ছিষ্ট তো কোথাও ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া ছেঁড়া কাপড়। আবার কোথাও রোগীর নানা কাজে ব্যবহার করা বর্জ্য। ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে এখন এমন দৃশ্যই দেখা যাচ্ছে। বর্জ্যের দুর্গন্ধে আউটডোরে আসা রোগীরা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এই আবর্জনা থেকেই দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে হাসপাতাল চত্বরে। কিন্তু আবর্জনা ফেলা নিয়ে হাসপাতাল বা পুরসভা কর্তৃপক্ষ কেউই স্পষ্ট কিছু জানাতে পারছে না। যা নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে হাসপাতালে আসা রোগী ও তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে।

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শুভাশিস শী বলেন, 'ওই আবর্জনা পুরসভার পরিষ্কার করার কথা। এর জন্য আমরা পুরসভাকে চিঠি দিয়েছি।'

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায়ের বক্তব্য, 'হাসপাতালের ভিতরে জমে থাকা আবর্জনা এর আগে আমরা পরিষ্কার করে দিয়েছি। তবে এখন সেখানে আবর্জনা জমে আছে কি না তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের জানায়নি। আমাদের চিঠি করলে বিষয়টি দেখা হবে।'

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পূর্বদিকে রয়েছে অক্সিজেন প্ল্যান্ট। সেখানেই নিয়মিত বর্জ্য ফেলা হয়। হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগী ও তাঁর আত্মীয়রা খাবারের উচ্ছিষ্ট সেখানে ফেলেন। এছাড়াও রোগীর নানা কাজে ব্যবহৃত ছেঁড়া কাপড়, প্লাস্টিক সহ আরও নানা জিনিসপত্র সেখানে ফেলা হয়। তা পরিষ্কার না করায় সেখান থেকেই হাসপাতালে দূষণ ছড়াচ্ছে। অভিযোগ, বর্জ্য না সরানোয় সেখানে গোরু, কুকুর, বিড়াল ঘুরে বেড়ায়। এতেই হাসপাতাল চত্বরজুড়ে তা ছড়িয়ে পড়ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই বর্জ্য ড্রেনে গিয়েও পড়ছে। ফলে ড্রেন বন্ধ হয়ে পড়ায় নোংরা জল জমছে হাসপাতাল চত্বরে। দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা পচে এখন দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। হাসপাতালে রোগী ভর্তি করিয়েছেন ফুলবাড়ির অনীতা মণ্ডল। তিনি বলেন, 'হাসপাতালে কয়েকদিন ধরেই রোগী ভর্তি করিয়েছি। তার জন্য আমাকেও বাইরে থাকতে হচ্ছে। সারাদিন ওয়েটিং শেডেই থাকছি। কিন্তু পাশের অক্সিজেন প্ল্যান্টের দিকের দুর্গন্ধ আসে প্রতিনিয়ত। এতে এখানে অপেক্ষা করাই দায় হয়ে পড়েছে।'

অক্সিজেন প্ল্যান্টের সামনে যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড।

অস্বস্তিকর পরিস্থিতি

- অক্সিজেন প্ল্যান্টের সামনেই পড়ে রয়েছে আবর্জনা
- বর্জ্যের দুর্গন্ধে আউটডোরে আসা রোগীরা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন
- ওই বর্জ্য ড্রেনে গিয়েও পড়ছে, ফলে ড্রেন বন্ধ হয়ে পড়ায় নোংরা জল জমছে হাসপাতাল চত্বরে
- দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা পচে এখন দুর্গন্ধ বের হচ্ছে

হাসপাতালের ভেতরে থাকা ওই আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে হাসপাতালের অন্য কর্মীদের মধ্যেও। আবর্জনা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভও এখন চরমে। আদৌ কবে ওই আবর্জনা পরিষ্কার হবে সে বিষয়ে কিন্তু হাসপাতাল বা পুরসভা কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট কিছু জানাতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই হাসপাতাল চত্বরের আবর্জনা আদৌ কবে, কে পরিষ্কার করে সেটাই এখন দেখার।

বন্ধ এক্স-রে, চিন্তায় রোগীরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে প্রায় এক মাস বন্ধ ডিজিটাল এক্স-রে পরিষেবা। এর জেরে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে রোগী ও তাঁর পরিজনদের। গাঁটের কড়ি খরচ করে বেসরকারি ল্যাব থেকে এক্স-রে করাতে হচ্ছে তাঁদের। এনিয়ে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কবে পরিষেবা স্বাভাবিক হবে, সেই উত্তর নেই কারও কাছে। এবিষয়ে সোমবার জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল বলেছেন, 'হাসপাতালের এক্স-রে পরিষেবা বন্ধ থাকায় সমস্যা হচ্ছে। সেটা আমাদের নজরে এসেছে। নির্দিষ্ট দপ্তরে সমস্যার কথা জানানো হয়েছে। দ্রুত সেটা মিটবে বলেই আশা করছি।'

৬ নভেম্বর থেকে জেলা হাসপাতালে এক্স-রে পরিষেবা বন্ধ হয়ে রয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শর্টসার্কিটের কারণে ডিজিটাল এক্স-রের যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ঘটনার দিনই নাকি হাসপাতালের তরফে বিষয়টি মেশিন দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংস্থাকে জানানো হয়। সংস্থার কর্মীরা এসে মেশিন দেখে যান ও যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। ব্যাস, ওই পর্যন্তই। তারপর প্রায় এক মাস কেটে গেলেও পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি। এর ফলে আউটডোর ও ইন্ডোরে ডাক্তার দেখাতে আসা রোগীদের হয়রান হতে হচ্ছে। রোগীর পরিজনরা বলছেন, হাসপাতালে বিনামূল্যে মেলে পরিষেবা। আর বেসরকারি ল্যাবে এক্স-রে করাতে ৩০০-৭০০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে।

এদিন জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন মেনকা সিনহা রায়। কথা হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাবুরহাট এলাকার বাসিন্দা ওই মহিলা বললেন, 'বিনামূল্যে পরিষেবা পাব ভেবে হাসপাতালে এসেছি। আর এখানে এসে দেখছি, এক্স-রে বিকল। সেই তো বেশি টাকা দিয়ে বাইরে থেকে এক্স-রে করাতে হল। কী লাভ হল বলুন।'

অন্যদিকে, গারোপাড়ার বাসিন্দা রবি ওরাওঁয়ের বক্তব্য, 'আমি হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়েছিলাম ১৫ দিন আগে। এক্স-রে করাতে গেলে সেখানে পরিষেবা বন্ধ থাকায় কয়েকদিন পরে আসতে বলা হয়েছিল। সোমবারও এসে দেখি এক্স-রে চালু হয়নি। বারবার তো আর আসা যায় না। কর্তৃপক্ষ নজর দিক।'

হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে ২০০ জনের এক্স-রে করা হত। কোনওদিন সেটা আবার ২৫০-তেও পৌঁছে যেত। অনেকেই হাসপাতালে আসছেন। এতদিনেও পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়ায় নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীদের। কবে পরিষেবা চালু হবে, তার সদুত্তর নেই কোথাও।

অন্যদিকে, পরিষেবা চালুর দাবিতে সোমবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জেলা হাসপাতালে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বাড়তি খরচ

- ৬ নভেম্বর থেকে জেলা হাসপাতালে এক্স-রে পরিষেবা বন্ধ
- আউটডোর ও ইন্ডোরে ডাক্তার দেখাতে আসা রোগীদের হয়রান হতে হচ্ছে
- বেসরকারি ল্যাবে এক্স-রে করাতে ৩০০-৭০০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মিলেমিশে।। দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে ছবিটি তুলেছেন মনিরুল ইসলাম রাজী।

আঁচল দেওয়া মায়ের কদর বেশি

মেখলিগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : কে ভারতীয়, কে বাংলাদেশি, বলা দায়। এটাই হল তিস্তা চরের বাস্তবতা। বর্তমানে এসআইআর-এর পাল্লায় পড়ে বাংলাদেশ থেকে আসা অনেকের মধ্যেই ত্রাহি ত্রাহি রব। এদেশের নাগরিক হিসেবে দেখানোর মতো উপযুক্ত নথি তো নেই অনেকের কাছেই। কাজেই নাগরিকত্বের তালিকায় নাম তোলা নিয়ে চাপে পড়েছেন তাঁরা। আর এক্ষেত্রে মুশকিল আসান হয়ে দাঁড়িয়েছে বিয়ের সময় পাতানো বাবা-মায়েরা।

আঁচল দেওয়া মায়ের রীতিটা মূলত প্রচলিত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। কনের মায়ের বদলে মাতৃস্থানীয় কোনও মহিলা অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। নিজের মেয়ের মতো আঁচলের আশ্রয় দেন কনেকে। তাঁকেই বলে আঁচল দেওয়া মা। আর সম্পর্কের সুবাদে তাঁর স্বামী তখন হয়ে যান ওই কনের আঁচল দেওয়া বাবা। ওপার বাংলার কোনও তরুণীর এপারে বিয়ে হওয়ার সময় যদি স্থানীয় কোনও দম্পতি এই

মেখলিগঞ্জ

আঁচল দেওয়া বাবা-মায়ের ভূমিকা পালন করে থাকেন, তবে তাঁদের অনেকক্ষেত্রে দেখানো হচ্ছে জন্মদাতা বাবা বা জন্মদাত্রী মা হিসেবে।

এসআইআর নিয়ে রাজ্যজুড়ে যখন হইচই চলছে, তখন মেখলিগঞ্জ সহ চ্যাংরাবান্ধা, ভোটবাড়ি, জামালদহ, কুচলিবাড়ি থেকে শুরু নিজতরফ অবধি বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এক অদ্ভুত বাস্তবতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ থেকে আসা বহু মানুষ ভুয়ো পরিচয় দেখিয়ে দিব্যি নিজের নিজের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করে ফেলছেন। আর সেই 'আত্মীয়' বলতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বোঝানো হচ্ছে বিয়ের সময় আঁচল ধরা বাবা-মা'কে।

ভোটবাড়ি ও চ্যাংরাবান্ধায় প্রেম, পাচার আর পরিচয়পত্র- সব মিলিয়ে এক পরিস্থিতি। এই ধরা যাক ভোটবাড়ির গুয়াবাড়ির এক তরুণের কথা। গোরু পাচারে অভিযুক্ত সেই তরুণের সঙ্গে বাংলাদেশের এক তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তরুণ সেই বাংলাদেশি মেয়েটিকে বিয়ে করে ভারতে নিয়ে আসেন। অবশ্যই অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে। এপারে বিয়ের সময় আঁচল দেওয়া মায়ের ভূমিকা পালন করেছিলেন এক ভারতীয় মহিলা। সেই মহিলা ও তাঁর স্বামীকে প্রকৃত বাবা-মা হিসেবে দেখিয়ে ওই তরুণী শুধু ভোটার কার্ড নয়, ভারতীয় পাসপোর্ট পর্যন্ত পেয়ে গিয়েছেন।

এই ঘটনা কিন্তু কোনও ব্যতিক্রম নয়। উদাহরণ মাত্র। সর্দারপাড়াতেও বাংলাদেশ থেকে আগত বহু মুসলিম মহিলা রয়েছেন, যাঁরা এপারে এসেছেন ২০০২ সালের পর। প্রায় সকলেই এসেছেন বিবাহসূত্রে। তাঁরাও এভাবে নাম তুলছেন। ১০৮ নম্বর কুচলিবাড়ির বাসিন্দা ৩ জন বাংলাদেশি মহিলাও এভাবেই নাম তুলেছেন। আর এসব নিয়ে এখন স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

ডাম্পারের ধাক্কায় ডোবায় ট্রাক, আহত ৩

কুয়াশায় মহাসড়কে দুর্ঘটনা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১ ডিসেম্বর : ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে মাদারিহাট, বীরপাড়া এবং ফালাকাটা থানা এলাকায় পথ দুর্ঘটনা রোজনামচা। শীত আসতে না আসতেই বাড়ল দুর্ঘটনার আশঙ্কা। রবিবার রাতে এবং সোমবার ভোরে মাদারিহাট থানার দলদলি এবং মিল চৌপথিতে ২টি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩ জন। আহতদের মধ্যে ২ জন বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মাদারিহাট থানার ওসি সুব্রত সরকার বলছেন, 'কুয়াশার জেরেই দুর্ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে।'

গুয়াহাটি থেকে কলকাতা যাওয়ার মুখে দলদলিতে রবিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বিকল হয়ে পড়ে একটি মালবোঝাই ট্রাক। সেটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রাকটির পেছনে ধাক্কা মারে একটি ডাম্পার। ডাম্পারের ধাক্কায় ছিটকে রাস্তা থেকে একটি ডোবায় পড়ে যায় ট্রাকটি। ডাম্পারের চালকের কেবিনটি সম্পূর্ণভাবে দুমড়েমুচড়ে যায়। কেবিনে আটকে পড়েন চালক। স্থানীয়রাই চালককে উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে কেবিন থেকে বের করেন। আহত হন ট্রাকচালক আনিকুল শেখ এবং সহকারী আনিসুল রহমান। আনিকুলকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও আনিসুল এবং ডাম্পারচালক বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সোমবার ট্রাকচালক আনিকুল বলেন, 'স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কেবিনের ভেতরই মেরামতের কাজ করছিলাম। ওই সময় পেছন থেকে ডাম্পারটি ধাক্কা মারে।' আনিকুলের অভিযোগ, দলদলি থেকে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল পর্যন্ত আহতদের নিয়ে যেতে একটি বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের চালক মোট ২ হাজার টাকা ভাড়া নেন। তাঁর কথায়, 'মাথায় আঘাত লাগায় অ্যাম্বুল্যান্সের ভেতরই বমি হয়ে যায় আমার। এরপর অ্যাম্বুল্যান্সচালক জানান, ১৫০০ টাকা অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া দেওয়ার পাশাপাশি বমি করে অ্যাম্বুল্যান্স নোংরা করার জন্য আরও ৫০০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে।'

এদিকে, সোমবার ভোরবেলা মিল চৌপথিতে বিকল হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গ্যাস ট্যাংকারের পেছনে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। আবার বীরপাড়ার কাছে গ্যারগান্ডা সেতুর মুখে বিকল হয়ে থাকতে দেখা যায় ১টি ডাম্পার এবং ২টি ট্রাককে। দলদলির বাসিন্দা আক্রাম হোসেন বলেন, 'রবিবার রাতে গ্যারগান্ডা সেতু থেকে দলদলি পর্যন্ত ৬ কিমিতে ৪টি ট্র্যাক্টর এবং ১০টি ট্রাক, ডাম্পার বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তবে এশিয়ান হাইওয়েতে বেশিরভাগ দুর্ঘটনার মূল কারণ যানবাহনের বেপরোয়া গতি।'

মাদারিহাটের হলং থেকে বীরপাড়ার এথেলবাড়ি পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ের ২০ কিমিতে ৮ বছরে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা দেড় শতাধিক। আহতের হিসেব নেই। অবশ্য ট্রাফিক আইন ভাঙলে চালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, জানান মাদারিহাট থানার ওসি।

বিকল

- গুয়াহাটি-কলকাতাগামী ১টি মালবোঝাই ট্রাক দলদলিতে বিকল হয়
- বিকল ট্রাকটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল, ট্রাকটির পেছনে ধাক্কা মারে একটি ডাম্পার
- ডাম্পারের ধাক্কায় ছিটকে ডোবায় পড়ে ট্রাকটি
- বীরপাড়ার কাছে গ্যারগান্ডা সেতুর মুখে বিকল হয়ে থাকতে দেখা যায় ১টি ডাম্পার এবং ২টি ট্রাককে

দলদলিতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাক ও ডাম্পার। সোমবার।

আলোচনায় তৃণমূল

কুমারগ্রাম, ১ ডিসেম্বর : কিষান খেতমজুর তৃণমূল কংগ্রেসের কুমারগ্রাম ব্লক কমিটির উদ্যোগে সোমবার পাগলারহাট কালীপ্রসন্ন মুক্তমঞ্চে 'বুথে চলো' কর্মসূচির বিষয়ে আলোচনা সভা করা হয়। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি তথা পর্যবেক্ষক মানস দাস, রাজ্য সম্পাদক সেলিম লস্কর, আলিপুরদুয়ার জেলা সহ সভাপতি কঙ্ক মুখোপাধ্যায়, ব্লক সভাপতি সৌমেন সরকার ও ব্লকের ১১টি অঞ্চলের কৃষক নেতা-কর্মীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কৃষকদের নানাবিধ সমস্যা শোনার পর, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কঙ্ক বলেন, 'আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে বুথে চলো কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। আমাদের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানো ও মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের বার্তা সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেই এই কর্মসূচি।'

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

মাদারিহাট, ১ ডিসেম্বর : মাদারিহাট অশ্বিনীনগর ২ নম্বর ওয়ার্ডে রবিবার রাতে বাড়ি থেকে এক গ্যাস সিলিন্ডার এজেন্সির মালিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃতের নাম সমীর দাস (৬১)। পরিবারের দাবি, ওই ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছেন। মাদারিহাট থানার ওসি সুব্রত সরকার বলেন, 'দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।'

মৃতের ছেলে সৈকত দাস বলেন, 'বাবা গত এক বছর ধরে অসুস্থ। শয্যাশায়ী ছিলেন। বাইরে বেরোতে পারতেন না। রবিবার মা অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন। বাবা একাই বাড়িতে ছিলেন। রাত ৯টা নাগাদ মা বাড়ি ফিরে দেখেন বাবা নিজের ঘরে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছেন। দীর্ঘদিন ধরেই বাবা মানসিক অবসাদে ভুগছেন।'

প্রস্তুতি সভা

শামুকতলা, ১ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা ও দুই ব্লকের নেতৃত্বকে নিয়ে কিষান খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হল সোমবার। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পূর্ণেন্দু বসুর নির্দেশে 'বুথ চলো' কর্মসূচি শুরু হবে ৩ ডিসেম্বর থেকে। তার প্রস্তুতি নিয়েই মূলত এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। শামুকতলার আশা ভবনে এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কিষান খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তরবঙ্গ পর্যবেক্ষক তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাপতি মানস রায়।

মাছ ধরার ব্যস্ততা। সোমবার আলিপুরদুয়ারের সিকিয়াঝোরায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চার কিশোরকে আটকে রাখার অভিযোগ

মাদারিহাট, ১ ডিসেম্বর : গত জুন মাসে ৪ জন কিশোর বাড়িতে না বলে এক ঠিকাদারের প্রলোভনে পা দিয়ে চলে গিয়েছিল। কয়েকদিন পর তাদের মধ্যে একজন তার বাবাকে ফোন করে জানিয়েছিল তারা বিহারের একটি ইটভাটায় কাজ করছে। কিন্তু টাকা দিচ্ছে না। আর বাইরেও বের হতে দিচ্ছে না। তাদের মধ্যে একজনের অভিভাবক কার্তিক বর্মন জানান, রবিবার ওই ঠিকাদার তাঁর ছেলে সহ বাকিদের দিনহাটায় নিজের বাড়িতে নিয়ে আটকে রাখে। আর প্রত্যেককে ১২ হাজার টাকা করে দিতে বলে। না দিলে নেপালে নিয়ে চলে যাবে। কার্তিক বলেন, 'ছেলের কাছে খবর পেয়েই সোমবার মাদারিহাট থানায় ওই ঠিকাদারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

কার্তিক জানান, সোমবার মাদারিহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেই তাঁরা দিনহাটা থানায় গিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁদের পাঠানো হয় সাহেবগঞ্জ থানায়। সাহেবগঞ্জ থানা আবার তাঁদের পাঠিয়ে দেয় নয়ারহাট পুলিশ ফাঁড়িতে।

মাদারিহাট থানার ওসি সুব্রত সরকার বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে ওই ঠিকাদারের খোঁজ শুরু হয়েছে।' এদিকে, একাধিকবার ঠিকাদারকে ফোন করলেও তিনি ধরেননি।

খোলার মুখে চিনচুলা

কালচিনি, ১ ডিসেম্বর : আগামী ৫ ডিসেম্বর থেকে খুলে যাবে কালচিনির চিনচুলা চা বাগান। সোমবার আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস বলেন, 'মালিকপক্ষের তরফে শ্রমিকদের বকেয়া পুজোর বোনাস ও মজুরি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।' প্রায় দু'সপ্তাহ আগে একটি বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ৫ ডিসেম্বর বাগান খুলবে। ২৬ সেপ্টেম্বর পুজোর বোনাস নিয়ে শ্রমিক-মালিক বিবাদে বাগানটি বন্ধ হয়ে যায়।

হাতির হানা

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : সোমবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের জিৎপুর এলাকায় হাতির হানায় নষ্ট হল আলুখেত, কলা বাগান ও ফুল বাগান। স্থানীয়দের অনুমান, ভোররাতে বক্সা টাইগার রিজার্ভ থেকে হাতি এলাকায় ঢুকে পড়ে। জমিতে হাতির পায়ের ছাপ স্পষ্ট। হাতির হানা ঠেকাতে বনকর্মীদের টহলদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে বন দপ্তর।

বাবা-বিভ্রাট

সোনাপুর, ১ ডিসেম্বর : ভুয়ো বাবা সাজিয়ে এসআইআর-এর ফর্ম পূরণের অভিযোগ উঠেছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর এলাকার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। হাসান আলি নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সোমবার আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও অফিসে নালিশ জানায় বিজেপির যুব মোর্চা। সংগঠনের দাবি, ওই ব্যক্তি মাত্র কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন।

'পা অবশ' ট্রাকচালকের মুখে বিকট গন্ধ...

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১ ডিসেম্বর : গভীর রাতে ১০০ নম্বরে ফোন। ওপার থেকে আবেদন, 'স্যর, একজন ট্রাকচালক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। ওঁকে বাঁচান।' সঙ্গে সঙ্গে তৎপর বীরপাড়া থানার এএসআই পার্থ সরকার। ততক্ষণে ট্রাকচালক নিজেও ফোন করেছেন থানায়। বলেছেন, 'স্যর, আমাকে বাঁচান। পা অবশ হয়ে গিয়েছে।' ফোন পেয়ে ভগৎপাড়ায় এসে ট্রাকচালককে খুঁজছিলেন পুলিশ আধিকারিক এবং তাঁর সহকর্মীরা। অবশেষে চালককে পাওয়া গেল। রাস্তায় শুয়েছিলেন তিনি। পাশে ট্রাক দাঁড় করানো। তাঁকে গাড়িতে তুলতে গিয়েই খটকা লাগল পুলিশের। 'অসুস্থ'-র মুখ থেকে তো বিকট গন্ধ বেরোচ্ছে। বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক জানালেন, ওই ব্যক্তি মদ্যপান করেছেন। প্রতিক্রিয়ায় নাকি পা অবশ হয়ে গিয়েছে। শনিবার রাত দেড়টার ঘটনা।

তবে হলই বা মদ্যপ। একটা মানুষ অসুস্থ। মানবতা বলে তো একটা কথা আছে নাকি। তাই ড্রাইভার সাহেবের পরিস্থিতিতে নজর রাখতে হাসপাতালে ডিউটিতে লাগিয়ে দেওয়া হয় একজন হোমগার্ড সহ দুজনকে। ততক্ষণে চিকিৎসাও শুরু হয়ে যায়। ইনজেকশনও দেওয়া হয়। রবিবার দুপুরবেলা হুঁশ ফেরে চালকের। ভালো করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বুঝলেন, তিনি হাসপাতালের বেডে শুয়ে রয়েছেন। শুশ্রূষা চলছে। কিছুটা বিব্রত! মুখ কাঁচুমাচু। তবে বাড়ি ফেরার আগে পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন বীরভূমের দুবরাজপুরের ৩৪ বছর বয়সি ওই চালক।

বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস সোমবার বলছিলেন, 'কেউ বিপদে পড়লে যত দ্রুত সম্ভব পাশে দাঁড়ানোই আমাদের কর্তব্য। কিন্তু মদ্যপান করে গাড়ি চালানো তো বেআইনি। ওই চালকের মদ্যপানের জেরে শনিবার রাতে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। এশিয়ান হাইওয়েতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। চালকরা সচেতন না হলে কেবলমাত্র পুলিশের পক্ষে দুর্ঘটনা আটকানো সম্ভব নয়।'

অন্যদিকে, ওই চালক পুলিশের সহযোগিতা তো পেয়েইছেন, সেইসঙ্গে আইনের ফাঁক গলে বেরিয়েও গিয়েছেন। কারণ চলন্ত গাড়ি থেকে তাঁকে আটক করেনি পুলিশ। বরং বিপদ বুঝে তিনিই পুলিশকে ফোন করেছিলেন। সে কারণে জরিমানা নয় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পুলিশ তাঁকে সদুপদেশ দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

এএসআই পার্থ সরকার জানালেন, ওই ট্রাকচালকের লোকেশন খুঁজে পেতে সমস্যা হচ্ছিল। পরে দেখা যায়, অন্ধকারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি পাকা রাস্তায় শুয়ে রয়েছেন। দাঁড়াতে পারছিলেন না। ওই অবস্থা দেখে স্থানীয়দের কেউ ১০০ নম্বরে ডায়াল করেন। এরপর ট্রাকচালক নিজেও ফোন করেন। এএসআইয়ের বক্তব্য, 'সময়মতো চিকিৎসা শুরু হওয়ায় বেঁচে গেলেন ওই তরুণ। আশা করি, শনিবারের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি নিজেকে শোধরাবেন।'

ওসি'র কথা

কেউ বিপদে পড়লে যত দ্রুত সম্ভব পাশে দাঁড়ানোই আমাদের কর্তব্য। কিন্তু মদ্যপান করে গাড়ি চালানো তো বেআইনি।

প্রশিক্ষণ শিবির

ফালাকাটা, ১ ডিসেম্বর : সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলা ও ব্লক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের উদ্যোগে এবং এনডিআরএফ-এর ১০ নম্বর ব্যাটালিয়নের সহযোগিতায় পড়ুয়াদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন ফালাকাটা পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ উচ্চবিদ্যালয়ে কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার বিষয়ক এই শিবিরে, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির মোট ১১০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, অগ্নিকাণ্ড, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণজনিত দুর্ঘটনা, সাপের ছোবল সহ বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি সামাল দিতে কী কী করণীয়, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রশিক্ষকরা। এছাড়া সিপিআর, এফবিএও-র মতো জীবনরক্ষাকারী কৌশলগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ করেও তাদের দেখানো হয়। এনডিআরএফ-এর ইনস্পেকটর নীরজ লিম্বু শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

তরুণের মৃত্যু

শামুকতলা, ১ ডিসেম্বর : শামুকতলা থানার উত্তর মজিদখানা এলাকায় সোমবার এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম সঞ্জয় দাস (৩২)। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে।

এইডস দিবস

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : সোমবার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি সংস্থা ও হাসপাতালের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচিতে এইডস সম্পর্কিত সচেতনতামূলক আলোচনা হয়।

ইডি'র তল্লাশি

বালি পাচার মামলায় কলকাতা, ঝাড়গ্রাম সহ রাজ্যের ৮ জায়গায় তল্লাশি চালাল ইডি। ভুয়ো চালান তৈরি করে বালি পাচার করা হত বলে অভিযোগ। এর আগেও ওই জায়গাগুলিতে তল্লাশি হয়েছিল।

পিঙ্ক বুথ

ইএম বাইপাস কাণ্ডের পর কলকাতায় চালু হতে চলেছে ২০টি 'পিঙ্ক বুথ'। কর্মরত থাকবেন মহিলা পুলিশকর্মীরা। বিপদে পড়লে মহিলারা তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করতে পারবেন।

বিতর্কে ব্রাত্য

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নিয়োগ স্থগিত। তৃণমূলপন্থী অধ্যাপককে এই পদে বসানোর জন্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সুপারিশ করেছেন বলে অভিযোগ। প্রকাশ্যে এসেছে ইমেল ও হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা।

জয়ী বিজেপি

কলকাতা হাইকোর্ট ক্লাবের নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের জয়জয়কার। ১০টি আসনের মধ্যে ৭টি আসনেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। তৃণমূলের এই পরাজয়ে উচ্ছ্বাস বিজেপিপন্থী আইনজীবীদের।

অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করুন

গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি মামলায় এসএসসিকে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

রিমি শীল

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : এসএসসির গ্রুপ সি ও ডি'র 'অযোগ্য'দের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিস্তারিত বিবরণ সহ ৭২৯৩ জন শিক্ষাকর্মীর তালিকা ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে কমিশনকে। ইতিমধ্যেই এসএসসি গ্রুপ সি ও ডি'র শিক্ষাকর্মী ৩৫১২ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে। অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টে কমিশনের পেশ করা তথ্য অনুযায়ী দাগির সংখ্যা ৭২৯৩ জন। অথচ সম্পূর্ণ তালিকা তারা প্রকাশ করেনি। তাই সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, র‍্যাংক জাম্প, ওএমআর গরমিল (মিসম্যাচ), প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগ হওয়া এই তিন অভিযোগে ৭২৯৩ জনের সম্পূর্ণ তালিকা জনসমক্ষে এনে প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। সেখানে প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, বাবার নাম, নিয়োগের সম্পূর্ণ তথ্য থাকতে হবে। বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তা নিশ্চিত করবে কমিশন। এসএসসি সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলার শুনানিতে এদিন ফের কমিশনের নতুন বিধি আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের অভিযোগ, গ্রুপ সি ও ডি'তে র‍্যাংক জাম্প প্রার্থীর সংখ্যা ১৩২ ও ২৩৭ জন, প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগের সংখ্যা ২৪৯ ও ৩৭১ জন, ওএমআর গরমিলে ৩৪৮১ ও ২৮২৩ জন। সব মিলিয়ে ৭২৯৩ জন হয়। কিন্তু কমিশন সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেনি। বাকিরা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কলুষিত করতে অংশ নিয়েছে। কোন ক্যাটাগরিতে এঁরা অযোগ্য সেই তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। আদালতের নির্দেশ মেনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ওএমআর শিটও প্রকাশ করা হয়নি। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'কেন আপনারা পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেননি?' তারপরই তিনি জানিয়ে দেন, বুধবার গ্রুপ সি ও ডি'র নিয়োগ প্রক্রিয়ার আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন। তাই হস্তক্ষেপ করছে না আদালত। কিন্তু ৭২৯৩ জনের তালিকা অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে। প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যাঁদের নিয়োগ হয়েছে তাঁদের তালিকা এজলাসে পেশ করতে হবে।

এদিকে গ্রুপ সি ও ডি'র নিয়োগ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে একাংশের অভিযোগ, তাঁদের নাম 'যোগ্য' তালিকা থেকে বাদ দিয়ে 'অযোগ্য'দের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আদালত নির্ধারিত ক্যাটাগরাইজেশন অনুযায়ী তাঁরা দাগি প্রার্থী নন। তাই জরুরি ভিত্তিতে তাঁদের আবেদন শোনা হোক। অন্যদিকে আবেদনকারীদের আরেকাংশের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, যোগ্য প্রার্থীদের বয়সের ছাড়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সেই সুযোগ পাননি। দুটি মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নে কমিশন

- র‍্যাংক জাম্প, ওএমআর গরমিল, প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগ হওয়া অভিযোগে ৭২৯৩ জনের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করতে হবে
- প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, বাবার নাম, নিয়োগের সম্পূর্ণ তথ্য থাকতে হবে
- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই নির্দেশ
- নতুন বিধি নিয়ে প্রশ্নের মুখে কমিশন
- নবম-দশমের শিক্ষকতার ভিত্তিতে একাদশ-দ্বাদশে কীভাবে নম্বর দেওয়া যায়? প্রশ্ন আদালতের

এদিকে ২০২৫ সালের নতুন বিধি ও শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বরাদ্দ ১০ নম্বর সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, 'নবম-দশমের শিক্ষকতার ভিত্তিতে একাদশ-দ্বাদশে কীভাবে নম্বর দেওয়া যায়? প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষকদের কীভাবে নবম-দশমের নম্বর দেওয়া যায়?' আবেদনকারীদের একাংশের আইনজীবী শামিম আহমেদের অভিযোগ, পূর্বের বিধিতে নতুন নিয়ম নেই। অথচ ২০২৫ সালের নতুন বিধি কেন সংশোধিত করে আনতে হল তার ব্যাখা চাওয়া হোক।

ইন্টারভিউর তালিকার সময় অ্যাকাডেমিক স্কোর যুক্ত করা হলে দুবার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হবে। যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী ১০ নম্বরের পক্ষে জোর সওয়াল করেন। তাঁর দাবি, ৭ বছর ধরে কর্মরতদের ১৪ কোটি ঘণ্টা ধরে কাজ করানো হয়েছে। তাহলে এই নম্বরের ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? ২০২৫ সালে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বিরল ঘটনা। কারণ, পুরোনোদের সঙ্গে নতুনদেরও অংশ নিতে দেওয়া হয়েছে। বুধবার মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

এইডস মুক্ত বিশ্ব গড়ুন... *সচেতনতামূলক বার্তা। কলকাতায়। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

নন্দীগ্রামে লড়ার হুঁশিয়ারি অভিষেকের

কমিশনের বিরুদ্ধে কোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : দল চাইলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসন থেকে লড়াই করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে হারানোর চ্যালেঞ্জ জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দু-দিন আগেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার দাবি করেছিলেন, 'নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার খুব শখ হয়েছে অভিষেকের।'

সোমবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভার মহেশতলায় সেবাশ্রয়-২ শিবিরের উদ্বোধনে গিয়ে সুকান্তর বক্তব্য প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'উনি অনেক কিছুই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। তবে এটুকু বলতে পারি, দল আমাকে নন্দীগ্রাম বা দার্জিলিং যেখানে দাঁড়াতে বলবে, সেখানেই দাঁড়াব। তবে সুকান্তবাবুকে বলব, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবেন না।'

এদিন নির্বাচন কমিশনকেও হুঁশিয়ারি দিতে ছাড়েননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, 'আমার কাছে অনেক তথ্য আছে। আমি হাওয়ায় কথা বলি না। প্রয়োজনে আদালতে সব প্রমাণ করে দেব।'

এসআইআর আতঙ্কে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিএলও সহ সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। গত শুক্রবার তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখাও করে। সেদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু প্রকাশ্যে আনার জন্য প্রথম দিন থেকেই দাবি করেছিলেন অভিষেক। তাঁর দাবি, 'কমিশনকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। তার সবগুলি ছেড়ে দিন, একটি প্রশ্নেরও সদুত্তর দিতে পেরেছে বলে জানাতে পারে, তাহলে টানতে টানতে কোর্টে নিয়ে যাব। আমাদের হাতে ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ রয়েছে।' তবে কি সেই ডিজিটাল এভিডেন্স, তা অবশ্য এদিন তিনি খোলসা করেননি। বরং বলেন, 'বিএলওদের ১২ হাজার টাকা করে রাজ্য সরকার দিচ্ছে না বলে নির্বাচন কমিশন যে অভিযোগ তুলেছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি কমিশনকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, বাংলার যে ২ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে, তা ছেড়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে কমিশন চিঠি লিখুক। আমি কথা দিচ্ছি, বকেয়া অর্থের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার দিলে বিএলওদের ১২ হাজার কেন, ৬০ হাজার টাকা করে রাজ্য সরকার দেবে। যেদিন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা ছাড়বে, পরের দিন প্রত্যেক বিএলও-র অ্যাকাউন্টে ওই টাকা পৌঁছে যাবে।'

সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন। এসআইআর ইস্যুতে বিরোধীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'সংসদ নাটক করার জায়গা নয়।' সোমবার মহেশতলা থেকেই সেই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে অভিষেক বলেন, 'বিএলওরা মারা যাচ্ছেন, সাধারণ মানুষ আত্মঘাতী হচ্ছেন, এত মানুষের মৃত্যুকে প্রধানমন্ত্রী নাটক বলছেন? কে নাটক করছে, গোটা দেশ দেখছে।'

যা যা বললেন

- দল চাইলে নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে হারাব
- আমাদের পাঁচ প্রশ্নের জবাব নির্বাচন কমিশন প্রকাশ্যে আনুক
- রাজ্যের বকেয়া ছাড়ার জন্য কেন্দ্রকে চিঠি দিক কমিশন
- এত মানুষের মৃত্যুকে প্রধানমন্ত্রী নাটক বলছেন?

আইপ্যাক ও বিএলও অধিকার মঞ্চের বিরুদ্ধে সরব বিরোধী দলনেতা

অস্বাভাবিক তথ্যের অভিযোগ ২২০৮ বুথে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : রাজ্যের ২ হাজার ২০৮টি বুথে একজনও মৃত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট ভোটারের খোঁজ মেলেনি। এসআইআরে উঠে আসা এই তথ্যকে অস্বাভাবিক বলেই মনে করছে কমিশন। শুধু তাই নয়, আরও ৫ থেকে ৬ হাজার বুথে কোথাও একটি, দুটি বা সর্বাধিক ১০ জন ভোটারের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এই ৭-৮ হাজার বুথের তথ্য ফের যাচাই করে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

এদিন পর্যন্ত ৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫৭ হাজারের কিছু বেশি ফর্ম ডিজিটাইজড হয়েছে। এই হিসাব ম্যাপিং হওয়া ফর্মের প্রায় ৯৬ শতাংশ। অর্থাৎ ২০০২-এর সঙ্গে ২০২৫-এর ভোটার তালিকায় মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছে প্রায় ৯৬ শতাংশ। রবিবার পর্যন্ত ম্যাপিংয়ের ভিত্তিতে প্রায় ৩৫ লক্ষ নাম বাদ যেতে পারে বলে জানিয়েছিল কমিশন। গত ২৪ ঘণ্টায় সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ লক্ষ ৬৪ হাজার। যার মধ্যে ভোটারের সংখ্যা ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮১৮। কমিশনের এক আধিকারিকের মতে, এনুমারেশন ফর্মে ভোটারদের যে লিঙ্কেজ দেখানো হচ্ছে তা সঠিক ধরে নিলে মেরেকেটে ৪০ লক্ষের কাছাকাছি নাম শুনানিতে আসতে পারে। এসআইআর শুরুর আগে বিজেপি দাবি করেছিল, শুধু মৃত, ডুপ্লিকেট ও অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিলেই অন্তত ১ কোটির বেশি নাম বাদ পড়বে তালিকা থেকে। কমিশনের আধিকারিকদের মতে, ফি-বছর যে ভোটার তালিকার সংশোধন হয় সেখানেই ৩০ লক্ষের বেশি ভোটারকে শুনানিতে ডাকতে হয়। এবার এসআইআর-এর ফল তাই তাঁদেরও আশ্চর্য করছে। এই অস্বাভাবিক বুথের সংখ্যা সবথেকে বেশি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় (৭৬০টি)। পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদায় সংখ্যাটা ২০০-র বেশি। নদিয়া, বাঁকুড়ায় এরকম বুথ রয়েছে শতাধিক। ৯০টি বুথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। বাদ নেই বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, হুগলি, দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিও।

রাজ্যের এই 'অস্বাভাবিক বুথ'গুলির ব্যাপারে যেদিন সতর্ক করেছে কমিশন সেইদিনই সিইও দপ্তরে গিয়ে এসআইআর তথ্য নিয়ে তৃণমূল, আইপ্যাক এবং প্রশাসনের একংশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি মুসলিমদের নাম রেখে দিতে রাতারাতি ১ কোটি ২৫ লক্ষ ফর্ম পূরণ করা হয়েছে। এটা বিরাট দুর্নীতি। এর সঙ্গে ইআরও, এইআরও ও আইপ্যাক জড়িত। সিইওর কাছে এই অভিযোগ জানিয়ে নির্দিষ্টভাবে ২৬ থেকে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে যেসব নাম নথিভুক্ত হয়েছে তার তদন্ত দাবি করেছে বিজেপি। ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে আইপ্যাক ভোটার তথ্যে এই গরমিল করেছে বলে দাবি করেন তিনি। দুর্নীতির তদন্তে প্রয়োজনে সিবিআইকে যুক্ত করার দাবিও জানান শুভেন্দু। যদিও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ও আইপ্যাকের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি সিইও মনোজ আগরওয়াল।

সোমবার বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দু।

সমানে সমানে... *বিএলও অধিকার মঞ্চের বিক্ষোভকারীদের আটকাচ্ছে পুলিশ। -রাজীব মণ্ডল*

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : সিইও দপ্তরে অভিযোগ জানাতে গিয়ে বিক্ষোভকারী বিএলও ও পুলিশের বাধার মুখে পড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার জেরে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় সিইও দপ্তরের বাইরে। শুভেন্দুর উদ্দেশে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। সিইও দপ্তর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে 'চোর, চোর, তৃণমূল চোর' স্লোগান দেন শুভেন্দু নিজেও। শুভেন্দুকে কালো পতাকা দেখান বিক্ষোভকারীরা। সিইও দপ্তরে ঢুকতে গেলে বাধা দেওয়া হয় সাংবাদিকদের। তাঁদের সঙ্গে বচসায় জড়ান পুলিশকর্মীরা। হস্তক্ষেপ করতে হয় সিইওকে। পুলিশের অতিসক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনিও। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

সোমবার বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী কলকাতায় সিইও'র সঙ্গে দেখা করার জন্য সাড়ে ১২টা নাগাদ দপ্তরের সামনে পৌঁছোন। এদিকে শুভেন্দুর কনভয় সেখানে পৌঁছোনোর আগেই বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চ থেকে দল বেঁধে বিক্ষোভকারীরা সেখানে হাজির হন। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও ভিড় ঠেলে কমিশনের দপ্তরে ঢুকতে গেলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বিজেপি বিধায়ক ও পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। এরই মধ্যে শুভেন্দু ও প্রতিনিধি দলের সঙ্গে উপস্থিত সাংবাদিকরাও দপ্তরে ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের বচসা বাধে। খবর পেয়ে নিজের দপ্তর থেকে চলে আসেন সিইও। উপস্থিত ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্য দেখবেন। কিন্তু সাংবাদিকদের ভিতরে ঢুকতে আটকাচ্ছেন কেন? এটা সিইও'র দপ্তর। কমিশনের নির্দেশ মেনেই চলুন।' জবাবে সিইও-র উদ্দেশে ইন্দিরা বলেন, 'সাংবাদিকরা কোথায় যাবে তা নির্দিষ্ট করে আমাদের জানাতে হবে। কমিশনের নিরাপত্তা দেখা আমাদের কাজ।' এদিন মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে সিইও দপ্তরে আসেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। সম্প্রতি বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির টানা দু'দিন ধর্নার জেরে সিইও দপ্তর ও তাঁর আধিকারিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তারপরই দিল্লি থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সিইও দপ্তরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেন। তারপরই সেখানে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়।

কমিশনের দপ্তরে ধুন্ধুমার

সবে মহানগরের জনজীবন শুরু। হাওড়া ব্রিজে সোমবার ভোরে। -পিটিআই

ভয় পাবেন না, ডিএম'দের মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : এসআইআরের জন্য জেলাশাসক সহ প্রশাসনের কর্তাদের চাপ থাকলেও উন্নয়নের কাজে কোনও ঘাটতি রাখা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে কমিশনের হুঁশিয়ারিতে ভয় না পাওয়ার ব্যাপারে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। সোমবার জেলাশাসক, মহকুমাশাসক ও বিডিওদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ওই বৈঠকের মাঝে হঠাৎই যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলাশাসক সহ প্রশাসনের কর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এসআইআরের

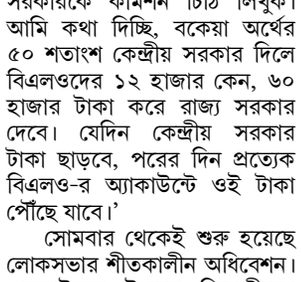

কাজের জন্য আপনাদের ওপর যে চাপ যাচ্ছে বুঝতে পারছি। কিন্তু তার জন্য উন্নয়ন যেন উপেক্ষিত না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।' নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, তখনই মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন, 'একজন প্রাক্তন অফিসারকে ওরা পাঠিয়েছে। ভয় দেখাচ্ছেন, বিরক্ত করছেন। বলছেন, দিল্লি পাঠিয়ে দেব, বদলি করে দেব। ভয় পাবেন না। আমি আছি। আপনারা আপনাদের কাজ করে যান।' দুদিন আগেই স্পেশাল রোল অবজারভার হিসেবে প্রাক্তন আমলা সুব্রত গুপ্তকে নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। রবিবার তিনি ফলতায় ভোটার তালিকার সংশোধনের কাজ খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উদ্দেশেই এসব বলেছেন বলে অনেকেই মনে করছেন।

নতুন লোকায়ুক্ত নিয়োগ

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : রাজ্যের নতুন লোকায়ুক্ত নিযুক্ত হলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। সোমবার নবান্নে লোকায়ুক্ত চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়ে বৈঠক ছিল। সেখানেই রবীন্দ্রনাথবাবুকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে আবারও নিযুক্ত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য পদাধিকার বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকবেন না বলে আগেই স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

বিডিওর বিরুদ্ধে নথির ফরেন্সিক পরীক্ষা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় তদন্ত অত্যন্ত ধীরগতিতে চালাচ্ছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত বিডিওকে গ্রেপ্তারের কোনও পরিকল্পনা পুলিশের নেই। বিধাননগর গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে খবর, সল্টলেক ও নিউটাউনের ১৪ জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া সিসিটিভি ফুটেজ, ধৃত রাজু ঢালির মোবাইল ফোন থেকে উদ্ধার হওয়া ভিডিও এবং অন্যান্য নথি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই সেই রিপোর্ট চলে আসার কথা। পুলিশের বক্তব্য, সমস্ত নথির ফরেন্সিক রিপোর্ট না এলে তা আদালতে 'প্রামাণ্য' বলে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সেই কারণেই ওই রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর বারাসত জেলা ও দায়রা আদালতে অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন খারিজের আবেদন জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু অভিযুক্ত যেহেতু একজন পদস্থ সরকারি কর্তা, তাই তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়।

যদিও রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকার জন্যই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ হচ্ছে না বলে মনে করছেন প্রশাসনের একাংশ। তাঁরা বলেছেন, 'অভিযুক্ত একজন রাজবংশী সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। তাই বিধানসভা ভোটের আগে বিষয়টি ঘাঁটাতে চাইছে না রাজ্যের শাসকদল। একই কারণে বঙ্গ বিজেপির নেতারা বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেও এক্ষেত্রে মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে প্রামাণ্য নথি হাতে আসার পরেই এই নিয়ে পুলিশ পদক্ষেপ করবে।' বারাসত আদালতের সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আইন আইনের পথে চলবে। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। প্রয়োজনমতো সঠিক পদক্ষেপ করা হবে।' অভিযুক্তর আইনজীবী অমিত চক্রবর্তী বলেন, 'বিচারক সবদিক খতিয়ে দেখেই অভিযুক্তের আগাম জামিন মঞ্জুর করেছেন। পুলিশের হাতে কোনও প্রামাণ্য নথি থাকলে তা তারা আগেই আদালতে জমা দিত। কিন্তু তা দেয়নি।'

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় গত বুধবারই বারাসত জেলা ও দায়রা আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়েছেন অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মন। আদালতের শর্ত অনুযায়ী গত শনিবার তিনি বিধাননগর আদালতে সশরীরে হাজিরা দিয়ে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। বিধাননগর দক্ষিণ থানার হাত থেকে তদন্তভার হাতে নিয়েছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। কিন্তু তাতেও তদন্তে অগ্রগতি হয়নি। তবে প্রামাণ্য নথির অপেক্ষায় বসে থাকা অজুহাত বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ। কারণ, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রামাণ্য নথির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে তাও করা হয়নি।

বাংলাদেশ আদালতে সোনালির জামিন

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশি সন্দেহে 'পুশব্যাক' করার ছয় মাস পর শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন দুই পরিবারের ছয় সদস্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিও। সোমবার বাংলাদেশের আদালত শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়ায় তাঁদের বাড়ির ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছে বীরভূমের পাইকর গ্রাম।

চলতি বছরের ২৬ জুন বাংলাদেশি সন্দেহে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি সহ মোট ছয় জনকে অসম সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে পাঠায় দিল্লি পুলিশ। ছয়জনের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ছাড়াও ছিলেন তাঁর স্বামী দানেশ শেখ, নাবালক ছেলে সাবির শেখ। তাঁদের ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী 'অবৈধ বাংলাদেশি' সন্দেহে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ঠেলে দেয়। ২০ অগাস্ট বাংলাদেশ পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট মামলা দায়ের করা হয়। সেপ্টেম্বরে সেই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট এই পুশব্যাককে বেআইনি ঘোষণা করে। বিচারপতিরা এই পরিবারের সব সদস্যকে ভারতে ফেরত আনার জন্য এক মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করেন। রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম বলেন, 'তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানো ভুল ছিল। আমরা তাঁদের জন্য লড়াই চালিয়ে গিয়েছি।

সোমবার বাংলাদেশের আদালত এই ছয়জনের জামিন মঞ্জুর করেছে। ৩ ডিসেম্বর তাঁদের ফের হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের আদালতও নির্ধারণ করেছে যে তাঁরা বাংলাদেশি নন এবং ভারতকে ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

‘লিংক লাইফ’

সত্য কোথায়? সত্যের অন্বেষণ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। নির্দিষ্ট মানুষটি কে? কী তাঁর পরিচয়? মুখে বললে লাভ নেই। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কীভাবে তাঁকে চেনে, সেটাও গৌণ। সত্য শুধু কার্ড, নথিতে উল্লিখিত তথ্য। বাস্তবের সঙ্গে সেই তথ্যের মিল থাক না থাক, সেটাই বড় সত্য। সেই সত্য যাচাই করবে কে? কোনও মানুষ বা প্রশাসন বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ নয়।

সত্য যাচাই হবে মানুষ নিজেকে ‘লিংক’-এ বেঁধে ফেলতে পারলে। আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বরের লিংক। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার কার্ডের লিংক। আধার লিংক না থাকলে র‍্যাশন কার্ডের জোগান মিলবে না। রান্নার গ্যাসের কার্ড অচল হয়ে যাবে আধার লিংক না থাকলে। লিংক, লিংক আর লিংক...। সর্বশেষ ২০০২-এর লিংক না থাকলে ভারতে কারও নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাওয়ার সম্ভাবনার শঙ্কা।

২০০২ ও ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেই একমাত্র বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) ভারতের নাগরিকের ম্যাপিং নিশ্চিত। ২৩ বছরের ব্যবধানে ওই দুই ভোটার তালিকার কোনও একটিতে নাম না থাকা মানে জীবন জেরবার। নথি চাই, নথি। কার্ড চাই, কার্ড। যা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে, ওই দুই সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে সংযোগ আছে।

২০০২-এ যদি জন্ম না হয়ে থাকে? কিংবা ২০০২-এ যদি ভোটার তালিকায় নাম তোলার মতো বয়স না হয়ে থাকে? তবু চলবে। নির্দিষ্ট সেই মানুষটির মা বা বাবা- দুজনের কারও সঙ্গে ২০০২-এর লিংক চাই। এমনকি ঠাকুরদা-ঠাকুমা কিংবা দাদু বা দিদার লিংক থাকলেও চলবে। সেই সুযোগে ভুয়ো পিতৃ বা মাতৃ পরিচয় ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বটে। তাতে কুছ পরোয়া নেই। অ্যাপের সেই ম্যাপিংয়ে সেই অসত্য ঢাকা পড়ে যেতে পারে।

লিংকের দৌলতে প্রকৃত বাস্তবতা হারিয়ে যেতে পারে। নানাবিধ লিংকের জগৎ এখন ভারতবর্ষে ভোটাধিকার থেকে নাগরিকত্ব ইত্যাদি অনেককিছুর নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে। সেই জগতের গোলকধাঁধায় কেউ ছিটকে পড়তে পারেন দেশের বৃত্ত থেকে। কাউকে বা সাদরে গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই গোলকধাঁধা এখন কিছু মানুষের আতঙ্ক, অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে উঠেছে। এদেশে বসবাসকারী হলেও লিংকের চক্করে কেউ নিজেকে যুক্ত না করে থাকলে শিয়রে হাজার সমস্যা যে।

লিংকের এই আবর্তের বাইরে রয়েছেন অনেকেই। বিশেষ অভিবাসী, উদ্বাস্তু জন। যাঁদের অনেকেই ২০০২-এর পর এদেশে ঠাঁই নিয়েছেন। কিংবা আগে এসে থাকলেও লিংকের বৃত্তে নিজেকে যুক্ত করেননি বা করতে পারেননি। সেক্ষেত্রে শুধু তাঁরা নন, তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মও ঘোর অনিশ্চয়তায়। দেশের নির্বাচন কমিশন এই সমস্যার প্রতিকারে ১১টি নথির দাওয়াই বাতলে দিয়েছে বটে। কিন্তু সকলের কাছে সেই ১১ নথির একটিও সহজলভ্য নয়- এমন বাস্তবতা বিরল নয়।

কাগজ দেখাও আর লিংক করো’র যুগে এরকম মানুষ স্বাভাবিকভাবে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। বাংলায় সমস্যাটি যে আছে, তা মতুয়া ও নমশূদ্র জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভ, আন্দোলন, অসন্তোষ দেখে টের পাওয়া যাচ্ছে। লিংকের বৃত্তে ঠাঁই নিতে না পেরে তাদের এখন প্রাণান্তকর অবস্থা। ইসলামধর্মী ছাড়া অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীরা অন্য দেশ থেকে ভারতে এসে থাকলে কোনও নথি ছাড়াই নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন বলে কেন্দ্রের ঘোষণা আছে।

তাতে কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম তোলার সংস্থান মিলছে না। বরং নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য যে আবেদন করতে হচ্ছে, তাতে নিজেকে ভিনদেশি বলে পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে। সেই তথ্য শেষপর্যন্ত ভোটাধিকার নিশ্চিত করবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকে যাচ্ছে। সত্য যাই হোক, জীবন যদি লিংকবিহীন হয়, তাহলে তা দুর্বিষহ এখন।

অমৃতধারা

উপর উপর দেখেই কিছু ছেড়ো না বা কোনও মত প্রকাশ ক’রো না। কোনও কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর, তাই জ্ঞান। যা তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে। আর যদি অসৎ হও, তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না, কারণ তুমি অসৎ হয়ে তোমার চারিদিকই অসৎ করে ফেলেছ।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি

জোহরান মামদানিকে নিয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত। অথচ বিদেশের মাটিতে কত মানুষের সংগ্রাম আমাদের অজানাই।

অনমিত্র বিশ্বাস

-এআই

‘দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি-,’ এমনটাই বলে কবি সত্যেন দত্ত ছন্দঝংকারে কীর্তিত করেছিলেন কোন প্রাগিতিহাসের যুগে রামের প্রপিতামহের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে হালে মহাপ্রভু বা বীর সন্ন্যাসী বিবেকের আবিশ্ব খ্যাতি। যে বাঙালি দিগ্বিজয়ী ‘সিংহল’ নামে স্ব-কীর্তির সাক্ষর রেখেছিলেন, যে বাঙালি দীপঙ্কর সুদূর তিব্বতে জ্বেলেছিলেন জ্ঞান ও সদ্ধর্মের দীপ, শ্যাম কাম্বোজে ওঙ্কার-ধামের ভাস্কর্য-নির্মাণ করেছিলেন সেই স্থপতি রূপদক্ষরা- কবি তাঁদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত বোধ করেছেন। সফল স্বদেশবাসীর জন্য গর্ব বোধ করা-ই স্বাভাবিক, সহজ।

কুয়ালা লামপুরের সেন্ট্রাল মার্কেটের কাছে একটা ছোট নাসি কন্দর বা ভাতের হোটেলে কাজ করত আজিজ। দেড় দশক আগে। আমরা যে এক মাস ছিলাম, প্রায় রোজই সেখানে খেতে যেতাম। আজিজ আমাদের টেবিলে এসে তার ফাঁকা সময়টুকু কথা বলে যেত। আমাদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না বিদেশে, কলকাতার কোথায় আমরা থাকি, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে কতদূরে ইত্যাদি জানতে চাইত। ও ছিল বাংলাদেশের কোনও এক জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে। সে তার বাড়ির কথা বলত, তার ছোট বোনের গল্প করত- প্রবাসে যার কথা তার বারবার মনে পড়ত। উপার্জনের প্রলোভনে সে কোনও এজেন্টের সঙ্গে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল সমস্ত সঞ্চয়টুকু খুইয়ে, সেই স্বপ্ন তার ভেঙে গেছে। তবু এখানকার রিঙ্গিতের প্রাইস ইন্ডেক্স বাংলাদেশের টাকার চেয়ে অনেক বেশি। তবুও স্বপ্ন দেখত, সে যতটা সম্ভব টাকা জমাবে, তারপরে দেশে ফিরে যাবে কোনওদিন। বোনের ধুমধাম করে বিয়ে দেবে ভালো ঘরে, বাবা-মায়ের জন্য সচ্ছলতা ও সেবাযত্নের ব্যবস্থা করবে সে। সঙ্গীহীন নির্বাসনে আজিজের ঘোলাটে চোখে যে স্বপ্নগুলো ছিল, তার সবটা আমরা ঠিকঠাক ধরতে পারিনি।

নাসি কন্দরের পিছনে একটা ঘুপচি ঘরে- তেতলা খাটের বাংকে শুত রাতে কয়েক ঘণ্টা। বাকি সময়টায় তার কাজের থেকে ফুরসত কোথায়? আজিজ ই-মেল পাঠাতে জানত না। আন্তর্জাতিক দূরভাষের খরচ তার জন্য দুঃসাধ্য। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছ’মাসে-ন’মাসে। অথচ সে নিজেকে ক্ষয় করে চলেছিল সামান্য এক চিলতে স্বপ্ন নিয়ে। তার ইমিগ্রেশন সম্পূর্ণ আইনত হয়নি, আর তা নিয়ে তার খুবই দুশ্চিন্তা ছিল।

পিনাঙে এক উত্তর ভারতীয় রেস্তোরাঁয় দেখা হয়েছিল দিল্লির দীনেশের সঙ্গে। ভাঙা হিন্দি সম্বল করে আমরা তার সঙ্গে কথা বলতুম, সে আমাকে আর আমার বোনকে নানারকম হাতসাফাইয়ের খেলা দেখাত। সে-ও আজিজের মতোই নিঃসঙ্গ, প্রবাসী। তবু পিনাঙের ওদিকটায় বেশ কিছু ভারতীয় আছেন। তাঁরা বহু প্রজন্ম ধরে মালয়বাসী তামিল হিন্দু। কৃষ্ণ-মন্দিরে সে প্রায়ই সন্ধ্যা আরতির সময়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেত। কিন্তু বাড়ির কথা তার মনে পড়ত সব সময়। সে এই নির্বাসন শেষে বাড়ি ফেরার পরে দিল্লিতে তার বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন করে রেখেছিল।

শরদিন্দু বলেছিলেন, ‘মাতৃভূমি বলিয়া কোনো বিশেষ ভূখণ্ড নাই। মানুষের সহজাত সংস্কৃতির কেন্দ্র যেখানে, মাতৃভূমিও সেইখানে।’ নিশ্চয়ই সেই সংস্কৃতি ধর্ম-সর্বস্ব নয়। ফিরে আসবার আগের দিন আমাদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছিল, আমরা কেবল এয়ারপোর্টে যাবার পথে আজিজের সঙ্গে দেখা করতেই সেন্ট্রাল মার্কেটে নেমেছিলাম মেট্রো থেকে। আজিজ অবাক হয়ে বলেছিল, ‘তোমরা শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এতদূর এসেছ?’ সে জোর করে আমাদের হাতে কয়েকটা গার্লিক নান ধরিয়ে দেয় পথে খেতে খেতে যাবার জন্য, তার নিজের খরচে। আজিজের কাছে ওই-ক’টা টাকারও কত গুরুত্ব তা আমরা জানতাম।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নোবেল পুরস্কার নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাতামাতি করেছে, যেন কৃতিত্ব তাদেরই। টালিগঞ্জের কনিষ্ঠতম টেকনিসিয়ান যখন সাবলীল কণ্ঠে সত্যজিৎ রায়কে ‘মানিকদা’ বলে উল্লেখ করে, তখন সেটা হাস্যকর লাগলেও বুঝি যে গর্ব করবার মতো এই এক-দুজন মানুষকে যতটা সম্ভব আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় গরিব দেশের বাকিরা। আজ জোহরান মামদানি নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হবার পর ভারতবর্ষের নাগরিকদের একাংশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, বিশেষত যাদের সঙ্গে মামদানির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মেলে। কেউ কেউ আবার সেই আত্মীয়তার জেরে মামদানিকে ‘গুজরাটি’ বলে উল্লেখ করছেন। মামদানি নিজে আমি যতদূর শুনেছি ভারতীয় বলে আত্মপরিচয় দেন না। তাঁর মা ভারতীয় হলেও বাবা গুজরাটের খোজা মুসলিম বংশোদ্ভূত উগান্ডান। মামদানি উগান্ডা ও আমেরিকার দ্বৈত নাগরিক, এমনকি তাঁর নামের মুসলিম অংশটুকু বাদে একটা উগান্ডান মিডল নেমও আছে।

জনসাধারণের আবেগ এই চুলচেরা বিচারের ধার ধারে না। যুক্তরাজ্যে ঋষি সুনক নির্বাচিত হবার পরে বহু ভারতীয় উল্লসিত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বেশ প্রত্যুত্তর হয়েছে বলে ধরে নিয়েছিলেন। যে বিষয়ে আমি গবেষণা করি, তাতে বহু ভারতীয় নাম দেখি বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে। অন্যদিকে, গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে পরিচয়হীন এমন কত ভারতীয় শ্রমিক- যারা কোনওদিন অস্কার পাবে না, অ্যাবেল প্রাইজ পাবে না। তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে ছাই দিয়ে প্রথম বিশ্বের রাজনৈতিক কুর্সিতে বসবে না। সুকান্তর ‘রানার’-এর মতো তারা স্বীকৃতিহীন, জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে স্বপ্ন দেখছে মিলনান্তিক ভবিষ্যতের- যে ভবিষ্যৎটা ইতিহাস বা অর্থনীতির দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর হলেও তার জন্য মরণপণ সাধনা।

নিউ ইয়র্কের মেয়র হবার উচ্চাভিলাষের জন্য যে অধিগম্যতার ডাইভিং বোর্ড থেকে ঝাঁপ দিতে হয়, তা এই অধিকাংশ ভারত-উদ্ভূত ছেলেমেয়ের পক্ষে কল্পনার অতীত। জীবনযুদ্ধের প্রতিপক্ষ হয়ে যে অদৃশ্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি তাদের প্রত্যেকটা উপার্জনের মূল্য বুঝে নেন জীবনীশক্তির সঙ্গে দাঁড়িপাল্লায় বসিয়ে। ‘মামদানি বিরল সৌভাগ্যবানও বটে। তাঁর বাবা অধ্যাপক ও রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ, মা চিত্র পরিচালিকা। মোটের ওপর, তৃতীয় বিশ্বের ঐতিহ্যের ময়ূরপুচ্ছটি মামদানি পেয়েছেন, তাঁর রিক্তহস্ত সংঘর্ষের উত্তরাধিকার নয়। মামদানি নিজগুণে অর্জন করেছেন যে সাফল্য, তাকে এতটুকু অস্বীকার না করেই বলছি, মার্কিন মুল্লুকের মাপদণ্ডেও সচ্ছলতম পারিবারিক পরিকাঠামো তিনি পেয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রবাসী যেসব ছেলেমেয়ে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়নি, উন্নাসিক অভিভাবকের সাহচর্যে বড় হয়নি, তাদের পক্ষে এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর স্বপ্ন দুঃসাধ্য। কিন্তু যে নিঃসম্বল ছেলেটা যথেষ্ট টাকা জমিয়ে দেশে ফিরে পরিবারের হাল ধরার মতো অগৌরবের ‘নন-ইন্টেলেকচুয়াল’ উদ্দেশ্যে বিদেশের মাটিতে সূর্যোদয় থেকে মাঝরাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে, সাধ্যের মাত্রার কানায় কানায়- তাকেও আমি শ্রদ্ধা করি। ভারতীয় হিসাবে, জোহরান মামদানির চেয়ে দিল্লির সেই দীনেশ- আর তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশের আজিজ নামক ছেলেটার জন্য আমি অনেক বেশি গর্ব অনুভব করি।

(লেখক আইআইটি ভিলাইতে অঙ্কের গবেষক)

আজ

১৯২৫

অভিনেতা সন্তোষ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৫৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা বোমান ইরানি।

আলোচিত

মতুয়াদের সমস্যা মেটাতে পারেন ডিএম, এসপি-রাই। কিন্তু ভোটের কথা মাথায় রেখে মোদি, দিদি এসআইআর জুজুকে সামনে রেখে ভয়, অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করে নির্বাচনি রুটি সেঁকছেন। ভোট মিটে গেলে দেখবেন মোদি, দিদি- কেউ আর এসআইআর-এর কথা বলছেন না।

-অধীর চৌধুরী

ভাইরাল/১

মুখে আস্ত না পুরলে ফুচকা খাওয়াই বৃথা। সেই তৃপ্তি পেতে গিয়ে বিপত্তি ঘটল উত্তরপ্রদেশের এক মহিলার। বড় সাইজের ফুচকা মুখে ঢোকাতে গিয়ে চোয়াল সরে যাওয়ায় মুখ আর বন্ধই হচ্ছিল না। হতভম্ব নেটদুনিয়া।

ভাইরাল/২

তামিলনাড়ুর এক বাসিন্দা মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন কাজে। মাইনে না পাওয়ায় কাজ ছেড়ে দেন। কিন্তু মালিক পাসপোর্ট নিয়ে নেওয়ায় ফিরতে পারেননি। এক ব্যাংকের সামনে শুয়ে ছিলেন। ব্যাংককর্মীরা তাঁকে গালিগালাজ করে, লাথি মেরে তুলে দেন।

জনমন জনমত

অব্যাহত জল-যন্ত্রণা

মানবজীবন নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলে। কিন্তু এ বয়ে যাওয়া জীবনে আমাদের প্রাণশক্তি জল। বর্তমান প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে আমরা সবাই জানি যে, ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ কমে আসছে। এমতাবস্থায় রাস্তার ধার বা পাড়ার কলগুলোর মুখ যদি খোলা থাকে বা পাইপ ফুটো থাকে তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু এই দৃশ্য অনবরত চলেই যাচ্ছে। যত্রতত্র রাস্তার কলগুলো মুখ খোলা অবস্থায় থাকছে। যখনই জল পড়ছে ভেসে যাচ্ছে আশপাশ। কোনওসময় সহৃদয় ব্যক্তি লাগিয়ে দিলেও আবার তা ভেঙে যাচ্ছে বা কেউ ভেঙে দিচ্ছে। এভাবে যদি জল নামক জীবন অনবরত বয়ে যায় তাহলে অদূরভবিষ্যতে আমাদের উত্তরসূরিরা জল-যন্ত্রণায় অতিকষ্টে দিনযাপন করতে বাধ্য হবে।

এই সমস্যা কোনও এক জায়গার নয়, প্রতিটা শহর-গ্রাম-নগরের রোজকার দৃশ্য। তাই শুধু গয়েরকাটাবাসী হিসেবে নয়, একজন নাগরিক হিসেবে এই জলযন্ত্রণার স্থায়ী সমাধান চাইছি। এ ব্যাপারে পিএইচই, পঞ্চায়েত দপ্তর এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে পুরসভাকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সর্বোপরি এ বিষয়ে জনসাধারণকেও বিশেষ নজরদারি বহাল রাখার আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যদি এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে চাই তাহলে জল-যন্ত্রণার অবসান করতেই হবে। এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করার অঙ্গীকার আমাদের সবার।

সুনীতা দত্ত
গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি।

অসতর্কতার বলি

ধূপগুড়িতে ভোরবেলায় ট্রেনের ধাক্কায় একটি হাতির মৃত্যু এবং আরেকটি হাতির গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় শুধু দুঃখ প্রকাশ করাই কি যথেষ্ট? এটা একটা রোগে পরিণত হয়েছে। কুয়াশাহীন ফাঁকা জায়গা যেখানে দূর থেকে পরিষ্কার দেখা যায় সেখানে কীভাবে এইরকম ঘটনা ঘটতে পারে? রেলচালক কি ঘুমে ঢুলছিলেন? সংরক্ষিত হাতির হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ ট্রেনে কাটা পড়া। জানি না রেল দপ্তর কতটা দায়িত্বশীল। তবে চালকদেরও সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

মনোজকুমার রায়, ডাউকিমারি, ধূপগুড়ি।

শালীনতার বেড়াজাল ভেঙে চলছে ‘সৃজন’

গঠনমূলক রিলস, ভিডিওতে সেভাবে লাইক পড়ে না অথচ অশালীনতায় ভরা কনটেন্ট ভিউ টানে।

ভূপেশ রায়

-এআই

ঘটনা ১ : এক ভদ্রমহিলা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখি অদ্ভুত অশ্লীল সাজের একটি ছেলে মেয়ের সাজে ভদ্রমহিলার সামনে কিম্ভুত আচরণ করতে শুরু করল। আর তার পিছনে একজন ক্যামেরা নিয়ে ওই ঘটনার ভিডিও করে চলল। ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে রেগে গেলে অদ্ভুত সাজের সেই ছেলেটি বলল, ‘প্র্যাংক কাকিমা প্র্যাংক, ক্যামেরা চলছে ক্যামেরা!’

ঘটনা ২ : ব্যস্ত বাজারের ভরা রাস্তায় হঠাৎ দুই মহিলা কোমর দুলিয়ে নাচতে শুরু করলেন। আশপাশের সবাই হতবাক। যাঁরা নাচছিলেন, তাঁদের কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

এটাই যেন হালের ট্রেন্ড। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউবে এসবই পোস্ট করে আজকাল সবাই নিজেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে দাবি করে। এই ঘটনা দুটো সাধারণ নমুনামাত্র। কনটেন্ট ক্রিয়েশনের নামে এখন এসবই চলছে। কিছুদিন আগে দেখলাম এরকম একজন তথাকথিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর বিমানের মধ্যে ভিডিও করতে করতে সাজগোজ করছেন, বিমানের মেঝেতে বসে পান্তা ভাত খাচ্ছেন! সহযাত্রীদের সমস্যা হলেও সেই বিষয়টিকে তাঁদের থোড়াই কেয়ার! সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার নেশায় নিজেকে বিমানের মেঝেতে বসে পান্তা ভাত খাওয়া পৃথিবীর প্রথম মহিলা বলে দাবি জানাতে ওই কনটেন্ট ক্রিয়েটর তখন প্রচণ্ড ব্যস্ত। আজকাল এই ধরনের পোস্টেই হাজার হাজার মানুষের লাইক-কমেন্টের ছড়াছড়ি! অথচ যাঁরা নাচ-গান, ছবি আঁকা বা ভালো মানের ইতিবাচক কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন তাঁদের পোস্টে সাধারণ মানুষের কোনও আগ্রহ নেই!! এ যেন এক আজব দুনিয়া।

গ্লোবাল ডিজিটাল রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫-এর শুরুতে ভারতের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫৫.৩ শতাংশ। এর একটি বড় অংশই সোশ্যাল মিডিয়ায় অভ্যস্ত। ২০২৪ সালের শুরু থেকে ২০২৫ সালের শুরুর মধ্যে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৯ মিলিয়ন বেড়েছে। ভারতীয়রা প্রতিদিন গড়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় সামাজিক মাধ্যমে ব্যয় করেন। তাই সামগ্রিকভাবে দেখলে সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আজ ভীষণই দৃঢ়। আট থেকে আশি সকল বয়সের মানুষ এই সামাজিক মাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলিতে আজ সময় কাটান, তাঁদের মতামত, কার্যকলাপ তুলে ধরেন। সাম্প্রতিক কনটেন্ট তৈরির প্রবণতায় ছোট ভিডিও, রিলস ও লাইভ স্ট্রিমিং সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মানুষ এখন দ্রুত, সহজে গ্রহণযোগ্য তথ্য ও বিনোদন চায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) টুল ব্যবহারে নির্মাতারা আরও সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করছেন। ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং ও ট্রেন্ড-ভিত্তিক চ্যালেঞ্জও ব্যাপকভাবে বেড়েছে। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে কনটেন্ট ক্রিয়েটরের নাম করে অশ্লীলতা ও দৃশ্য দূষণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে অনেকেই ভীষণ উদ্বিগ্ন। তাই এক্ষেত্রে সরকারিভাবে লাগাম অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের চারপাশের সুস্থ সামাজিক পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্বেরই মধ্যে পড়ে। কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের আরও বেশি সচেতন থাকা উচিত। নইলে আমরা এমনই এক দুনিয়ায় পৌঁছে যাব যেখান থেকে বর্তমান পৃথিবীতে ফেরা আমাদের পক্ষে কোনওদিনই সম্ভব হবে না।

(লেখক ছাত্র। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০৭

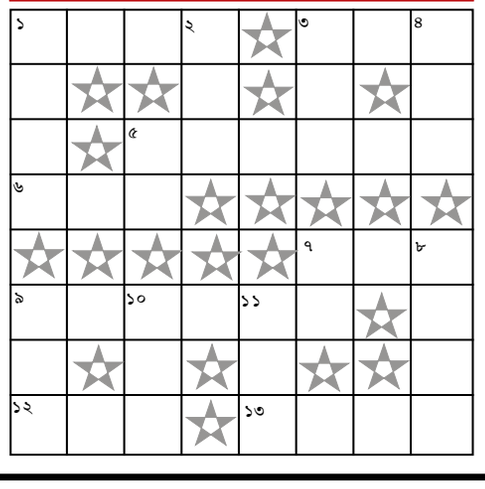

পাশাপাশি : ১। কোমল ও মসৃণ ৩। কিছু দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ ৫। যেখানে আশার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ৬। যে জুলুম বা অন্যায় আচরণ করে ৭। হিংস্র বণ্যপ্রাণী ৯। বাধা-বিপত্তি বা আঘাত এবং প্রত্যাঘাত ১২। সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য সম্ভার ১৩। যে কল টিপলে জল পড়ে।

উপর-নীচ : ১। বিশেষভাবে বিচার বা পরীক্ষা করে দেখা ২। যারা মিষ্টির কারবার করে ৩। যে সব বর্ণ তালুকে ছুঁয়ে উচ্চারিত হয় ৪। পুত্র সন্তান বা বালক ৫। এই ফল খেতে খুব তেতো ৭। যেখানে কড়া পরলেই গ্রেপ্তার ৮। নাকানি চোবানি অবস্থা ৯। ঘুঙুর বা নূপুর ১০। কোনও বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল ১১। সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকা।

সমাধান ■ ৪৩০৬

পাশাপাশি : ১। অচেনা ৪। ইমাম ৫। মিগ ৭। হালুয়া ৮। মাস্টারদা ৯। সরঞ্জাম ১১। পালুই ১৩। কদু ১৪। নহর ১৫। দশন।

উপর-নীচ : ১। অনীহা ২। নাইয়া ৩। দমদমা ৬। গলদা ৯। সস্ত্রীক ১০। মসনদ ১১। পারদ ১২। ইন্ধন।

বিন্দুবিসর্গ

জগদীপ ধনকরের সংবর্ধনার কী হল

খাড়গের প্রশ্নে অস্বস্তি

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাজ্যসভা-কক্ষে নতুন চেয়ারম্যান উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনকে স্বাগত জানাতে গিয়ে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকরের আকস্মিক ইস্তফা প্রসঙ্গ টেনে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করলেন কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। খাড়গের মন্তব্যের পরেই পালটা আক্রমণে সরব হলেন শাসকদলের সাংসদরা।

নয়া চেয়ারম্যানকে স্বাগত জানানোর সময় বিরোধী দলনেতা খাড়গে বলেন, 'আপনার পূর্বসূরির অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক প্রস্থান সংসদীয় ইতিহাসে নজিরবিহীন।' তিনি আরও বলেন, 'আমি ব্যথিত যে, কক্ষ তাঁকে বিদায় জানানোর সুযোগ পেল না।' খাড়গের এই মন্তব্যের পরই তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয় বিজেপি শিবির থেকে।

কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু খাড়গের মন্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, এটি একটি 'খুবই পবিত্র অনুষ্ঠান', এই মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় বিষয় উত্থাপন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তিনি বলেন, প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিরোধীরা দু'বার অনাস্থা এনে তাঁকে অপমান করেছিলেন।

অন্যদিকে, রাজ্যসভার দলনেতা জেপি নাড্ডা পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করেন এবং খাড়গেকে কটাক্ষ করে বলেন, 'বিহার নির্বাচনে হারের যন্ত্রণা তিনি যেন 'ডাক্তারকে' জানান। নাড্ডা বলেন, 'এই অনুষ্ঠানটি পবিত্র... বিরোধী দলনেতা যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, তা এখানে আলোচনার জন্য অপ্রাসঙ্গিক।'

"আপনার পূর্বসূরির অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক প্রস্থান সংসদীয় ইতিহাসে নজিরবিহীন। আমি ব্যথিত যে, কক্ষ তাঁকে বিদায় জানানোর সুযোগ পেল না।
মল্লিকার্জুন খাড়গে

"এই অনুষ্ঠানটি পবিত্র... বিরোধী দলনেতা যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, তা এখানে আলোচনার জন্য অপ্রাসঙ্গিক।
জেপি নাড্ডা

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসাবে 'নিরপেক্ষভাবে দায়িত্বপালনের বার্তা' দিয়ে খাড়গে রাধাকৃষ্ণানের উদ্দেশ আরও বলেন, 'আপনার কংগ্রেস পরিবার ও সাংবিধানিক ঐতিহ্যের পটভূমি ভোলা উচিত নয়।' এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে নাড্ডা বলেন, নির্বাচনে হারের হতাশা প্রকাশ করার জায়গা সংসদ নয়। প্রধানমন্ত্রী অধিবেশনের আগে বলেছিলেন, নির্বাচনে হারের হতাশা যেন বিরোধীরা সংসদে না দেখান।

শুরু শীতকালীন অধিবেশন

বিরোধীদের কৌশল বদলের বার্তা মোদির

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। ১৯ দিনের অধিবেশনে মোট ১৫ দিনের কর্ম দিবস। অধিবেশনের আগে নিজস্ব শৈলীতে বিরোধীদের 'পরামর্শ' দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'সংসদে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখুন। নাটক করার জন্য প্রচুর জায়গা আছে। এখানে স্লোগান নয়, নীতির ওপর জোর দেওয়া উচিত।' বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র বিপুল জয়ের প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, 'কয়েকটি দল এখনও ভোটে হারের ধাক্কা সামলাতে পারেনি। তাদের পরাজয় সংসদে আলোচনার বিষয় হতে পারে না। ওদের এবার কৌশল বদল করা উচিত। আমি এ ব্যাপারে পরামর্শ দিতে রাজি আছি।' বিরোধীদের তরফে জবাব দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি। তিনি বলেন, 'দিল্লির বায়ুদূষণ, এসআইআর-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত। এগুলি নাটক নয়। জনপ্রতিনিধিদের জনস্বার্থে কথা বলতে না দেওয়াই আসলে নাটক।'

এদিন সকাল ১১টায় লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে অভিনেতা ধর্মেন্দ্র, কর্নেল সোনারাম চৌধুরী, অধ্যাপক বিজয়কুমার মালহোত্রা এবং রবি নায়েকের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলে এসআইআর সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধী সদস্যরা স্লোগান দিতে শুরু করেন। লোকসভায় বিরোধীদের এককাট্টা দেখালেও অধিবেশন শুরুর আগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের ডাকা বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন তৃণমূল এবং আপ সাংসদরা। বিরোধীদের বারবার হট্টগোলে

"সংসদে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখুন। নাটক করার জন্য প্রচুর জায়গা আছে।
নরেন্দ্র মোদি

.....

জনপ্রতিনিধিদের জনস্বার্থে কথা বলতে না দেওয়াই আসলে নাটক।
প্রিয়াংকা গান্ধি

লোকসভার কাজ প্রথমে বেলা ১২টা এবং পরে দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায়।

দ্বিতীয়বার মুলতুবির পর লোকসভার কার্যক্রম শুরু হলে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মণিপুর পণ্য ও পরিষেবা কর (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, ২০২৫ আলোচনা ও পাশের জন্য পেশ করেন। মণিপুর জিএসটি আইন, ২০১৭-কে সংশোধন করাই এই বিলের লক্ষ্য। বিরোধীদের হট্টগোলের মধ্যেই ভোটের মাধ্যমে বিলটি পাশ হয়।

অর্থমন্ত্রী সীতারামন তামাক ও তামাকজাত পণ্যে আবগারি শুল্ক আরোপের জন্য সেন্ট্রাল এক্সাইজ (সংশোধনী) বিল পেশ করেন। তিনি পানমশলার উৎপাদনে সেস আরোপের জন্যও একটি বিল উপস্থাপন করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও' ব্রায়েন চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেন এসআইআর নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে। তিনি বলেন, 'চেয়ারম্যান 'কাউন্সিল অব স্টেটস'-এর অভিভাবক, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষার দায়িত্ব তাঁর।'

ডেরেক এদিন উপরাষ্ট্রপতির অভিবাদন ভাষণে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'প্রতি অধিবেশনের গড় বসার দিন কুড়ির নীচে নেমে এসেছে। এই অধিবেশনের দিন সংখ্যা মাত্র ১৫।' বিরোধীদের বারবার এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবির পর সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'আমরা বিষয়টা দেখছি।' জবাবে ডেরেক বলেন, 'আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

এই সপ্তাহেই সংসদে 'বন্দে মাতরম' গানটির ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার যে কোনও একদিন এই আলোচনা হতে পারে। জাতীয় সংগীতের পাশাপাশি দেশের জাতীয় গান হিসেবে স্বীকৃত 'বন্দে মাতরম'-এর ওপর আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বক্তব্য রাখতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্য মেজাজে ওঁরা... *সোমবার সংসদের প্রথম দিনে মহুয়া মৈত্র ও কঙ্গনা রানাওয়াত। নয়াদিল্লি।*

বিডিআর হত্যাকাণ্ডে হাসিনা-ভারতের 'চক্রান্ত'!

বাংলাদেশের তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বিতর্ক

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : ষোলো বছর আগের পিলখানা বিদ্রোহ (যা বিডিআর বিদ্রোহ নামেও পরিচিত) নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তৈরি করা তদন্ত কমিশন। কমিশনের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এএলএম ফজলুর রহমান দাবি করেছেন, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন আওয়ামী লিগ সরকারই এই বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। এই কাজে নাকি হাসিনা সরকারকে মদত জুগিয়েছিল ভারত।

যদিও এহেন দাবির সপক্ষে কোনও প্রমাণ পেশ করতে পারেননি রহমান। গত বছর ৫ অগাস্টের পর থেকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে স্থায়ী ফাটল ধরানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের মৌলবাদী ও হাসিনা বিরোধী ছাত্র নেতাদের একাংশ। তাদের পুরোদস্তুর মদত দিচ্ছে ইউনূস সরকার। পিলখানা কাণ্ডে ভারতকে যুক্ত করা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটলকে গভীর করার চেষ্টার অংশ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। সাউথ ব্লক সূত্রে খবর, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে কেন্দ্র। খুব দ্রুত এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে বিদেশমন্ত্রক।

কমিশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, শেখ হাসিনা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সবুজ সংকেত দিয়েছিলেন এবং আওয়ামী লিগের প্রাক্তন সাংসদ শেখ ফজলে নূর তাপস পিলখানা কাণ্ডে প্রধান সমন্বায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। কমিশন জানিয়েছে, ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে হাসিনা সরকারের ক্ষমতাকে দীর্ঘমেয়াদি করা। ২০০৯ সালে বিডিআর-এর তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ ও ৫৬ জন সেনাকর্তা সহ মোট ৭৪ জন নিহত হন।

তদন্ত রিপোর্টে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, একটি বিদেশি শক্তি এই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। কমিশন প্রধান পরে এই বিদেশি শক্তিকে ভারত বলে চিহ্নিত করেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, ভারত বিদ্রোহের পর বাংলাদেশে অস্থিরতা তৈরি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছিল। এই অভিযোগের সপক্ষে ফজলুর রহমান ওই সময় (ফেব্রুয়ারি, ২০০৯) বাংলাদেশে ৯২১ জন ভারতীয় নাগরিকের প্রবেশের কথা উল্লেখ করেন, যাঁদের মধ্যে ৬৭ জনের অবস্থান আজও অজানা।

কমিশন প্রধানের কথায়, 'ওই ঘটনার সময় ৯২১ জন ভারতীয় বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৬৭ জনের হিসাব নেই। তাঁরা কোন দিক দিয়ে এসেছিলেন, কোথা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন, কিছু জানা যাচ্ছে না। আমরা জানতে পেরেছি, বাংলাদেশকে অস্থির করতে চেয়েছিল ভারত। সেনাবাহিনী ও বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি)-কে দুর্বল করতে চেয়েছিল।'

কমিশন তাদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সময় বাংলাদেশে ৬৭ জন ভারতীয়ের অবস্থান খতিয়ে দেখতে ইউনূস সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রিপোর্টে। এ ব্যাপারে ঢাকা যাতে দিল্লির কাছে ব্যাখ্যা চায় সেই কথাও বলা হয়েছে কমিশনের তরফে। অবস্থান স্পষ্ট করেনি ঢাকা।

কমিশনের দাবি

- শেখ হাসিনার আওয়ামী লিগ সরকার পিলখানা হত্যাকাণ্ডে যুক্ত
- আওয়ামী লিগের প্রাক্তন সাংসদ তাপস ষড়যন্ত্রের সমন্বায়ক
- ফেব্রুয়ারি, ২০০৯-এ বাংলাদেশে ৯২১ জন ভারতীয় নাগরিকের প্রবেশ। যাঁদের মধ্যে ৬৭ জনের অবস্থান অজানা
- বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও বিডিআরকে দুর্বল করতে চেয়েছিল ভারত

'যারা কামড়ায়, তারা ভিতরেই'

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট পথ কুকুরদের নিয়ে কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশিকা জারির মূল উদ্দেশ্য মানুষকে যাতে কুকুরের কামড় খেতে না হয়। এই আবহে সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই কুকুর নিয়ে সংসদে প্রবেশ করে বিতর্ক তৈরি করলেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। তিনি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে যায়। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সাংসদ ও নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে। অনেকে

সংসদে কুকুর, বিতর্কে রেণুকা

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কুকুরটিকে নিয়ে মন্ত্রী, সাংসদ, নিরাপত্তাকর্মীদের উদ্বেগ দেখে রাজ্যসভা সাংসদ রেণুকা চৌধুরী বলেন, 'এ তো খুব ছোট, শান্ত প্রাণী। কাউকে কামড়াবে না। যারা কামড়ায় তারা সংসদের ভিতরেই আছে।'

সংসদে আসার পথে রেণুকা কুকুরছানাটিকে রাস্তা থেকে তুলেছিলেন। রেণুকা বলেছেন, 'রাস্তায় এমন জায়গায় কুকুরছানাটি ছিল যে, যে কোনও সময় গাড়িচাপা পড়ত। তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এখানে কুকুর নিয়ে আসায় কি কোনও বাধা আছে? কোনও প্রোটোকল আছে কি?' বিজেপি এই ঘটনার সমালোচনা করেছে।

খারিজ সুপ্রিম-রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি

এসএসসি প্যানেল বাতিল মামলা

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আগের রায়ই বহাল থাকবে এবং নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না।

এর ফলে ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের রায় কার্যকর থাকবে। দুর্নীতির অভিযোগে সম্পূর্ণ প্যানেল 'টেন্টেড' বা 'দাগি' বলে চিহ্নিত করে সুপ্রিম কোর্ট আগেই জানিয়েছিল—পুনর্বহাল নয়, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতেই সুযোগ পাওয়া যাবে। তবে যাঁরা সরাসরি দুর্নীতিতে যুক্ত বা 'দাগি', তাঁরা নতুন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না এবং তাঁদের বেতনও ফেরত দিতে হবে। বাকি প্রার্থীরা নতুন পরীক্ষা ও নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে ফের সুযোগ পাবেন।

চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ অভিযোগ করেছিলেন, নতুন প্রক্রিয়ায় বহু যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হয়েছেন এবং অনেকেই স্বচ্ছভাবে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাননি। তাঁরা পুনর্বিবেচনার আর্জি ও নতুন নিয়োগ স্থগিতের আবেদন জানান। কিন্তু আদালত আবেদন গ্রহণ করেনি। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য—'গোটা প্রক্রিয়া বাতিল হলে ভালো পড়ুয়ারাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। কিন্তু যাঁরা সত্যিই যোগ্য, তাঁরা আবার চাকরি পেয়ে যাবেন।'

এর আগে ২৬ নভেম্বর নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত মামলা কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট এবং স্পষ্ট জানায়—একজন 'দাগি' প্রার্থীও চাকরি পেতে পারেন না। অভিযোগ ছিল, এসএসসি নতুন তালিকায় 'দাগি' প্রতিবন্ধী প্রার্থীদেরও সুযোগ দিয়েছে। হাইকোর্ট সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে। পরবর্তী পর্যায়ে সুপ্রিম কোর্টও একই মত জানায়।

সোমবারের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত আর কোনও নতুন আবেদন বিবেচনা করা হবে না। তবে হাইকোর্টের রায়ে আপত্তি থাকলে পুনরায় শীর্ষ আদালতে আবেদন করা যাবে।

আদালতের নির্দেশ

- আগের রায় বহাল থাকবে এবং নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না
- গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হলে ভালো পড়ুয়ারাও ক্ষতিগ্রস্ত হন কিন্তু প্রকৃত যোগ্যরা ফের চাকরি পেয়ে যাবেন
- আপাতত আর কোনও নতুন আবেদন করা যাবে না। তবে হাইকোর্টের রায়ে আপত্তি থাকলে তখন ফের শীর্ষ আদালতে আবেদন করা যাবে

খালেদা সংকটেই

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর : বিএনপি চেয়ারপার্সন তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত সংকটজনক। রবিবার রাতে অবস্থার মারাত্মক অবনতি হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে বলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আহমদ আজম খান জানিয়েছেন। এদিন খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সাহায্যে পাঁচ চিনা চিকিৎসকের বিশেষজ্ঞ টিম ঢাকায় এসে পৌঁছেছে।

এবার টিউলিপ

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর : মানবতাবিরোধী অপরাধের পর এবার দুর্নীতি মামলাতেও দোষী সাব্যস্ত হলেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকার পূর্বাচলে ১০ কাঠা প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে হাসিনাকে ৫ বছর জেলের নির্দেশ দিয়েছে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত। শুধু হাসিনা নন, এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তাঁর বোন শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক সহ মোট ১৭ জন। শেখ রেহানার ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী টিউলিপের দু-বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মামলায় বাকি দোষী সাব্যস্তরা হলেন প্রাক্তন গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরিফ আহমেদ ও ১৪ জন আধিকারিক। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা করে ছয়টি প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে নেমে হাসিনা, রেহানা, টিউলিপ সহ মুজিব পরিবারের বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত তদন্তকারী সংস্থা দুদক।

আত্মঘাতী আরও এক বিএলও

লখনউ, ১ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজ শুরু হওয়ার পরই ঘুম উড়েছিল উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের বুথ স্তরের আধিকারিক (বিএলও) সর্বেশ সিংয়ের। তিনি চোখের পাতা এক করতে পারেননি টানা ২০ দিন ধরে। বিপুল কাজের চাপ আর সহ্য করতে না পেরে শেষমেশ তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ।

আত্মহত্যার আগে এক ভিডিওতে কাঁদতে কাঁদতে নিজের অবস্থার কথা বলেছিলেন সর্বেশ।

মোরাদাবাদ

সোমবার সেই ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসে। আত্মহত্যার ঠিক আগে ওই ভিডিওটি তিনি রেকর্ড করেছিলেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

স্থানীয় একটি প্রাথমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন সর্বেশ। গত ৭ অক্টোবর প্রথমবারের জন্য তাঁকে বিএলও-র দায়িত্ব দেওয়া হয়।

রবিবার সকালে বাড়ির স্টোররুমে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার করে পরিবার। স্ত্রী বাবলি দেবী পুলিশকে খবর দেন। ঘটনাস্থল থেকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিকর্তার উদ্দেশে লেখা দু'পাতার সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। তাতে সর্বেশ জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসআইআর-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পেরে তিনি প্রচণ্ড মানসিক চাপে ছিলেন। রাত জেগে কাজ করা সত্ত্বেও নানা কারণে কাজ এগোচ্ছিল না।

সর্বেশ সিং। আত্মঘাতী বিএলও।

আত্মহত্যার ঠিক আগে রেকর্ড হওয়া ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে সর্বেশ সিং কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'কাজ শেষ করতে পারিনি। মা, আমার মেয়েদের দেখো। আমাকে ক্ষমা করে দিও।' তিনি কারও বিরুদ্ধে দায় না চাপানোরও অনুরোধ জানান।

জেলা শাসক অনুজ কুমার সিং বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে। সর্বেশ সিংয়ের কাজ অত্যন্ত ভালো ছিল। তদন্ত চলছে।' আত্মঘাতী বিএলও-র পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন জেলাশাসক।

এলন মাস্কের সন্তানের নাম 'শেখর'

টেক্সাস, ১ ডিসেম্বর : ভারতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগের কথা কবুল করলেন টেসলা এবং স্পেসএক্স-এর কর্ণধার এলন মাস্ক। সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গী তথা নিউরালিঙ্ক-এর নিবাহী শিভন জিলিস ভারতীয় বংশোদ্ভূত। সেইসঙ্গে তিনি জানান, তাঁদের এক ছেলের মাঝের নামটি রাখা হয়েছে নোবেলজয়ী ভারতীয়-আমেরিকান জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখরের সম্মানে।

জিরোধা-র সহ প্রতিষ্ঠাতা নিখিল কামাথের পডকাস্ট 'পিপল

বাই ডব্লিউটিএফ'-এ কথা বলার সময় মাস্ক এই তথ্যগুলো জানান। তাঁর কথায়, 'আমি নিশ্চিত নই আপনি জানেন কি না, কিন্তু আমার সঙ্গী শিভন অর্ধেক ভারতীয়। তাছাড়া আমার এক ছেলের মাঝের নাম 'শেখর' রাখা হয়েছে বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরকে শ্রদ্ধা জানাতে।'

মাস্ক জানান, শিভনকে ছোটবেলায় দত্তক দেওয়া হয়েছিল। তিনি কানাডায় বড় হয়েছেন। তাঁর ভারতীয় যোগ মূলত পূর্বপুরুষের সূত্রে। তবে ঠিক পারিবারিক ইতিহাস সম্পর্কে তিনি বিশদে অবগত নন।

জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে এশিয়াজুড়ে বিপর্যয়

কলম্বো ও নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : হাজারের বেশি মৃত্যু। গৃহহীন লক্ষাধিক মানুষ। সেনিয়ার ও দিতওয়া, জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে এশিয়া জুড়ে বিপর্যয়। বিরল ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার এবং দিতওয়ার মিলিত তাণ্ডবে শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং ভারতের মতো দেশগুলিতে সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং এই অঞ্চলে এক চরম মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। নভেম্বরের শেষ দিকে আঘাত হানা এই দ্বৈত ঘূর্ণিঝড় ভারত মহাসাগরের আশপাশের দেশগুলির পরিকাঠামো ও জনজীবনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত রেখে গিয়েছে।

প্রথমে ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ারকে আবহাওয়াবিদরা তার উৎপত্তিস্থলের কারণে 'বিরলতম' বলে চিহ্নিত করেছেন। এটি ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযোগকারী মালাক্কা প্রণালীর কাছে সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে নিরক্ষরেখার কাছাকাছি ঘূর্ণিঝড় তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ঘূর্ণন শক্তি (কোরিওলিস প্রভাব) দুর্বল হয়। সাগরের অস্বাভাবিক উষ্ণ তাপমাত্রা সেনিয়ারের জন্ম দেয়। সেনিয়ারের আঘাতে থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক বন্যা দেখা

মৃত হাজারের বেশি

দিয়েছে। সেখানে অন্তত ১৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। থাইল্যান্ড সরকার জানিয়েছে, এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ৭৩৪ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেনিয়ারের তাণ্ডবে ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার বহু গ্রামও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। দু-দেশের বাসিন্দারা এবারের বিপর্যয়কে তাঁদের দেখা 'সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা' বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীলঙ্কায় বন্যাকবলিত এলাকা থেকে গ্রামবাসীকে উদ্ধার ভারতীয় সেনার।

সেনিয়ার দুর্বল হওয়ার পর বঙ্গোপসাগরে জন্ম নেয় শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া, যা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে শ্রীলঙ্কায়। ভূমিধস ও বন্যায় দ্বীপদেশে অন্তত ৩৭০ জন নিহত এবং ৪০০-র বেশি নিখোঁজ রয়েছেন। বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে যাওয়ায় এবং পানীয় জলের সংকট তৈরি হওয়ায় শ্রীলঙ্কায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। ১ লক্ষ ২২ হাজার মানুষ ত্রাণশিবিরগুলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

যদিও ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া সরাসরি ভারতে প্রবেশ করেনি, তবে এর প্রভাবে দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টি শ্রীলঙ্কা থেকে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে সরে যাওয়ার সময়, এর প্রভাবে ভারতের তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হয়। এই অতিবৃষ্টির ফলে তামিলনাড়ুর কাবেরী ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রায় ৯০ হাজার হেক্টর চাষের জমি জলের নীচে চলে গিয়েছে। দেওয়াল ধসে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ভারতে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

কেন তিনি অনুপস্থিত, বললেন হেমা

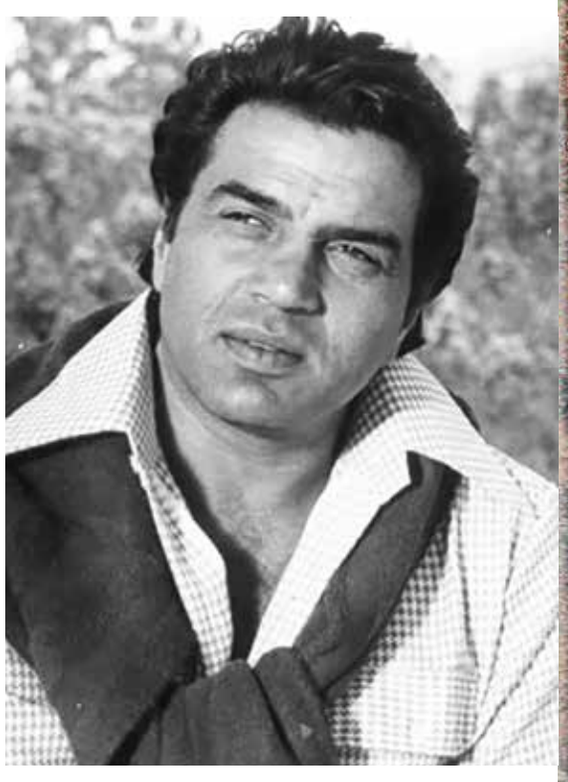

গত ২৪ নভেম্বর চলে গিয়েছেন কিংবদন্তী অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। ধর্মেন্দ্রর অন্ত্যেষ্টিতে, দেওল পরিবারের আয়োজিত প্রার্থনা সভায় হেমা মালিনি অনুপস্থিত ছিলেন, মিডিয়া যারপরনাই ব্যস্ত ছিল এই নিয়ে জল ঘোলা করতে। তারই উত্তর দিয়েছেন তিনি অভিনেতার মৃত্যুর সাত দিন পর। চিত্র পরিচালক হামাদ আল রেয়ামি দেখা করেছিলেন অভিনেত্রীর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনেই উঠে এসেছে তাঁর এই বিশেষ দিনে অনুপস্থিত থাকার কারণ। হামাদকে হেমা বলেছেন, 'আমি পরিবারের ভিতরের অশান্তি এড়াতে চেয়েছিলাম।' তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি ওখানে থাকলে বিতর্ক হতে পারে। হামাদকে হেমা বলেছেন, 'আমার খুব আক্ষেপ হয়, কেন আমি ওঁর সঙ্গে ওঁর ফার্মে শেষদিনে থাকতে পারলাম না, ওখানে ওঁর মৃত্যুর দু মাস আগেও ছিলাম। আমি যদি ওখানে ওঁকে শেষবার দেখতে পেতাম।' হামাদের কথায়, হেমার গলা কাঁপছিল, চোখে জল!

ধর্মেন্দ্রর কবিতা ও কবিতা প্রেম নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। হেমা বলেছেন, 'উনি কবিতা লিখতেন, আমি বলতাম, কেন ছাপাচ্ছ না? উনি হেসে বলতেন, আগে একটা কবিতা শেষ করি। কিন্তু জীবন তাঁকে সেই সময় দিল না।'

কেন তাঁর অন্ত্যেষ্টি এত গোপনে শেষ হল? উত্তরে হেমা বলেছেন, 'ধরমজি আত্মমর্যাদাকে খুব গুরুত্ব দিতেন। সারা জীবন তিনি কখনও চাননি দুর্বল বা অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কেউ দেখুক। কাছের আত্মীয়দের কাছ থেকেও তিনি তাঁর যন্ত্রণা লুকিয়েছেন। যখন এরকম কোনও মানুষের মৃত্যু হয়, তাঁর সিদ্ধান্তগুলো কিন্তু পরিবারে থেকেই যায়।' হামাদ বলছেন, 'শেষে হেমাজি চোখের জল মুছে বলেছেন, 'কিন্তু হামাদ, যা হয়েছে তা ঈশ্বরের দয়া। শেষে ওঁর অবস্থা খুবই যন্ত্রণাদায়ক ছিল, ওঁকে ওই অবস্থাতে তুমি দেখতে পারতে না। আমরাও দেখতে পারতাম কিনা, সন্দেহ।'

ধর্মেন্দ্র স্মরণে আবেগতাড়িত সলমন

বিগ বস ১৯-এর সঞ্চালনার সময়ে ধর্মেন্দ্রকে স্মরণ করে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন সলমন খান। পারিবারিক কারণে এবং কাজের সূত্রে সলমনের সঙ্গে প্রয়াত অভিনেতার সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। দুজন একসঙ্গে পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া ছবিটি করেছেন, সঙ্গে কাজল। তার ওপর একাধিকবার দুই স্টারের দেখা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ইভেন্টে। শুধু তাই নয়, ধর্মেন্দ্রকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, পর্দায় হি-ম্যান অর্থাৎ ধর্মেন্দ্র কে হতে পারে বলে তিনি মনে করেন? উত্তরে ধরম পাজি একবারও না ভেবে বলেছিলেন সলমন খান। শরীরচর্চা, বডি বিল্ডিং সবেতে তিনি সলমনের মধ্যে নিজেকে দেখেন। বোঝা যায়, সলমনের কতটা কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে সলমন আবেগতাড়িত হবেন, জানা কথা। বিগ বস-এর কাজে মন দিয়েও ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে তিনি বলেন, 'চলতি সপ্তাহে ইন্ডাস্ট্রি খুব বড় ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। আমি যদি বিগ বস-এর সঞ্চলনা না করতাম, ভালো হত কিন্তু দিনের শেষে, জীবন তো এগোতেই থাকবে।' একই সঙ্গে সলমন জানিয়েছেন, ধর্মেন্দ্র তাঁর সহকর্মীদের যেমন কাছের মানুষ ছিলেন, তেমনই তাঁর পরের প্রজন্মের কছে ফাদার ফিগার ছিলেন। তাঁর চলে যাওয়া মানে একটা যুগের অবসান।

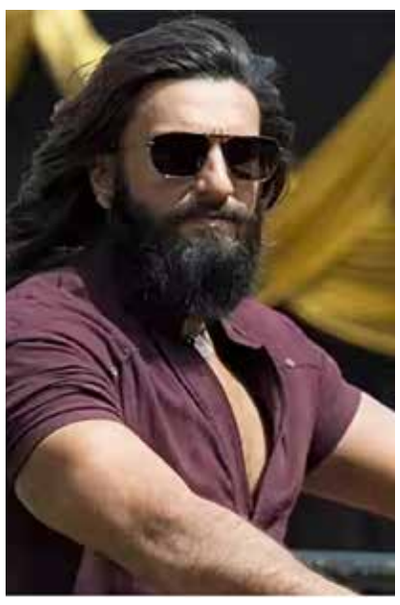

ধুরন্ধর নিয়ে দিল্লি কোর্টের নির্দশ

আন্ডারকভার মোহিত শর্মার জীবন নিয়েই তৈরি 'ধুরন্ধর'। এই অভিযোগে মোহিতের পরিবার দিল্লি হাইকোর্টে ছবিমুক্তি রদ করার আবেদন জানিয়েছে। মেজর মোহিত শর্মা ১ প্যারা (এসএফ) ২০০৯-এ নিহত হন এবং পরের বছর তাঁকে অশোক চক্র সম্মানে ভূষিত করা হয়। তার পরিবারের অভিযোগ, ছবির জন্য পরিবারের বা সেনাবাহিনীর কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাঁদের সন্তানকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর সঙ্গে তাঁরা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার প্রশ্নও তুলেছেন এবং আর্টিকল ২১-এর অধীনে তাঁরা তাঁদের পরিবারের গোপনীয়তা নষ্ট হওয়ার কথাও বলেছেন।

উল্লেখ্য, ছবিটি এখনও সেন্সর সার্টিফিকেট পায়নি। মামলার শুনানিতে দিল্লি হাইকোর্ট ছবির মুক্তিতে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। আদালত সেন্সর বোর্ডকে বলেছে, মোহিতের পরিবার যেসব অভিযোগ এনেছে, তা খতিয়ে দেখে যেন মুক্তির ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে ছবির পরিচালক আদিত্য ধর জানিয়েছেন, এই ছবি মোহিতের বায়োপিক নয়। মোহিতের ভাই মধুর শর্মা বিদেশ থেকে জানিয়েছেন, 'যখন থেকে ছবির কথা প্রকাশিত হয়েছে, তখন থেকে মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বলছে এ ছবি মোহিত শর্মার জীবন থেকে নেওয়া।

একনজরে সেরা

বোম্মানের দ্বিতীয়

২ ডিসেম্বর তাঁর ৬৬তম জন্মদিন। তার একদিন আগে জানিয়েছেন, তিনি তাঁর দু-নম্বর ছবি পরিচালনার জন্য তৈরি। তাঁর প্রথম ছবি 'দ্য মেহেতা বয়েজ' বাবা ও ছেলের জটিল সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তাঁর আগামী ছবির বিষয় আলাদা। বোম্মান বলেছেন, তিনি অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে ছবি করতে চান।

তামান্না থাকবেন

ভি শান্তারামের বায়োপিকে তামান্না ভাটিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকবেন। নামভূমিকায় সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। সূত্রের খবর, তামান্না নিজে ভীষণ আগ্রহী এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। তিনি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন চরিত্রে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। তার মধ্যে রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টারও আছে। তামান্নাকে ভি শান্তারামের এই বায়োপিকে সম্পূর্ণ নতুন চেহারায় দেখা যাবে।

ধুরন্ধরের টিকিট

ধুরন্ধর ছবির টিকিটের অগ্রিম বুকিং চলছে। মুম্বাইয়ের মাল্টিপ্লেক্সে টিকিট বিকোচ্ছে ২০০০ টাকায়। কলকতায় কিছু জায়গায় টিকিটের দাম ৫৭৫ টাকা। দিল্লিতে ১১ লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়েছে, মুম্বাইয়ে সাড়ে চার লক্ষের মতো। এখনই ছবির ব্যবসা কোটি টাকার ওপর। শাহরুখ খানের পাঠান ও জওয়ান-এর সময়েও ১৭০০ থেকে ২১০০ হয়েছিল টিকিটের দাম।

চিরদিনই, নায়িকা বদল

নতুন নায়িকা শিরিন পাল হলেন চিরদিনই তুমি যে আমার-এর অপর্ণা। তাঁর ও আর্য মানে জিতু কমলকে নিয়ে মন্দিরে শুটিং হল। নায়িকা দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে জিতুর মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁর জায়গায় আসেন শিরিন। অনেকে তাঁকে ট্রোল করছেন। জিতু দর্শকদের বলেছেন, নীচে টেনে নামানোর চেষ্টায় ওর মন ভেঙে দেবেন না।

মৃণাল কার?

অভিনেত্রী মৃণাল ঠাকুর ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে প্রেম করছেন? জল্পনা তেমন। কিছুদিন আগে সন অফ সর্দার ২-এর সময় রটেছিল তিনি ধনুষের সঙ্গে ডেটিং করছেন। অবশেষে একটি ভিডিও শেয়ার করে গুঞ্জন প্রসঙ্গে লিখেছেন, ওরা বলে আমি হাসি। সম্পর্ক নিয়ে অবশ্য সরাসরি কোনও কথা তিনি বলেননি।

সামান্থা, রাজের লুকিয়ে বিয়ে

অত্যন্ত গোপনে বিয়ে করলেন সামান্থা রুথ প্রভু এবং পরিচালক রাজ নিদিমরু। 'সিটাডেল' ছবি তৈরির সময় থেকেই জল্পনা ছিল, দুজনে হয়তো প্রেম করছেন। কিন্তু কাকপক্ষীকে কিছু জানতে দেননি সামান্থা। কোথাও কোনও স্ট্যাটাস দেননি। সবটাই অত্যন্ত লুকিয়ে রেখেছিলেন। অনুষ্ঠানে একসঙ্গে যেতেন ঠিকই, তবে মিডিয়াকে কোনও খবর দেননি কখনও।

১ ডিসেম্বর একেবারে সাতসকালে যোগা সেন্টারের ভিতরে লিংভৈরবী মন্দিরে গাঁটছড়া বাঁধলেন তাঁরা। একজনও কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, যিনি বাইরের। একেবারে ঘনিষ্ঠ মাত্র তিরিশজন অতিথির সামনে বিয়ে সারেন সামান্থা, রাজ।

উল্লেখ্য, রবিবার রাতে রাজের প্রাক্তন স্ত্রী শ্যামলী দে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা লাইন লিখেছিলেন। 'ডেসপারেট পিপল ডু ডেসপারেট থিংস'। এটা অনশ্য একটা কোটেশন। কিন্তু এই লাইনটা দেখেই অনেকেরই ধারণা হয়েছিল, তবে কি সোমবারই সেই দিন? তারকা নাগা চৈতন্যের প্রাক্তন স্ত্রী অভিনেত্রী সামান্থা কি তাঁর পেশাদারি সম্পর্কটা এবার ব্যক্তিগত স্তরে বদলে দিতে চলেছেন?

রাজের পরিচালনায় সামান্থা একের পর এক সিরিজ আর ছবি করেছেন। সিটাডেল হানিবানি, ফ্যামিলি ম্যান ২, রক্ত ব্রহ্মাণ্ড, ব্লাডি কিংডম। কাজ নেহাত কম নয়। তবে কাজের বাইরে মন দেওয়া-নেওয়ার যে পালা চলেছে, তার কথা অবশ্য সোচ্চারে বলেননি কেউ। নেহাত শ্যামলী দে বিষয়টার আঁচ আগে দিয়েছিলেন বলে জল্পনাটা অন্তত আগেই করা গিয়েছিল।

ইমরানের সঙ্গিনী শাবানা

আওয়ারাপন ২ ছবির নায়ক ইমরান হাশমির সঙ্গে দেখা যাবে শাবানা আজমিকে। বিশেষ ফিল্মসের ব্যানারে নির্মীয়মাণ এই ছবিতে শাবানার চরিত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রযোজক বিশেষ ভাট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গল্পের আবেগ এবং দ্বন্দ্বের মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যই। এই সংস্থার সঙ্গে এবং ইমরান হাশমির সঙ্গেও তাঁর এটাই প্রথম কাজ। এমন তারকা সম্মিলন এই প্রথম দেখা যাবে হিন্দি ছবিতে, ফলে নাটক আর টেনশন সবই দর্শকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে। এর সঙ্গে আছে শক্তিশালী অভিনয়, জটিল চরিত্র এবং চমকপ্রদ নাটক। শাবানা ছাড়া ছবিতে আছেন দিশা পাটানি। এও এক চমকপ্রদ কম্বিনেশন। গল্প বা ছবি নিয়ে কেউ কোনও কথা বলেননি। শুটিং হবে থাইল্যান্ডে। নির্মাতা শুটিং শেষ করতে চাইছেন আগামী বছরের জানুয়ারিতে। ৩ এপ্রিল মুক্তি পেতে পারে ছবি। আওয়ারাপন ছবির এই সিক্যুয়েলে শাবানার যোগদান চেনা থ্রিলারকে অচেনা করে দিতে পারে।

দিলজিত দোসাঞ্জকে দেখেছেন? না দেখেননি। বাজি ফেলে বলতে পারি, দেখেননি। কারণ এই যে রূপে সামনে আসছেন দিলজিত, সে রূপ কোথাওই কেউ দেখেননি, জানেন না। এয়ারফোর্সের পাইলট রূপে এই যে লুকে আসছেন দিলজিত, এ চেহারা দেখে যে কেউ চমকে উঠবেন। বর্ডার ২-র জন্যে এই লুকেই দেখা যাবে দিলজিত দোসাঞ্জকে। জানুয়ারি মাসের ২৩ তারিখে আসছে বর্ডার ২। সানি দেওল অভিনীত বর্ডার ছবির এই সিক্যুয়েলে সানি তো থাকছেনই। সঙ্গে থাকছেন বরুণ ধাওয়ান, দিলজিত দোসাঞ্জ আর অহন শেট্টি।

২৩-২৬ জানুয়ারির যে দেশভক্তি সপ্তাহ, সেই সপ্তাহেই এসে পড়ছে বর্ডার ২। এই ছবি ঘিরে অবশ্য ভক্তদের উন্মাদনাও তুঙ্গে।

ভি শান্তারামের লুকে অচেনা সিদ্ধান্ত

প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালক ভি শান্তারাম। তাঁর বায়োপিক 'ভি শান্তারাম, দ্য রেবেল অফ ইন্ডিয়ান সিনেমার ফার্স্ট লুক পোস্টার এল প্রকাশ্যে। পোস্টারে দৃশ্যমান শান্তারাম রূপী সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। তরুণ শান্তারামের লুক হুবহু উঠে এসেছে সিদ্ধান্তের চেহারায়, সেভাবে কোনও পার্থক্যই দেখা যাচ্ছে না। শান্তারাম ভারতীয় সিনেমার কাঠামো এবং ভাষাই বদলে দিয়েছিলেন। সেই চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্তের কেরিয়ারের মাইলফলক। সিদ্ধান্ত বলেছেন, 'ভারতীয় সিনেমার বিপ্লবী বলা হয় ভি শান্তারামকে। তাঁর চরিত্রে অভিনয় শুধু সম্মানের নয়, বড় দায়িত্বেরও।' ছবিতে শান্তারামের জীবনের দীর্ঘ সফর, যার শুরু সেই নির্বাক যুগ থেকে, এরপর তাঁর গল্প বলার অসাধারণ এবং নতুন স্টাইল, সিনেমার রঙিন যুগে পা রাখা এবং নানা উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে সিনেমাকে আরও নিখুঁত করে তোলা--শান্তারামের সব পদক্ষেপই উঠে আসছে ছবিতে। ছবির পরিচালক অভিজিৎ শিরিষ দেশপাণ্ডে।

ছোট্ট তারা

৭ বছরের নীলাক্ষী দাস আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া খোলা চেকপোস্ট এলাকার বাসিন্দা। দ্বিতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রী নাচে পারদর্শী। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কারও পেয়েছে।

নস্টালজিয়া আর আধুনিকতার মেলবন্ধন

বিয়ে কথাটা শুনলেই কিছু শব্দ কিছু স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে। সেই গ্রামের রাস্তাজুড়ে আলো, সানাইয়ের শব্দ, পাড়াপড়শিদের ভিড়। তবে ওই যে কথায় আছে না, পরিবর্তনই একমাত্র স্থায়ী। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে সাজপোশাক, রীতি, অতিথি আপ্যায়ন, খাওয়াদাওয়া। তবু একালের ঝলমলে উৎসবের মধ্যেও কোথাও লুকিয়ে আছে সেকালের সেই মাটির গন্ধ। লিখলেন দামিনী সাহা

বিয়ের একাল-সেকাল

> আমরা চেয়েছিলাম আধুনিক আর ট্র্যাডিশনাল দুইয়ের মিশেল। তাই মেনুতেই রেখেছিলাম নান-চিলি পনির, আবার সঙ্গে ছিল বাসন্তী পোলাও আর কষা মাংসও। ডেকোরেশনে থিম লাইটিং ছিল। ফোটোগ্রাফি টিম তো ছিলই। এখন বিয়ে মানেই 'মেমোরি' ক্যাপচার করা।
>
> **অর্ঘ্য পাল,** নতুন বর

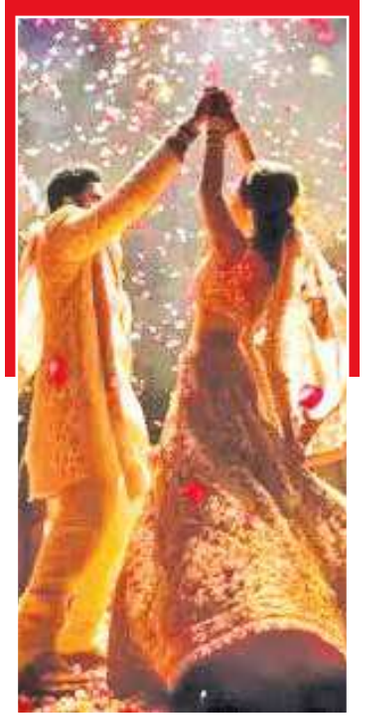

ডেকোরেশনে থিম

একসময় বিয়েবাড়িতে ডেকোরেশন মানে ছিল আলপনা, কলা গাছ, নারকেল পাতা আর লণ্ঠনের আলো। বিয়ের আগের দিন কনে-ঘরে পাটপাড়ার গান, চালগুঁড়ো বাটা সেইসব রীতিই ছিল আসল আকর্ষণ। শহরের ৭২ বছর বয়সি মালতী রায় বলেন, 'এখন তো সবকিছু প্যাকেজ। সময় বাঁচে ঠিকই, কিন্তু নিজের হাতে করার মজা আর নেই।'

আজকাল সেই উঠোনভরা কোলাহল বদলে গিয়েছে ডেকোরেশন কোম্পানির নকশা করা থিমে। বাঙালি সাবেকিয়ানার গন্ধ থাকলেও তার সঙ্গে মিশেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। মণ্ডপ

থেকে শুরু করে ফোটোবুথ সব জায়গাতেই আলো, ফুল, ফেব্রিক আর রঙের মেলবন্ধন। আগে যেখানে বিয়ের হল সাজাতে বাঁশ, কাপড়, কলা গাছ আর তালপাতার ব্যবহার ছিল, সেখানে এখন এলইডি লাইট, স্টেজ সেট-আপ, ঝাড়বাতি, ক্রিস্টাল ব্যাকড্রপ পর্যন্ত এসেছে। বিয়ের সাজ এখন 'ট্রেডিশনাল বেঙ্গলি থিম', 'প্যাস্টেল মিনিমাল ডেকর' ইত্যাদি নানা নামে।

ডেকোরেটর দেবাশিস দে সরকার বলেন, 'এখন সবচেয়ে বেশি চাহিদা থিম ডেকোরেশনের। প্যাস্টেল, সাবেকিয়ানা, রয়্যাল লুক সবকিছুই প্যাকেজভিত্তিক। এলইডি লাইট, ব্যাকড্রপ, ফোটোবুথ, কৃত্রিম ফুল, সাউন্ড সিস্টেম সব যেন সিনেমার সেট।'

মুড়িঘণ্ট থেকে চাইনিজ

খাওয়াদাওয়ার কথা বললে বদলটা যেন সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। সেকালের খাবারে ছিল বাঙালিয়ানার গন্ধ। মেনু খুব বড়সড়ো না হলেও স্বাদে ছিল ভরপুর মাছের মাথা দিয়ে মুগডাল, মাছের ঝোল, আলুভাজা, পোলাও, খাসির মাংস কিংবা কচি পাঁঠার ঝোল। আর ছিল সেই বিখ্যাত টক-মিষ্টি চাটনি আর পাঁপড়, রসগোল্লা-ক্ষীর-সন্দেশে শেষপর্ব। অতিথিদের বসানো হত মাটিতে আসন পেতে কিংবা লম্বা টেবিল-চেয়ারে। পাত পেতে দিতেন পাড়ার ছেলেরাই। যত্নটা ছিল মন থেকে।

'আরেকটা রসগোল্লা নিন না!' অবধারিত সংলাপ। এখন সেই জায়গায় এসেছে বুফে কাউন্টার। চাইনিজ থেকে মোগলাই, লাইভ গ্রিল থেকে দই-চাট পর্যন্ত সবই পাওয়া যায়। অতিথিরাও নিজের পছন্দমতো বেছে নিয়ে খাচ্ছেন। সুবিধে যেমন বেড়েছে, তেমনই কোথাও যেন মিলেমিশে খাওয়ার সেই পারিবারিক উষ্ণতাটা কমেছে।

রাঁধুনি প্রতিমা রায়ের কথায়, 'আমি বহু বছর বিয়ের রান্না করেছি। আগে মেনুতে বাঙালি পদই থাকত- মুড়িঘণ্ট, মুগডাল, বাসন্তী পোলাও, মাংস। এখন ফ্যান্সি খাবারের জোয়ার- চিলি চিকেন, ফ্রায়েড রাইস, কাবাব, নান এগুলোই বেশি চলে।'

আয়োজনে প্রতিবেশীরা

আগে বিয়েবাড়ি মানেই ছিল পুরো পাড়া-প্রতিবেশীর একসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়া। রান্নার বড় বড় হাঁড়ি-ডেগচিতে খুন্তি চালাচ্ছেন কাকা-মামা-মেসোরা। উঠোনজুড়ে সাজানো বাঁশের মাচা, তার ওপর ত্রিপল টাঙিয়ে তৈরি হত অস্থায়ী রান্নাঘর।

পাশেই পিঠে তৈরি করবেন বলে নারকেল ছাড়াচ্ছেন পিসিমা-মাসিমারা, বৌমারা কাটা সবজির থালা সাজিয়ে রাখছেন।

৯০-এর ঘরের প্রবীণ অবনীকান্ত সাহা বলেন, 'আমাদের সময়ে বিয়ে মানেই ছিল বাড়ির উৎসব। পাত পেড়ে খাওয়ানো হত, ভাত-ডাল-মাংসের গন্ধে উঠোন ভরে যেত। এখন সবই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের হাতে। সুবিধে আছে, কিন্তু সেই আন্তরিকতার অভাব বোধ হয়।'

ফোটোশুটে মন

আজকের নবদম্পতিরা বিয়েকে দেখেন এক আলাদা রূপে। সাজসজ্জা, ফোটোশুট, বুফে কাউন্টার—সবই পেশাদারি। তবে তাদের মনেও সেকালের জন্য রয়েছে নরম টান। নব বিবাহিতা মৌমিতা পাল বলেন, 'আমাদের বিয়েতে ফোটোবুথ থেকে এলইডি ব্যাকড্রপ- সবই ছিল। কিন্তু ঠাকুমা-দাদুর মুখে সেকালের গল্প শুনলে মনে হয় সেই মিলেমিশে কাজ করার আনন্দটাই ছিল আসল। এখন বুফেতে ভিড়, কেউ যেটা পছন্দ করে সেটা নিচ্ছে। এতে সুবিধা হয়েছে।'

প্যারেড গ্রাউন্ডে মুক্তমঞ্চে মদ-গাঁজার আসর

মাঠের কথা হলেও খেলার পরিবেশ কই

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : গত কয়েকদিন ধরে শহরজুড়ে চর্চায় প্যারেড গ্রাউন্ড। সেখানে মাঠ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল প্রশাসন। এরপরই নানা তর্কবিতর্ক শুরু। সেখানে খেলার মাঠ তৈরির জন্য কোনও কংক্রিটের নির্মাণ হবে না বলে সরব হন শহরবাসী। এরপরই ফেন্সিংয়ের ঘেরার কাজ বন্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। কেউ কেউ আবার বিষয়টিকে সমর্থনও করেছেন। তবে প্যারেড গ্রাউন্ডে মাঠ তৈরি নিয়ে যখন এত আলোচনা চলছে তখন সেখানে খেলার পরিবেশ কেমন তা নিয়ে কোনও চর্চা নেই।

কেউ বলছেন প্যারেড গ্রাউন্ডে নাকি নিয়মিত মদ, গাঁজার আসর বসে। ব্রাউন সুগার সেবনও হয়। প্যারেড গ্রাউন্ডে যাঁরা নিয়মিত যাতায়াত করেন বিষয়টি তাঁদের চোখে পড়েছে।

এই যেমন প্যারেড গ্রাউন্ডের উত্তর-পূর্ব কোনায় যে মুক্তমঞ্চ রয়েছে সেখানে সন্ধ্যার পর মদের আসর বসছে। মাঝেমধ্যেই সেখানে মদের বোতল পড়ে থাকতে দেখা যায়। মুক্তমঞ্চের পিছনের অংশে কংক্রিটের গ্যালারিতেও সেসব চোখে পড়ে।

মূলত যেসব জায়গায় সন্ধ্যার পর আলো পৌঁছায় না সেখানেই চলে অসামাজিক কার্যকলাপ। প্যারেড গ্রাউন্ডের পূর্বদিকেই সেটা বেশি হয়। ওই জায়গাটা বেশি অন্ধকার এবং লোকের যাতায়াত কম। সেখানে গাঁজা সেবন চলে। সন্ধ্যায় যাঁরা হাঁটতে আসেন প্যারেড গ্রাউন্ডে তাঁদের অনেকের নাকেই সেই গন্ধ আসে। এই নিয়ে কথা হচ্ছিল ভোলারডাবরির বাসিন্দা সমীর বক্সীর সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'বিকেলে প্যারেড গ্রাউন্ডে হাঁটা যায়। তবে সন্ধ্যায় পূর্বদিকে গেলে সমস্যা।

ওইদিকে মাঝেমধ্যেই গাঁজার গন্ধ পাওয়া যায়।' মাঠের পরিবেশ যখন এরকম তখন খেলা শুরু হলে সেখানে তরুণ প্রজন্মের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে।

তার ওপর শীতের মরশুমে সেসব কার্যকলাপ যেন আরও বাড়ে। যত বেশি কুয়াশা পড়বে তত চোখের আড়ালে থাকা যায়। যদিও বিভিন্ন সময় সেখানে অভিযান চলে বলে দাবি পুলিশের। তবে সেটা যে কোনও কাজে আসেনি তা প্যারেড গ্রাউন্ডে গেলেই স্পষ্ট হয়। কয়েকদিন আসর বন্ধ থাকলেও ফের তা চালু হয়।

এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্যের কথায়, 'প্যারেড গ্রাউন্ডে পুলিশের নজরদারি চলে। পেট্রলিংও চলে। মদের আসর যেন না বসে সেটা কড়াভাবেই দেখা হয়। আর এই নিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।'

প্যারেড গ্রাউন্ডে পড়ে মদের বোতল।

অভিযানেও কাজ হয়নি

প্যারেড গ্রাউন্ডের উত্তর-পূর্ব কোনায় যে মুক্তমঞ্চ রয়েছে সেখানে সন্ধ্যার পর মদের আসর বসছে

মূলত যেসব জায়গায় সন্ধ্যার পর আলো পৌঁছায় না সেখানেই চলে অসামাজিক কার্যকলাপ

প্যারেড গ্রাউন্ডের পূর্বদিক দিয়ে গেলে গাঁজার গন্ধ নাকে আসে

শিক্ষক সমিতির দাবি

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : প্রাথমিকে চাকরিরত শিক্ষকদের টেট উত্তীর্ণ হতে হবে ও উচ্চমাধ্যমিকে ৫০ শতাংশ নম্বর বাধ্যতামূলক থাকার বিষয়টি বদলের অনুরোধ জানাল নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। রাজ্যসভার সাংসদ, লোকসভার সাংসদ ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে সংগঠনের তরফে।সংগঠনের জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় দিয়েছে যে, পাঁচ বছরের উপরে চাকরিরত শিক্ষকদের টেট উত্তীর্ণ হতে হবে। এছাড়া ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে উচ্চমাধ্যমিকে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক। ২০১৭ সালের শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী এই নির্দেশিকা থাকলেও আগের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কেন এই আইনের আওতায় আনা হচ্ছে?'

আহত ৩

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : সোমবার দুপুরে কলেজ হল্ট সংলগ্ন তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে টোটো উলটে তিনজন যাত্রী আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁদের চিকিৎসার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, টোটোটির গতি বেশি ছিল। পরবর্তীতে তা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে যায়।

ওই টোটোচালককে গাড়ি চালানো নিয়ে একবার সতর্কও করা হয়। আর তারপরই ওই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন স্বপন দাস নামে এক যাত্রী।

এই বাসট্যান্ডে যত ভোগান্তি।

খসে পড়ছে চাঙড়, নেই জলের ব্যবস্থা

জয়গাঁ বাসস্ট্যান্ডের বেহাল দশা

জয়গাঁ, ১ ডিসেম্বর : জয়গাঁ বাসস্ট্যান্ডের বেহাল দশা। নেই পানীয় জল, শৌচালয়, বিশ্রামাগার, আলোর বন্দোবস্ত। যার ফলে বাসচালক, কনডাক্টরদের পাশাপাশি ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে যাত্রীদেরও। পরিবহণকর্মীরা বলছেন, এবিষয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই। তাঁরা পদক্ষেপ দাবি করেছেন। বাসস্ট্যান্ড দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদ। এ বিষয়ে পর্ষদের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'বাসস্ট্যান্ডের পরিস্থিতি নজরে রয়েছে।'

দাড়াগাঁও এলাকায় রয়েছে জয়গাঁ বাসস্ট্যান্ড। এখান থেকে শিলিগুড়ি, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা মিলিয়ে ৬০টির বেশি বাস চলে দিনভর। বর্তমানে অত্যাধুনিক পরিষেবাযুক্ত একটি বাস চলাচল করছে কলকাতা পর্যন্ত। অথচ বাসস্ট্যান্ডে ঢোকার রাস্তা ভাঙাচোরা।

দেওয়ালের সিমেন্টের আস্তরণ খসে পড়ছে প্রতিনিয়ত। পানীয় জল, শৌচালয়ের সমস্যা তো রয়েইছে। এর ফলে সমস্যায় পড়তে হয় যাত্রী থেকে শুরু করে পরিবহণকর্মীদের। বিশ্রামাগারও নেই। আলো না থাকায় সন্ধ্যা হতেই অন্ধকারে ডুবে যায় বাসস্ট্যান্ড চত্বর।

ধীরে ধীরে এলাকা মাদকাসক্তদের দখলে যেতে থাকে। সকাল হতেই দেখা যায়, এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে মদের বোতল।

এ বিষয়ে নাসির হোসেন নামে এক বাস কনডাক্টর বললেন, 'কোনও পরিষেবা মেলে না। কারা দেখভাল করে আমরা জানি না। কোচবিহার থেকে রোজ বাস নিয়ে আসি। পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে যাত্রী নিয়ে বেরিয়ে যাই।'

ফণীন্দ্র দাস নামের এক বাসচালক জানান, '২০১৮ সালে পাকা বাসস্ট্যান্ডের কাজ শুরু হয়। এখনও অনেক কাজ হয়নি। বিশ্রামাগার, যাত্রীদের বসার জায়গা নেই। আমরা আশা করেছিলাম কাজ তাড়াতাড়ি হবে। কিন্তু কোথায় কিছুই তো হল না।' অন্যদিকে, গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার আশ্বাস, 'দ্রুত কাজ শেষ করার বিষয়টি দেখা হচ্ছে।'

> ২০১৮ সালে পাকা বাসস্ট্যান্ডের কাজ শুরু হয়। এখনও অনেক কাজ হয়নি। বিশ্রামাগার, যাত্রীদের বসার জায়গা নেই। আমরা আশা করেছিলাম কাজ তাড়াতাড়ি হবে। কিন্তু কোথায় কিছুই তো হল না।
>
> **ফণীন্দ্র দাস** বাসচালক

পুরসভার উদ্যোগে রাস্তা

আলিপুরদুয়ার, ১ ডিসেম্বর : প্রায় দু'বছর ধরে পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়া রেলগেট থেকে হাটখোলা যাওয়ার রাস্তা বেহাল ছিল। সামনে একটি সাপ্তাহিক হাট ও দুটো সরকারি স্কুল থাকায় প্রতিদিনই সেখান দিয়ে অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করেন।

কিন্তু রাস্তা খারাপ থাকায় এতদিন চলাফেরায় ভোগান্তি পোহাতে হত তাঁদের। তবে সেই সমস্যার সুরাহা হতে চলেছে এবার। সেই রাস্তায় নতুন করে পিচ ফেলে তৈরি করে দিচ্ছে পুরসভা। সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে কাজ। পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থ সরকার বলেন, 'মানুষের অনেকদিনের দাবি ছিল এই রাস্তার। টেন্ডার আগেই হয়েছিল। তবে বর্ষার জন্য এতদিন কাজ শুরু হয়নি। তাই বর্ষা মিটতেই আজ থেকে তার কাজ শুরু হল।'

কাজ পরিদর্শন

ফালাকাটা, ১ ডিসেম্বর : রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে এলেন ইঞ্জিনিয়াররা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহর নির্দেশের পরই এই পরিদর্শন বলে জানিয়েছেন ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায়। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে ৩টি রাস্তার জন্য প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার টেন্ডার করা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ওই রাস্তার কাজ শুরুই হয়নি বলে অভিযোগ।

রবিবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহকে জানান পুর চেয়ারম্যান অভিজিৎ। এর পরেই নড়েচড়ে বসেন দপ্তরের আধিকারিকরা। সোমবার দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা ফালাকাটায় আসেন। তাঁরা পুরসভার ৮, ৯ ও ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ৩টি রাস্তাই ঘুরে দেখেন। অভিজিৎ বলেন, 'মন্ত্রীকে বলার পরেই আজ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা এলাকায় আসেন। রাস্তার বর্তমান অবস্থা তাঁদের ঘুরিয়ে দেখাই। তাঁরা সবকিছু দেখে দ্রুত কাজ শুরু করার আশ্বাস দিয়েছেন।'

৫ দফা দাবিতে টোটো র‍্যালি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১ ডিসেম্বর : ফালাকাটায় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র নেতৃত্বে সোমবার পথে নেমেছিলেন টোটোচালকরা। এদিন লাইন করে টোটো চালিয়ে ফালাকাটা পুরসভায় গিয়ে জমায়েত করেন চালকরা। পরে পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে ৫ দফা দাবি পেশ করেন তাঁরা।

আইএনটিটিইউসি-র ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি অশোক সাহা বলেন, 'ই-রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী টোটোচালকদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে চালকদের পক্ষ থেকেও রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বাড়ানো, অবৈধ টোটো বিক্রি বন্ধ করা, টোটোর রুট ঠিক করে দেওয়ার মতো একাধিক দাবি রয়েছে। আশা করি, টোটোচালকদের দাবিগুলি পরিবহণ দপ্তর সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবে।'

এদিন মিল রোড থেকে এই টোটোর র‍্যালি শুরু হয়। তারপর থানা রোড, নেতাজি রোড, মেইন রোড হয়ে র‍্যালি পুরসভায় পৌঁছায়। চালকদের দাবি, রেজিস্ট্রেশন ও এনরোলমেন্ট নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে ফি কমানো, মোটর ভেহিকল ইনস্পেকটরের অফিস থেকে ফালাকাটায় ক্যাম্প করে রেজিস্ট্রেশন ও এনরোলমেন্ট দিতে হবে।

ফালাকাটা শহরে টোটো র‍্যালি। সোমবার

এছাড়াও ফালাকাটায় অবৈধভাবে টোটো বিক্রি বন্ধ করা ছিল তাঁদের এদিনের মিছিলের অন্যতম দাবি। তাঁদের অভিযোগ, ফালাকাটা শহরে পরিবহণ দপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই একাংশ ব্যবসায়ীরা টোটো বিক্রি করছেন। পুরসভা বা পুলিশের তরফেও তাঁদের কোনও ছাড়পত্র নেই। আর তাই দিনের পর দিন শহরে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া অবৈধ টোটোর সংখ্যা বেড়েই চলেছে বলে তাঁরা মনে করছেন। ফালকাটার টোটোচালক চন্দন বর্মন বলেন, 'আগে একবার পুরসভাকে ৬০০ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বর নিয়েছি, এখন আবার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে বলে পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছে। এভাবে বারবার টোটোর রেজিস্ট্রেশন করানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পুরসভার চেয়ারম্যানের মারফত আমরা পরিবহণমন্ত্রীর কাছে আমাদের দাবি জানাতে চাইছি।'

শহরের বাসিন্দা পারমিতা চৌধুরীর কথায়, 'শহরে এত টোটো চলে, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট ভাড়া বা রুট ম্যাপ নেই। রেজিস্ট্রেশনের পাশাপাশি রুট ঠিক হওয়াও প্রয়োজন।' এবিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায় বলেন, 'টোটো ইউনিয়নের দাবিপত্র পেয়েছি। দাবিপত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

জনসংখ্যার নিরিখে পাশ, তবু দেরি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১ ডিসেম্বর : বীরপাড়ার বহিরঙ্গে চাকচিক্যের খামতি নেই। সেখানে রয়েছে রাজ্য সরকারি হাসপাতাল, রেলস্টেশন, কলেজ ও একাধিক বহুতল। একেবারে পুরোদস্তুর শহর না হলেও, বীরপাড়াকে আর গ্রাম বলা চলে না। তবে খাতায়-কলমে বীরপাড়া এখনও পঞ্চায়েত পরিচালিত। দীর্ঘদিন ধরে বীরপাড়াকে পুরসভায় উন্নীত করার দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে তা নিয়ে প্রশাসনের তরফে বিশেষ কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। আর দাবি জানালেই তো কোনও অঞ্চলকে পুরসভার তকমা দেওয়া যায় না। এর জন্য বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান শর্ত হল, জনসংখ্যা। আর এই মুহূর্তে জনসংখ্যার দিক থেকেও পুরসভার দাবিদার বীরপাড়া।

১৯৯৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পুর আইনে পুরসভার জন্য একটি অঞ্চলকে কী কী শর্ত মানতে হবে, তা নিয়ে বিশদে বলা হয়। সেখানে জনসংখ্যা ও অন্যান্য মানদণ্ডের ভিত্তিতে পুরসভার পাঁচটি আলাদা আলাদা ক্যাটিগোরি বা শ্রেণি রয়েছে। জনসংখ্যার বিচারে বীরপাড়া 'ডি' শ্রেণিভুক্ত পুরসভা হওয়ার শর্ত পূরণ করছে। 'ডি' শ্রেণির পুরসভা হওয়ার শর্ত হল, জনসংখ্যা ২৫ হাজারের বেশি এবং ৭৫ হাজারের কম হতে হবে।

বীরপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা জয়ব্রত ভট্টাচার্য বলেন, 'জনসংখ্যা তো বটেই, পুরসভা হওয়ার আরও একাধিক শর্ত পূরণ করেছে বীরপাড়া। অথচ রাজনৈতিক স্তরে আজ পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নজরে পড়েনি। প্রশাসনও চুপ।' তবে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামীর কথায়, 'বীরপাড়াবাসীর দাবি ন্যায্য। আমরা সমর্থন করছি। কিন্তু রাজ্য সরকার এই মুহূর্তে জয়গাঁকে পুরসভা করার চিন্তাভাবনা করছে।'

বীরপাড়াকে পুরসভায় উন্নীত করার দাবি স্থানীয়দের।

বিগত কয়েকবছর ধরেই বীরপাড়ার জনসংখ্যা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। বাড়ছে বাড়িঘর ও দোকানপাটের সংখ্যা। কিন্তু পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় অনেক সুযোগসুবিধা মেলে না বলে অভিযোগ। 'শহুরে' পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকেন বীরপাড়াবাসী। রাস্তাঘাটের একটা বড় অংশ বছরের পর বছর বেহাল। সবচেয়ে বড় সমস্যা নিকাশি ব্যবস্থা। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প তৈরির কাজও মাঝপথে থেমে গিয়েছে।

বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩০টি পার্ট (নির্বাচনি এলাকা)। সেখানে জনসংখ্যা কমপক্ষে ৪০ হাজার। বীরপাড়া ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উৎপলকুমার রায় জানান, বাম আমলে অবিভক্ত জলপাইগুড়ির জেলা শাসক সহ রাজ্য সরকারের সদর দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিংয়েও পুরসভার দাবিতে সর্বদলীয় স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান সরকারকেও দাবি জানানো হয়েছে। বীরপাড়ার ব্যবসায়ী সঞ্জয় জৈনের বক্তব্য, 'পুরসভা হলে উন্নয়নখাতে বহুগুণ বেশি টাকা বরাদ্দ হবে। রাস্তাঘাটের মানোন্নয়ন হবে। বীরপাড়া আবর্জনায় ঢেকেছে। পুরসভা হলে সাফাইকর্মী নিয়োগ হবে। নিকাশিনালা কাঁচা। ফলে দূষণ বাড়ছে। ওগুলো মশামাছির আঁতুড়। পুরসভা করার মাধ্যমেই বীরপাড়ার সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।'

সমতলের গাড়িকে বাধা পাহাড়ে

প্রতিবাদের নামে ‘গাজোয়ারি’, সমাধানের আর্জি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ ডিসেম্বর : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের বাইরে পাহাড়ের এক গাড়িচালককে মারধরের অভিযোগ ওঠার পর থেকে যত দিন গড়াচ্ছে, পরিস্থিতি ততই জটিল হচ্ছে। অভিযোগ, সমতলের যানবাহনকে দার্জিলিংয়ের কোনও পর্যটনস্থলে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সোমবার পর্যটক নিয়ে যাওয়ার সময় টাইগার হিলের রাস্তা থেকে শিলিগুড়ির নম্বরের একাধিক গাড়িকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ঘটনায় সমতলের পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা বেজায় ক্ষিপ্ত। প্রায় প্রতিটি সংগঠন বৈঠকে বসেছিল। ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা এড়াতে ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে তারা। এরমধ্যে পরিস্থিতি না বদলালে ‘চাক্কা জ্যাম’ এবং প্রয়োজনে আরও বড় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের (এতোয়া) পরিবহণ কমিটির চেয়ারম্যান দেবাশিস মৈত্র বলেছেন, ‘এক জেলা, একজনই পরিবহণ আধিকারিক, তারপরেও পাহাড়-সমতলে আলাদা আলাদা নিয়ম চলতে পারে না। পর্যটন, গাড়ি মালিক ও চালকদের সমস্ত সংগঠন এদিন বৈঠক করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি দিয়ে সমস্যা মেটানোর আর্জি জানিয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। সমাধান না হলে বুধবার থেকে আন্দোলন শুরু হবে।’

গত শনিবার এনজেপি স্টেশনে ওই ঘটনায় পাহাড়ের গাড়িচালক সংগঠনের কয়েকজন সদস্য এনজেপি থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত করছে। শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং-ও বলেছেন, ‘অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে।’ তবুও ক্ষোভের আঁচ কমছে না।

ঘটনার দিন বিকেলের পর থেকে পাহাড়ে সমতলের গাড়িগুলোকে ‘টার্গেট’ করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠতে থাকে। রবিবার পাহাড়ের গাড়িচালক ও মালিকদের বিভিন্ন সংগঠন একজোট হয়। সমতলের গাড়িকে সেখানকার দর্শনীয় স্থানগুলোতে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া-আসার অনুমতি না দেওয়ার দাবিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চায়।

অভিযোগ, এদিন থেকে সংগঠনগুলোর সদস্যদের একাংশ নিজেরাই আইন হাতে তুলে নেন। সমতল থেকে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া একটি গাড়িকেও টাইগার হিল, রক গার্ডেন, পিস প্যাগোডা বা চিড়িয়াখানায় যেতে দেওয়া হয়নি।

পুলিশের কুপন নেওয়ার পরও এদিন শিলিগুড়ি নম্বরের ১০-১২টি গাড়িকে টাইগার হিলের পথে আটকে দেওয়া হয়েছে, দাবি তরাই চালক সংগঠনের সম্পাদক মেহেবুব আলমের। তাঁর অভিযোগ, ‘পুলিশের গাড়ির সামনেই পাহাড়ের কিছু চালক রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়িগুলো আটকাচ্ছিল। এতে পর্যটকদের হয়রানি হয়। দার্জিলিংয়ের বদনাম হয়।’ পর্যটন, গাড়ির মালিক ও চালকদের সমতলের একাধিক সংগঠন সোমবার বাগডোগরা এবং শিলিগুড়িতে দফায় দফায় বৈঠক করে। এরপর শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার, পুরনিগমের মেয়র, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক ও পরিবহণ দপ্তরকে চিঠি দিয়ে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দাবি জানানো হয়।

অভিযোগ, পাহাড়ে সমতলের গাড়ি চলতে না দেওয়া নিয়ে উসকানিমূলক কথাবার্তা বলা হচ্ছে। ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। তবে সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন প্রশাসনিক কর্তারা। দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক মিল্টন দাসের বক্তব্য, ‘সমতলের সমস্ত গাড়ি পাহাড়ের সব জায়গায় চলাচল করবে, পাহাড়ের গাড়িও সমতলে একইভাবে চলবে। এখানে আলাদা কোনও নিয়ম নেই। গাড়ি আটকে দেওয়ার অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার কথা, ‘দ্রুত পদক্ষেপ করা হচ্ছে। আমরা পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলছি।’

কী অভিযোগ

- শনিবার মারধরের ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়, তদন্ত করছে পুলিশ
- একজোট হয় পাহাড়ের গাড়িচালক ও মালিকদের সংগঠন
- সমতলের গাড়ি পর্যটনস্থলগুলোতে ঢুকতে না দেওয়ার দাবি জানায় তারা
- অভিযোগ, সোমবার শিলিগুড়ি নম্বরের ১০-১২টি গাড়ি আটকানো হয় মাঝরাস্তায়

পৃথিবীর পাঠশালা

লাইব্রেরি? ওটা এখন সেলাই ঘর

আমরা ভাবি লাইব্রেরি মানে শুধু বই আর পিনপতন নীরবতা, তাই না? ফিনল্যান্ড কিন্তু সেই ধারণাটাই বদলে দিয়েছে! তাদের লাইব্রেরি এখন হয়ে উঠেছে ‘মাল্টিমিডিয়া-সজ্জিত পাবলিক লিভিং রুম’। হেলসিঙ্কির সেন্ট্রাল লাইব্রেরি ‘ওওদি’-তে আপনি শুধু লক্ষাধিক বই-ই পাবেন না, সেখানে দিব্যি সেলাই মেশিন চলছে, থ্রি-ডি প্রিন্টার কাজ করছে, আর কেউ কেউ হয়তো নিজের গান রেকর্ড করছে! সরকারি খরচে, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা। এর আসল মজাটা হল স্থায়িত্বে : সেলাই মেশিন ধার নিয়ে নতুন জামা না কিনে পুরোনোটা সেলাই করুন, আর বর্জ্য কমান। জ্ঞানের ঘরের এমন ব্যবহারিক দিক দেখে কে বলবে ফিনল্যান্ড পিছিয়ে আছে? এককথায়, ‘বই পড়ার সাথে, জীবনটাও গোছাও’!

ডিভোর্স হলেও পোষ্য এখন ‘সন্তানের মতো’

স্পেনে এখন পোষ্যদের দিন এসেছে! ডিভোর্স বা সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় কুকুর-বিড়ালকে আর পুরোনো আসবাবপত্রের মতো গণ্য করা যাবে না। আইন বদলে তাদের ‘সংবেদনশীল প্রাণী’ এবং পারিবারিক সদস্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হলে বিচারপতিদের এখন ভাবতে হবে : পোষ্যটি কার সঙ্গে সুখে থাকবে, আর তার মানসিক বন্ধন কার সঙ্গে বেশি? এখন চাইলে কেউ তার পোষ্যকে সহজে বিক্রি করতে বা ফেলে দিতে পারবে না। প্রয়োজনে তারা সন্তানের মতো যৌথ হেপাজতেও থাকতে পারবে! স্পেনের এই আইন পোষ্যপ্রেমীদের জন্য সত্যিই এক বিরাট স্বস্তির খবর।

বস, রাতের ঘুম কেড়ো না

পর্তুগালে এখন কর্মীদের মুখে হাসি। কারণ সরকার একটা দারুণ আইন এনেছে— অফিস আওয়ারের পরে বস আর কল-মেসেজ করে জ্বালাতে পারবে না! আইনটা একদম জলের মতো সোজা : জরুরি অবস্থা না হলে, কাজ শেষে কর্মীদের ব্যক্তিগত সময়ে ডিস্টার্ব করা বেআইনি। নভেম্বরে ২০২১-এ পাশ হওয়া এই আইন মানা না হলে কোম্পানিকে মোটা অঙ্কের জরিমানা দিতে হবে। এই আইন আসলে কর্মীদের ‘রাইট টু ডিসকানেক্ট’ নিশ্চিত করে। ভাবুন তো, রাতবিরেতে বসের ফোন বা ছুটির দিনে ইমেলের টেনশন থেকে মুক্তি! ফ্রান্স, স্পেনের মতো দেশগুলোও একই পথে হাঁটছে। পর্তুগাল দেখাল, আধুনিক যুগে কর্মীদের মানসিক শান্তি বজায় রাখাটা কতটা জরুরি। এবার সত্যি সত্যিই কাজের পরে ‘নিজের জীবন’ উপভোগ করা যাবে!

মায়ের বেশে পেনশন চোর

ইতালিতে এক লোকের কাণ্ড শুনে হাসি থামাতে পারবেন না! ৫৬ বছরের এক ব্যক্তি তার মৃত মায়ের পেনশনের টাকা তোলার জন্য যা করেছে, তা শুনলে অবাক হতে হয়। ২০২২ সালে মা মারা গেলেও তিনি কাউকে জানাননি। উলটে, মায়ের দেহ ঘরে লুকিয়ে রেখে, নিজে পরচুলা পরে, স্কার্ট পরে, আর মেকআপ সেজে মায়ের বেশে নিয়মিত পেনশন তুলতে যেতেন! এভাবে তিনি প্রায় তিন বছরে লক্ষ লক্ষ ইউরো হাতিয়েছেন। ধরা পড়লেন যখন মায়ের পরিচয়পত্র রিনিউ করতে গেলেন। কর্মকর্তারা দেখেন, এত বয়স্ক মহিলার হাতে আর থুতনিতে কেমন যেন কালো কালো চুল! শেষমেশ সিসিটিভি ফুটেজে বোঝা গেল, ইনি পেনশনভোগী নন, বরং তার ছদ্মবেশী ছেলে। এই ‘পেনশন পাওয়ার জন্য মায়ের বেশ’ সাজার গল্পটা এখন ইতালির সবচেয়ে মজাদার অপরাধ কাহিনী।

রেলের জমিতে

প্রথম পাতার পর

রেল সূত্রে খবর, প্রথম দিকে কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের এই স্টেডিয়ামে খেলাধুলো ও অনুশীলনের সুযোগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে। পরবর্তীতে জেলার প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়দেরও সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, জংশনে ডিআরএম মাঠে গত সপ্তাহেই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন চারটি ফ্লাডলাইট লাগিয়েছে রেল। এজন্য খরচ পড়েছে এক কোটি টাকা। এর ফলে রাতে সেখানে অনুশীলন বা খেলার জন্য আর কোনও সমস্যা থাকবে না।

অ্যাথলেটিক প্রশিক্ষক পরাগ ভৌমিক, ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষক অম্লান সরকার মনে করছেন, স্পোর্টস কমপ্লেক্স হলে তা খুবই ভালো খবর। কিন্তু সেটা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে না রেখে সর্বস্তরের খেলোয়াড়দের জন্য খোলা রাখলে ভালো হবে।

মাল্টিফেসিলিটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স নিয়ে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, ‘এক বছর আগে রেলকে স্পোর্টস কমপ্লেক্স করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম। ডুয়ার্সের তরুণ-তরুণীরা খেলার ক্ষেত্রে যাতে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোকে চিঠি দিয়েছিলাম। এটা বাস্তবায়িত হলে ডুয়ার্সের ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবে। আমাদের এখানে প্রচুর প্রতিভা রয়েছে। আগামীদিনে এখান থেকেই রাজ্য ও জাতীয় ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ফল করবে তারা।’

মনোজের অভিযোগ, ‘প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে রাজনীতি বেশি হচ্ছে। আলাদা জেলা হওয়ার পরেও খেলাধুলোর ক্ষেত্রে কোনও অগ্রগতি হয়নি। সামনে ভোট, তাই আমরা এটা করছি ওটা করছি বলে দেখানো হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।’ আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, ‘প্যারেড গ্রাউন্ডে সবুজ বাঁচিয়ে মাঠ তৈরির কাজ চলবে। জনসাধারণের দাবি রয়েছে, সেখানে কোনও কংক্রিটের কিছু যেন না হয়। আর যেটা রেলের জমিতে হতে চলেছে, সেটা গিমিক। সামনেই ভোট, তাই এইসব হচ্ছে। এর আগেও অনেক কিছু বলেছিল, সেগুলো কিছুই হয়নি।’ আবার প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী বলছেন, ‘প্যারেড গ্রাউন্ডে খেলার মাঠের কাজের জন্য মুখ্যমন্ত্রী টাকা দিলেন। কাজটা তো বিজেপিই আটকাল। যে এনজিও বা যারা নাটক করলেন সবটাই বিজেপির নির্দেশে করেছেন। তারপর বিজেপি আন্দোলন করল। বলল, বিকল্প মাঠে দেব। এখন কাজটা যে ঝুলে গেল, সেটা যে বিজেপির অ্যাজেন্ডা সেটা প্রমাণিত হল। বিজেপি এখানে রাজনীতির চেষ্টা করছে।’

আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্চয় ঘোষ বলেন, ‘মাল্টিফেসিলিটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু শুনিনি।’

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিংহ বলেন, ‘রেলের জমিতে স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে উঠবে। পাশাপাশি, রেলের অনেক জমিই আছে, যেগুলো দখল হয়ে যাচ্ছে, সেখানে এই ধরনের কিছু হলে সেগুলো আর কেউ দখল করতে পারবে না।’

সোনা সহ ধৃত

কিশনগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : নাকা চেকিংয়ের সময় একটি গাড়ি থেকে রবিবার ১ কেজি ৪০০ গ্রাম সোনার গয়না বাজেয়াপ্ত করল কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ১ কোটি টাকারও বেশি। এই ঘটনায় মিলিন্দ সামন্ত (৩৫) নামে কলকাতার এক বাসিন্দাকে আটক করা হয়েছে। সোমবার রাত পর্যন্ত পুলিশ ও কাটিহার থেকে আসা আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার সাগর কুমার।

দগদগে ক্ষত

প্রথম পাতার পর

টাকার অভাবে পরিষ্কার করাতে পারিনি।’ এমন দুর্দশার কথা শোনা গিয়েছে উজ্জ্বল সরকার, গোলাপি সরকার, মিলন সরকারদের মতো বহু কৃষক পরিবারের লোকজনের মুখে।

আরেক কৃষক রতন মণ্ডল বলেন, ‘শুনেছি অন্যান্য জায়গায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পলি-বালি সরিয়ে কৃষিজমি চাষযোগ্য করে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমরা ক্ষতির মুখে পড়লেও এইসব সরকারি সুযোগসুবিধা পাচ্ছি না। নুন আনতে পান্তা ফুরোনো সংসার চালাতেই হিমসিম খাচ্ছি। এক বিঘা জমিতে পলি-বালি জমে আছে। টাকার অভাবে পরিষ্কার করাতে পারছি না। ফসলও ফলাতে পারছি না। দীর্ঘদিন ধরে জমির পাট্টার জন্য আবেদন করে যাচ্ছি। দুয়ারে সরকার শিবির, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও অফিস, ভূমি ও ভূমি সংস্কার সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ঘুরে ঘুরে এখন হতাশ হয়ে পড়েছি।’ তিনি জানালেন, সম্প্রতি বন্যা পরিস্থিতির পর জনপ্রতিনিধিদের কথামতো জমির পাট্টা পেতে বিত্তিবাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বিডিওর কাছে গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপিও দিয়েছেন। একই কথা বলেন চিত্ত সরকার, লক্ষ্মী মণ্ডলরাও।

কুমারগ্রামের বিডিও সন্দীপ ধাড়া বলেন, ‘জমির পাট্টার বিষয়টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর দেখে। আবেদনের পরও ঠিক কী কারণে বিত্তিবাড়ির বাসিন্দারা জমির পাট্টা পাচ্ছেন না সেটা খোঁজ নিয়ে দেখব। পাশাপাশি পাট্টা প্রদানের প্রক্রিয়া যাতে দ্রুত করা যায় সেব্যাপারেও কথা বলব।’ আলিপুরদুয়ার জেলা উপ কৃষি অধিকর্তা (ডিডিএ) ফজলুল হক বলছেন, ‘বন্যা পরিস্থিতির পর আমরা বিত্তিবাড়িতে গিয়ে কৃষকদের নানারকম শস্য ও শাকসবজির বীজ দিয়েছি। সার ও কীটনাশক বিতরণ করেছি।’ তবে, জমি থেকে পলি-বালি সরানোর ক্ষেত্রে কৃষি দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে তিনি কোনও কথা বলেননি। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে কুমারগ্রাম ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দীপক দাস বলেন, বিত্তিবাড়িতে জমির পাট্টা তৈরির বিষয়টি কোন পর্যায়ে আছে, কেন এতদিনেও হয়নি, সেসব কাগজপত্র দেখে বলতে পারব।’

শ্বেতশুভ্র।। পুরু বরফে ঢেকেছে সোপিয়ান। জম্মু-কাশ্মীরে সোমবার। -পিটিআই

ভারত হয়ে থাইল্যান্ডের পণ্য ভুটানে

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১ ডিসেম্বর : সোমবার প্রথমবারের মতো ট্রানজিট ট্রান্সশিপমেন্ট শুরু হল চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে। এদিন থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশ হয়ে ভুটানগামী ট্রান্সশিপমেন্ট কার্গো চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর থেকে ভারতে প্রবেশ করে।

‘রোড পারমিট’-এর জটিলতায় ও ভারত-ভুটানের টানা সরকারি ছুটির কারণে অনুমোদন মিলতে দেরি হচ্ছিল। তাই গত চারদিন ধরে লালমনিরহাটের বুড়িমারি স্থলবন্দরেই কার্গোটি আটকে ছিল। এদিন ভারতীয় কাস্টমসের সবুজ সংকেত পেয়েই, বাংলাদেশ ও ভারতের কাস্টমস আধিকারিক ও বিএসএফ-এর উপস্থিতিতে সেটি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসে।

২০২৩ সালে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ ও ভুটানের ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি ও পরবর্তী সচিব স্তরের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই প্রথম চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের সড়কপথ ব্যবহার করে ভুটানে পণ্য পাঠানো হচ্ছে। পরীক্ষামূলক হলেও, থাইল্যান্ড থেকে আগত ওই কার্গো ভারতে আসায়, তিন দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিলেছে।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে, পরীক্ষামূলকভাবে ভুটানের উদ্দেশে পাঠানো ওই কার্গোটি অবশেষে ভারতে প্রবেশ করায় স্বস্তি ব্যবসায়ী মহলে। এতে আঞ্চলিক বাণিজ্য আরও শক্তিশালী হবে ও ভবিষ্যতে পণ্য পরিবহণ আরও সুগম হবে বলেই মনে করছে তারা।

শিলিগুড়ির কাস্টমস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পিডি ভুটিয়া বলেন, ‘ভুটান ও ভারতের ব্যবসায়িক চুক্তিতে ট্রেড এবং ট্রানজিট-এর মাধ্যমে এখন ভারতের সড়কপথ ব্যবহার করে ভুটান তাদের পণ্য আমদানি করতে পারবে। যদিও এটা পরীক্ষামূলক যাতায়াত। আগামীতে ভুটান এই ট্রান্সশিপমেন্ট কতটা ব্যবহার করবে, সেটা তাদের প্রশাসনই ঠিক করবে।’

বাংলাদেশের বুড়িমারির অ্যাসিস্ট্যান্ট কাস্টমস কমিশনার মহম্মদ দেলোয়ার হোসেনের বক্তব্য, ‘বাংলাদেশ থেকে ভারতের মাধ্যমে ভুটানে এই ট্রানজিট কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে, তিন দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণে সুবিধা হবে। থাইল্যান্ড থেকে এই খাদ্যপণ্য ভুটান যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া চালু থাকলে রাজস্ব ও কস্ট অ্যান্ড ফ্রেট (সিঅ্যান্ডএফ)-এ ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।’

বাধ্যতামূলক ‘সঞ্চার সাথী’

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : মোবাইল প্রতারণা ও ফোন চুরি রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র। এখন থেকে ভারতে বিক্রি হওয়া সব স্মার্টফোনে সরকারি সাইবার সুরক্ষা অ্যাপ 'সঞ্চার সাথী' আগে থেকেই ইনস্টল করা বাধ্যতামূলক। ব্যবহারকারীরা মোবাইল কেনার পরেও ওই অ্যাপটি ডিলিট করতে না পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সরকারি কোনও বিবৃতি না থাকলেও মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে এমনই নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে বাজারে আসা মোবাইলগুলিতেও সফ্টওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে ‘সঞ্চার সাথী’ অ্যাপটি ইনস্টল করার কথা বলেছে কেন্দ্র। সাধারণ মানুষের আর্থিক জালিয়াতি এবং টেলি-যোগাযোগের অপব্যবহার রুখতেই এমন পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এই অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের সাইবার সুরক্ষার পাশাপাশি হারানো মোবাইল খুঁজে পেতে অত্যন্ত কার্যকরী। সরকারি হিসেবে, চলতি বছরেই সাত লক্ষেরও বেশি হারানো মোবাইল উদ্ধারে ‘সঞ্চার সাথী’ সাহায্য করেছে। তবে, অ্যাপল তাদের নীতি অনুযায়ী, বিক্রির আগে মোবাইলে নিজস্ব অ্যাপ ছাড়া অন্য কোনো ‘থার্ড পার্টি অ্যাপ’ ইনস্টল করে না। অতীতের বহু দেশের অনুরোধ তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের এই কড়া বার্তা তারা মানবে কিনা, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ১ ডিসেম্বর : নেপালে পাচারের আগে ১৬২ লিটার কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছে বিহারের আরারিয়া পুলিশ। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাঁচজনকে। কাফ সিরাপ পাচারে ব্যবহৃত একটি দামি গাড়িও রবিবার রাতে আটক করা হয়েছে।

ছাঁদনাতলার শুভদৃষ্টি

প্রথম পাতার পর

তারপর মালাবদল। সেই পর্ব দম্পতিকে জীবনভর একসঙ্গে চলার স্বপ্ন দেখায়। আর চোখে চোখ রেখে দুজনে দুজনার হয়ে যাওয়ার এই পর্ব ‘বরমালা সেরিমনি’র অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। স্টেজে দাঁড়িয়ে বর-বৌ একে অন্যের গলায় মালা দেয়, আশপাশে ফোয়ারার মতো তুবড়ি ফোটে, ড্রাই আইস দিয়ে ‘মোমেন্টস’ তৈরি করা হয়। গানের তালে ফোটোগ্রাফাররা পোজ ঠিক করে দেন।

নতুন প্রজন্ম এসবে বুঁদ। মাসকয়েক আগে বিয়ের পিঁড়িতে বসা প্রিয়স্মিতা সরস্বতী খোলাখুলি বললেন, ‘ছাঁদনাতলা তো সুন্দর, কিন্তু ফোটোতে তেমন জাঁকজমক আসে না। স্টেজে মালাবাদল করলে গোটা ব্যাপারটায় সিনেমার মতো একটা ফিলিংস আসে।’ ঘুরেফিরে তাঁরও দাবি, ‘সবাই করছে। আমি না করলে পিছিয়ে পড়ব যে।’ রিজু সাহার বক্তব্য, ‘বিয়েটা জীবনের অন্যতম বড় পর্ব। এটি তো একটু অন্যভাবে করার ইচ্ছে হবেই।’ সায় দিয়ে ইভেন্ট অর্গানাইজার মায়াঙ্ক সরকার বললেন, ‘উঠোন থেকে গায়ে হলুদ পর্ব এখন আউটডোরে চলে গিয়েছে। হলুদ রঙের ব্যাকড্রপ, ক্যানোপি, ফ্লোরাল শাওয়ার, ড্রাম ট্রুপ, এসবই সবাই চাইছেন। তাঁদের সেই চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমরাও সেভাবেই জোগান দিচ্ছি।’

অর্থনীতির জোগান পর্বের অঙ্গ হিসেবে বাঙালি বিয়েতে আজকাল লাইন দিয়ে বড় ব্যাংকোয়েট, লন, থিম ডেকোরেটেড সেট, ইনট্রো মিউজিক, কোল্ড ফায়ারওয়ার্কস, স্টেজ ক্রাফট, ড্রোন শটের মতো অনেককিছুই হাজির। যাতে শিলিগুড়ির দক্ষিণ ভারতনগরের বাসিন্দা পেশায় ব্যাংক অফিসার দেবস্মিতা দে-ও মজেছেন। ইভেন্ট ম্যানেজার অরিজিৎ রায় বললেন, ‘বিয়েতে বাঙালিয়ানা পিছিয়ে পড়ছে বলে অনেকে দাবি করলেও তা হয়তো সমস্ত ক্ষেত্রে ঠিক নয়। বাঙালিয়ানাকেই থিম রেখে আমরা বিয়ের অনুষ্ঠান করতে চাই। কিন্তু অনেকে নতুন নতুন কিছু দাবি করায়, গোটা বিষয়টা শেষপর্যন্ত হয়তো বৃহত্তর কিছুতে গিয়ে ঠেকে।’

তবে উলটোপথে কি কেউ নেই? আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা দীপক ভৌমিকের ছেলের বিয়ে সামনেই। হালের বিয়ে দেখেছেন, কিন্তু তাতে সেভাবে মজেননি, ‘বিয়েতে বাঙালিয়ানা আমাদের গর্বের বিষয়। সেটা যাতে না হারিয়ে যায় তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।’ মধ্যবয়সি প্রজন্মের প্রতিনিধি রিতা দাসের মতো অনেকেরই একই দাবি। উত্তরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক সেবন্তী ঘোষ বললেন, ‘আমরা অবাঙালিদের বিয়ের রীতিকে আপন করে নিচ্ছি। ওরা কিন্তু করছে না। সহজসরল এই বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখা উচিত।’

তথ্য সহায়তা : তমালিকা দে

কোচিং ক্যাম্প চান রিচা

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ১ ডিসেম্বর : একদিন পরই শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করতে কলকাতায় উড়ে যাবেন রিচা ঘোষ। নতুন অভিযানের আগে নকশালবাড়ি ভালোবাসায় ভরিয়ে দিল প্রথম বাঙালি বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারকে। সোমবার তিনি শুধু নকশালবাড়িতে সংবর্ধনা নিতে যাননি, তাঁদের ভালোবাসার উত্তরে উপহার দেওয়ার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন রিচা ও তাঁর পরিবার। নকশালবাড়িতে গোর্খা ব্যাটালিয়নের জমির পাশে ক্রিকেট মাঠ ও হাতিঘিসায় ক্রিকেট কোচিং সেন্টার তৈরিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। সকালের দিকে পরিবার নিয়ে জমি পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন রিচা। গোর্খা ব্যাটালিয়নের জায়গার পাশেই প্রায় তিনশো একর জমি দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষের মন্তব্য, ‘পজিটিভ বিষয়। লিজ পাওয়া গেলে আমরাও তাতে কিছু বিনিয়োগ করব। সবার সাহায্য নিয়ে বাচ্চাদের জন্য আমরা ক্রিকেট মাঠ করতে চাই।’

জায়গা ও স্থানীয় মানুষের আগ্রহ দেখে উৎসাহিত রিচাও। তাঁর বাবা বলেছেন, ‘আমরা জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ফাঁসিদেওয়া, শিলিগুড়ির মিলন মোড়েও জমি দেখেছি। তাই বাচ্চাদের খেলার জন্য ক্রিকেট মাঠ, কোচিং ক্যাম্প করতে পারলে আমাদেরও ভালো লাগবে।’

মানবেন্দ্র বলেছেন, ‘শিলিগুড়িতেও কেউ কোচিং ক্যাম্প করতে সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলে আমরা রাজি আছি।’ রিচাকে ভালোবাসায় ভরাতে কার্পণ্য করেনি নকশালবাড়ি। বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রথমবার নকশালবাড়ির গ্রামীণ এলাকায় ঘুরলেন তিনি। নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে তাঁর সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়।

এসআইআর কি বুমেরাং

প্রথম পাতার পর

এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাঁরা এসআইআর-এর তদারকি করবেন।

কিন্তু তাঁদের সেসব প্ল্যান ভেস্তে দিতে যেন হইহই করে আসরে নেমে পড়েছে শাসকদল তৃণমূল। এসআইআর-এর বিরোধিতা আর এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু-আত্মহত্যার অভিযোগকে সামনে রেখে এক ঢিলে বেশ কয়েকটা পাখি মেরেছেন তৃণমূল নেত্রী। প্রথমত এসআইআর-এর বিরোধিতাকে হাতিয়ার করে গোটা দলকে ভোটের আগে পথে নামানো গিয়েছে। শুধু এখানে নয়, লড়াই দিল্লিতেও নিয়ে গিয়েছে তৃণমূল।

এমন এক ইস্যু, যাতে বাকি বিরোধী দলগুলি মমতার সুরে সুর মেলাতে বাধ্য হয়েছে। দ্বিতীয়ত, হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া মতুয়া, রাজবংশী ভোট ফেরানোর একটা সুযোগ এসেছে। সেজন্য চেষ্টায় ফাঁকফোকর রাখছে না তৃণমূল। তৃতীয়ত এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, এসআইআর নিয়ে এই তুমুল হট্টগোলে বেমালুম চাপা পড়ে গিয়েছে এই আমলে যাবতীয় দুর্নীতির অভিযোগ।

এই আমলের ছোট-বড় নানা মাপের কেলেঙ্কারি নিয়ে কেউ আর কিছু বলছেন না। সাধারণ মানুষ ভোটার লিস্টে তাঁদের নাম আছে না কাটা পড়েছে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বাপবাপান্ত করতে করতে হন্যে হয়ে এখানে ওখানে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। পনেরো বছরের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা কোথাও তেমন একটা কলকে পাচ্ছে না। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বাংলা বলার ‘অপরাধে’ এরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর বিজেপি শাসিত রাজ্যে মারধরের ঘটনা। বাঙালি মনীষীদের ধারাবাহিক অপমান পদ্ম শিবিরকে দূরে ঠেলেছে আরও। তাই প্রশ্ন উঠছে, এসআইআর বিজেপির বুমেরাং হল না তো? তাছাড়া এরাজ্যে বিজেপির ছন্নছাড়া চেহারাটা এখনও মেরামত করা যায়নি।

দলে যে অন্য দলের দলছুটরা ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, সেকথা আরএসএসের বাংলা, ইংরেজি মুখপত্রে ফলাও করে লেখা হচ্ছে। দলের নতুন রাজ্য সভাপতি এতদিনেও রাজ্য কমিটি পুরো তৈরি করতে পারলেন না। সবমিলিয়ে ভোটের মাস তিনেক আগে তাদের খুব একটা গোছানো বলে মনে হচ্ছে না। তার উপর দিল্লি থেকে দলে দলে অবাঙালি নেতাদের এখানে পাঠানো নিয়ে বঙ্গীয় পদ্ম শিবিরে অসন্তোষ চাপা থাকছে না। মুখ খুলতে শুরু করেছেন কেউ কেউ।

যদিও তাতে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে দিল্লির পাঠানো রথী-মহারথীরা প্লেন বোঝাই করে এখানে এসে রুদ্ধদ্বার মিটিংয়ের পর মিটিং শুরু করে দিয়েছেন। তাতে নানা উপদলে ঘেঁটে যাওয়া বঙ্গ বিজেপির চেহারা কতটা ঝকঝকে হল, বোঝা মুশকিল। এখন দলের লোকজনকে চাঙ্গা করতে দিল্লি থেকে মোটিভেশন বক্তা আমদানি করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। তাঁরা ভোকাল টনিক দিয়ে কর্মীদের গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠার পথ বাতলে দেবেন। বঙ্গবিজয় করতে কোনও পথ বাকি রাখছে না পদ্ম শিবির।

মান্দারিনকে জিআই তকমা, কবে ঘুচবে

প্রথম পাতার পর

জিটিএ’র পর্যটন এবং উদ্যানপালন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সোনম ভুটিয়ার কথায়, ‘মান্দারিনের উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। সিঙ্কোনা প্রকল্পের অধিকর্তা এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন।’ অথচ সেই সিঙ্কোনা প্রকল্পের ডিরেক্টর স্যামুয়েল রাইয়ের গলায় শঙ্কার সুর, ‘পাহাড়ে কমলা চাষের জায়গা ক্রমশ কমছে। যদি এর পরেও রাজ্য এবং জিটিএ যৌথভাবে উৎপাদন ও চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগ না নেয়, তবে পাহাড়ের কমলার ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অন্ধকারে।’

সিঙ্কোনা প্রকল্পের একটি সূত্র বলছে, দার্জিলিং পাহাড়ে ২০০৭-’০৮ অর্থবর্ষে মান্দারিন কমলা চাষের এলাকা ছিল ১৯৭২ হেক্টর। ২০১৬ সালে সেই পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ১১০০ হেক্টর। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। ২০২৩ সালে ৮০০ হেক্টরের পর ২০২৪-’২৫ সালে এসে খাতায়-কলমে কিছুটা বেশি দেখানো হলেও পাহাড়ে এখন আনুমানিক ৭৬০ হেক্টরের মতো জমিতে কমলার গাছ রয়েছে। আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তনের জেরে পাহাড়ের নীচু এলাকায় উৎপাদন কমছে। বৃদ্ধি পেয়েছে রোগপোকার আক্রমণ।

বেশিরভাগ গাছই ২০ থেকে ২২ বছরের পুরোনো। সাইট্রাস ট্রিস্টেজা ভাইরাস (এসটিভি) সহ বিভিন্ন রোগপোকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গাছ ও ফল, দুই-ই। মোকাবিলার পথ খুঁজতে কৃষকদের অসহায় অবস্থা। একাংশ ইতিমধ্যে রণে ভঙ্গ দিয়ে অন্য চাষে মন দিয়েছেন। অনেকে ঝক্কি না পোহাতে পেরে লেবুর গাছই উপড়ে ফেলেছেন।

রংলি রংলিয়ট ব্লকের মংপুদাড়ার কমলাচাষি চমনসিং প্রধান। একসময় তিন-চার বিঘা জমিতে তাঁর কমলার বাগান ছিল। এখন সাকুল্যে ৮০-৯০টি গাছ রয়েছে। প্রতিবছর রোগপোকার আক্রমণে ফল নষ্ট হয়। সিঙ্কোনা প্রকল্পের ডিরেক্টর একটি ওষুধ দিয়েছিলেন, সেটা স্প্রে করে কিছু ফল বাঁচিয়েছেন। সিটং-১ ব্লকের চাষি প্রভাত রাই বলছিলেন, ‘সরকারি সহযোগিতা আর পরামর্শ পেলে আমাদের ঐতিহ্য এভাবে বিপদের মুখে পড়ত না।’

অভিযোগ, জিটিএ ও রাজ্য-উভয়েই চরম উদাসীন। সরকারি কোনও দপ্তর থেকে কৃষকদের কমলা চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি কিংবা ভালো উৎপাদন ও রোগ মোকাবিলায় জরুরি পরামর্শ দেয়নি। এছাড়া, ‘দার্জিলিংয়ের কমলালেবু’ নামে ভিনরাজ্যের লেবু যেভাবে পথেঘাটে বিকোচ্ছে, তা পর্যটকদের মনে পাহাড়ি সম্পদটি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তৈরি করছে।

মান্দারিনের স্বত্বাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে দার্জিলিং অর্গানিক ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (ডিওএফপিও)। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জিআই ট্যাগের জন্য আবেদন জানিয়েছিল। এই প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) ডঃ তুলসী শরণ ঘিমিরে। ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রচুর তথ্য আদানপ্রদান, ফলের নমুনা জমা দেওয়া এবং শুনানিতে অংশগ্রহণ সহ একাধিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর জিআই তকমা এসেছে ঝুলিতে।

প্রশ্ন উঠছে, জিআই ট্যাগ তো এল, কিন্তু পাহাড়ে কার্যত অবলুপ্তির পথে হাঁটা মান্দারিনকে কীভাবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে? সিঙ্কোনা প্রকল্পের অধিকর্তার দাবি, ‘পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের প্রকল্প এলাকায় লেবুর নতুন প্রজাতির সামান্য পরিমাণে চাষ করা হয়েছে। সেখানকার ফলনে ঢের দেরি।’ তাঁর ব্যাখ্যায়, ‘দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ে কমলা চাষের এলাকা কমছে। এর মূল কারণ, বহু বছরের পুরোনো গাছ ও তাতে রোগপোকা, ভাইরাসের আক্রমণ। মান্দারিনের গৌরব ফেরাতে রাজ্য ও জিটিএ-কে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মেনে কাজ করতে হবে। অন্যথায় চার-পাঁচ বছর পর এর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না হয়তো।’

এই অবহেলাই দার্জিলিংয়ের অপর হেরিটেজ টয়ট্রেনকে তিলে তিলে শেষ করছে। সবুজ বাগিচার আকাশও দখল নিচ্ছে কালো মেঘ। কবে ঘুম ভাঙবে প্রশাসনের? উত্তর খোঁজে পাহাড়।

বুধবার রায়পুরে হতে পারে বিশেষ বৈঠক

রোকো বনাম গুরু গম্ভীর ‘যুদ্ধ’ নিয়ে বাড়ছে উত্তাপ

রায়পুর, ১ ডিসেম্বর : লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। গোলাগুলিও চলছে। সঙ্গে বাড়ছে উত্তাপ!

আপাতত স্কোরলাইন বিবেচনা করলে বলা যেতেই পারে, ‘রোকো’-১। গুরু গম্ভীর-০।

আরও স্পষ্ট করে বললে, ‘রোকো’ জুটিই এখন গুরু গম্ভীরের ত্রাতা, ভরসা, বিপত্তারিণীও। ২০২৪ সালে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়া। দিন কয়েক আগে ঘরের মাঠে ফের টেস্ট সিরিজে চুনকাম হওয়ার লজ্জা। এবার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। লাল বলের ক্রিকেটে ঘরের মাঠে ধারাবাহিকভাবে মুখ পোড়ার পর কোচ গৌতম গম্ভীর প্রবল চাপে। যদিও তাঁর চাকরি হারানোর সম্ভাবনা আপাতত নেই। কারণ, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের ‘আশীর্বাদ’ রয়েছে গম্ভীরের মাথায়।

সেই আশীর্বাদ থাকলেও গুরু গম্ভীরের ‘ডানা ছাঁটা’ ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হয়ে গিয়েছে। আর এই ডানা ছাঁটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হতে চলেছে বুধবার রায়পুরে। সেদিন ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের আগে কোচ গম্ভীর ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সঙ্গে বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে বলে খবর। বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে আসন্ন এই বৈঠক নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, ‘রোকো’ জুটির সঙ্গে গুরু গম্ভীরের তৈরি হওয়া দূরত্ব মেটানোর পাশে কোচ হিসেবে তাঁর অতি আগ্রাসী মনোভাব বদলের বিষয় নিয়েই রায়পুরে হতে চলেছে সাম্প্রতিককালের ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বোর্ডের এক শীর্ষকর্তার কথায়, ‘রোকোর সঙ্গে গম্ভীরের

দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য রায়পুর রওনা হওয়ার আগে গৌতম গম্ভীর।

সম্পর্কের রসায়ন থেকে শুরু করে ভারতীয় কোচের অতি আগ্রাসী মনোভাব ও মন্তব্যে রাশ টানার সময় এসেছে।’

আড়াই মাস পরে টি২০ বিশ্বকাপ। ২০২৭ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে রয়েছে একদিনের বিশ্বকাপের আসর। এমন অবস্থায় বিসিসিআই মনে করছে, গম্ভীরকে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। সঙ্গে ‘রোকো’ জুটিকেও তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া প্রয়োজন। রাঁচিতে গতকালের একদিনের ম্যাচে রোহিত শর্মা শতরান না পেলেও দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন। বিরাট কোহলি শতরান করেছেন। তাঁর শতরানের উচ্ছাসের মধ্যে লুকিয়ে ছিল নীরব বার্তাও। সেই বার্তা যে কোচ গম্ভীরের উদ্দেশ্যে, বোঝার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। পরে ভারতীয় দলের সাজঘরের নানান ছবিতে দেখা গিয়েছে, কোচ গম্ভীরের দিকে ঘুরেও তাকাননি কিং কোহলি। সাজঘরে দলের সাফল্যের উৎসবের সময় ‘রোকো’-রা ছিলেন না। বিরাটের শতরানের পর সাজঘরের বারান্দায় হিটম্যানের আবেগ

রাঁচিতে ম্যাচ শেষে গৌতম গম্ভীরকে এড়িয়ে সাজঘরে ঢুকে যান বিরাট কোহলি। এই ছবি জল্পনা বাড়িয়েছে।

দেখলে একটাই কথা মনে হবে, ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে। তাহলে কি ‘রোকো’ বনাম গম্ভীর, টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে এমন মেরুকরণ হয়ে গিয়েছে?

স্পর্শকাতর এমন প্রশ্নের জবাব জানে না দুনিয়া। গম্ভীরকে শেষ পর্যন্ত থামানো যাবে কিনা, তাও স্পষ্ট নয়। কিন্তু তার আগে ‘রোকো’ বনাম গুরু গম্ভীরের অদৃশ্য যুদ্ধ কোন পথে যায়, সেটাই এখন দেখার। লড়াইটা কিন্তু চলবে বলেই মনে করছে দুনিয়া।

এদিকে, সোমবার বিকালের দিকে একই বিমানে রাঁচি থেকে রায়পুর পৌঁছে গিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইয়ে চেনা ছন্দে পাওয়া গেল বিরাট কোহলিকে।

সেরা ওডিআই ব্যাটার, বিরাট-বন্দনায় সানি

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : টি২০-র জমানা।

ক্রিজে নামো আর চালাও। গত টেস্ট সিরিজে যে স্ট্র্যাটেজিতে ডুবেছে ভারতীয় ব্যাটিং। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে ঠিক এখানেই ব্যবধান বিরাট কোহলির। ক্রিজে নেমেই ঝুঁকির শট, বিগহিটের রাস্তায় হাঁটার বদলে ধীরেসুস্থে ইনিংস গড়া। সোজা ব্যাটে যথাসম্ভব ‘ভি’-এর শট খেলার মানসিকতা বাকিদের থেকে আলাদা করেছে বিরাটকে। বক্তা সুনীল গাভাসকার।

উত্তেজক ম্যাচ। রুদ্ধশ্বাস পরিণতি। সবকিছু ছাপিয়ে বিরাট ক্লাসিক। গাভাসকারের মতে, ‘ক্রিজে নেমেই চালানোর পথে হাঁটে না ও। বিরাট জানে, এটা ওর শক্তি নয়। ওর শক্তি কভারের মধ্যে দিয়ে শট খেলা, স্ট্রেট ড্রাইভ কিংবা ফ্লিক। মাঝেমধ্যে বটম হ্যান্ড ফ্লিকে মিড উইকেটের ওপর দিয়ে ছক্কা। বেশিরভাগ শটই ‘ভি’-এর মধ্যে। ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে নিরাপদ স্ট্র্যাটেজি। বিশেষত যে পিচে বল নীচু হয়, মুভ করে। সবমিলিয়ে আমার দেখা ওডিআই ক্রিকেটের সেরা ব্যাটার।’

বিরাটের লম্বা ইনিংস মানে ‘রানিং বিটুইন দ্য উইকেট’-এর দুরন্ত প্রদর্শনী। সাঁইত্রিশে পা রেখেও যে দৌড়ের গতি এতটুকু কমেনি। গাভাসকারের কথায় যে কোনও ফরম্যাটে ‘সিঙ্গলস’ ইনিংস তৈরির অন্যতম শর্ত। বিরাটের ব্যাটিংয়ে যা ভীষণভাবে রয়েছে। গাভাসকার আরও বলেছেন, ‘দর্শকরা চায় দ্রুতগতিতে রান উঠুক। বিগহিটের ফুলঝুরি। কিন্তু বিরাটের নিজস্ব একটা গতি রয়েছে। দলের স্বার্থে কোনটা সঠিক জানে। তারই প্রতিফলন ঘটে ওর ইনিংসে।’

বিরাট-দাপট ব্যবধান গড়ে দিলেও দক্ষিণ আফ্রিকা শেষপর্যন্ত যেভাবে লড়াই করেছে, তা নিয়ে

> ৩৭-৩৮ বছর বয়সিদের সঙ্গে কথা বলবেন, ওরা বলবে বাড়ি, তাদের পোষ্য, বাচ্চাদের ছেড়ে থাকতে ভালোবাসে না। বিরাট সেখানে দেশের হয়ে খেলার জন্য সব সময় মুখিয়ে। ওর উইকেটের মাঝে দৌড়, ফিল্ডিং, ডাইভ দেওয়া-প্রতি পদে সেই খিদেটা দেখা যায়।
>
> **ডেল স্টেইন**

গৌতম গম্ভীরদের সতর্ক করছেন সানি। তাঁর মতে, ৩৫০ রান তাড়া করে শেষ ওভার পর্যন্ত যেভাবে লড়াই করেছেন মার্কো জানসেনরা, প্রশংসার দাবি রাখে। ১১/৩ থেকে প্রতিপক্ষের মরিয়া প্রত্যাবর্তনকে গুরুত্ব না দিলে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচে ভারত কিন্তু সমস্যায় পড়বে।

ডেল স্টেইনও মুগ্ধ বিরাটের সাফল্যের খিদে দেখে। বলেছেন, ‘৩৭-৩৮ বছর বয়সিদের সঙ্গে কথা বলবেন, ওরা বলবে বাড়ি, তাদের পোষ্য, বাচ্চাদের ছেড়ে থাকতে ভালোবাসে না। বিরাট সেখানে দেশের হয়ে খেলার জন্য সব সময় মুখিয়ে। ওর উইকেটের মাঝে দৌড়, ফিল্ডিং, ডাইভ দেওয়া-প্রতি পদে সেই খিদেটা দেখা যায়। মানসিকভাবে তরতাজা থাকে সবসময়। ওর ইউএসপি মানসিক শক্তি ও ফিটনেস। দুই-তিনদিন প্র্যাকটিসের বাইরে থাকলেও তার প্রভাব পড়ে না।’

এদিকে, ‘গ্রোভেল’ বিতর্কে শুকরি কনরাডকে একহাত নিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হেডকোচের ‘ভারতকে পায়ের নীচে রাখতে চাই’ মন্তব্য নিয়ে গাভাসকার বলেছেন, ‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যাবর্তনে (১৯৯১-’৯২) ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহযোগিতার কথা মনে রাখা উচিত। প্রত্যাবর্তনে ওরা প্রথম ম্যাচ খেলেছিল ভারতের মাটিতেই। বর্তমানের দিকে তাকালে দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে ছয়ের মধ্যে পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা ভারতীয়দের হাতে। শুধুমাত্র সেদেশের আন্তর্জাতিক তারকারা নয়, এতে উপকৃত আগামী প্রজন্ম, ঘরোয়া ক্রিকেটাররাও। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটীয় সম্পর্ক বরাবরই ইতিবাচক। আশা করব, পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের ভুলটা শুধরে নেবেন।’

বিরাটকে থামানো অসম্ভব ছিল : জানসেন

রাঁচি, ১ ডিসেম্বর : ছোট থেকেই ভক্ত। নেট বোলারের ভূমিকায় প্রিয় তারকাকে বলও করেছেন। এখন প্রতিপক্ষ। যদিও বিরাট কোহলিকে নিয়ে মুগ্ধতা এতটুকু কমেনি মার্কো জানসেনের। রাঁচির মহাকাব্যিক ইনিংসের পর সেই মুগ্ধতা ঝরে পড়ল দীর্ঘকায় প্রোটিয়া স্পিডস্টারের কথায়। স্মৃতি রোমন্থনে পিছিয়ে গেলেন ২০১৭-১৮-তে। যখন সফরকারী ভারতীয় দলের নেটে বিরাটের বিরুদ্ধে বল করেছিলেন।

উত্তেজক রাঁচি ম্যাচ শেষে জানসেন বলেন, ‘ওর খেলা দেখা উপভোগ করতাম। টিভিতে ওকে দেখে বড় হয়েছি। এখন ম্যাচে বল করছি। প্রতিপক্ষ। তবে একই সঙ্গে যে লড়াই আমি উপভোগও করি।’ প্রোটিয়া স্পিডস্টারের মতে, নিখুঁত ইনিংস। গোটা ইনিংসজুড়ে দারুণ সব ড্রাইভ করেছেন বিরাট। চোখধাঁধানো পুল, কাট। প্রথমবার নেটবোলার হিসেবে যখন দেখেছিলেন তার থেকে এখন খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেনি। এখনও বিরাটের মধ্যে সেই লম্বা ইনিংস

নেট বোলার থেকে প্রতিপক্ষ

খেলার খিদে ভীষণভাবে রয়েছে।

মহেন্দ্র সিং ধোনির পাড়ার মাঠে যে বিরাট ক্লাসিক থামানো কার্যত অসম্ভব ছিল মেনে নিচ্ছেন। জানসেনের কথায়, বিরাটের মতো বিশ্বমানের ব্যাটারদের আউট করা সবসময় কঠিন। সবসময় লক্ষ্য থাকে, প্রথম ১০-১৫ বলের মধ্যে আউট করার। কারণ, একবার ক্রিজে থিতু হয়ে গেলে বোলারদের জন্য চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন হয়ে যায়। তখন থামানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে।

চলতি ভারত সফরে জানসেন নিজেও দুরন্ত ফর্মে। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড শোয়ে প্রায় প্রতি ম্যাচে নজর কাড়ছেন। রাঁচি দ্বৈরথে গতকাল যেমন টপ অর্ডারের ব্যর্থতায় বেলাইন দলকে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে লড়াইয়ে ফেরান। প্রায় হারা ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার সম্ভাবনায় আতঙ্কে রাখেন ভারতীয় শিবিরকে। নিজের ব্যাটিং তাণ্ডব নিয়ে জানসেনের সহজ সরল ব্যাখ্যা, ‘বলটা ঠিকঠাক দেখি এবং সেই মতো খেলার চেষ্টা করি। এটুকু বলতে পারি, এই মুহূর্তে আমার জন্য যা দারুণ কাজ করছে।’

ড্র করে মুখ ঢাকলেন রিয়াল মাদ্রিদ অধিনায়ক ফেডেরিকো ভালভের্দে।

আজ মাঠে ফিরছেন হার্দিক

হায়দরাবাদ, ১ ডিসেম্বর : অপেক্ষার অবসান। বাইশ গজে ফিরতে চলেছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। চোটের কারণে দীর্ঘসময় তিনি ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন। আপাতত হার্দিক ফিট। চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র আসরে মঙ্গলবার বরোদার হয়ে গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচে মাঠে নামতে চলেছেন হার্দিক। তাঁকে দেখার জন্য আগামীকাল জাতীয় নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য প্রজ্ঞান ওঝা মাঠে হাজির থাকবেন বলে খবর।

তিন ম্যাচে চার পয়েন্ট বরোদার। বাংলার বিরুদ্ধে হার দিয়ে ক্রুণাল পান্ডিয়ারা মুস্তাক আলি অভিযান শুরু করেছিলেন। সেই সময় দলের সঙ্গে ছিলেন না হার্দিক। আগামীকাল মুস্তাক আলিতে বরোদার চার নম্বর ম্যাচে মাঠে ফিরতে চলেছেন হার্দিক। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ নিয়ে এখন ব্যস্ত টিম ইন্ডিয়া। একদিনের সিরিজের পরই রয়েছে টি২০ সিরিজ। সেই টি২০ সিরিজের দলে হার্দিকের থাকার কথা। তার আগে তিনি তাঁর ম্যাচ ফিটনেসের প্রমাণ দেওয়ার জন্যই আগামীকাল বরোদার হয়ে মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতায় খেলতে নামছেন।

সিওই-তে রিহ্যাব শুরু শুভমানের

বেঙ্গালুরু, ১ ডিসেম্বর : ঘাড়ের চোট সারিয়ে মেন ইন ব্লু-তে ফেরার অপেক্ষা। সেই লক্ষ্যে রিহ্যাব শুরু করে দিলেন শুভমান গিল।

চণ্ডীগড় বিমানবন্দর থেকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের পথে শুভমান গিল।

গুয়াহাটি থেকে ফিরে মুম্বইয়ে গত কয়েকদিন ফিজিওর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। সোমবার বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই) শুরু করলেন চূড়ান্ত পর্বের রিহ্যাব।

৯ ডিসেম্বর কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ। সূত্রের খবর, সবকিছু ঠিকঠাক চললে কটক থেকেই হয়তো নীল জার্সিতে প্রত্যাবর্তন ঘটবে শুভমানের। মাঠে ফেরার প্রক্রিয়ায় রীতিমতো ঘাম ঝরাচ্ছেন। আপাতত কয়েকদিন যা চলবে বেঙ্গালুরুস্থিত সিওই-তে। ফিটনেস নিয়ে সবুজ সংকেত মিললে ৬-৭ ডিসেম্বর কটকে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ঘাড়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন শুভমান। আইসিইউ-তে পর্যন্ত ভর্তি হতে হয়। দলের সঙ্গে গুয়াহাটিতে গেলেও শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগেই ফিরে আসেন। মাঝের কয়েকদিনে চোট অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন শুভমান। ওডিআই সিরিজে না থাকলেও টি২০ সিরিজে ফেরার সম্ভাবনা প্রবল।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যদিও তাড়াহুড়োয় নারাজ। এক শীর্ষ আধিকারিকের দাবি, সিওই-তে রিহ্যাব চলাকালীন সেখানকার স্পোর্টস সায়েন্স টিম শুভমানের ফিটনেসের হাল খতিয়ে দেখবেন। স্কিল ট্রেনিংয়ে গিলের মুভমেন্টের বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখা হবে। যদি ন্যূনতম অস্বস্তি থাকে, প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া দীর্ঘ হবে। এখন দেখার, টি২০ সিরিজের দল নির্বাচনি বৈঠকে বসার আগে শুভমানের ফিটনেস নিয়ে ছাড়পত্র আসে কি না।

দ্বিতীয় ওডিআই খেলতে রায়পুরের উদ্দেশে রওনা হলেন রোহিত শর্মা। সোমবার।

আজ হিমাচল অভিযানে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : তিন ম্যাচে পয়েন্ট আট। কিন্তু তারপরও স্বস্তিতে নেই বাংলা।

গতকাল পাঞ্জাবের অভিষেক ম্যাচে শর্মার তাণ্ডবে ছারখার হয়ে গিয়েছে বাংলার ক্রিকেট সংসার। সেই ধাক্কা সামলানোর

> পাঞ্জাব ম্যাচ ভুলে আগামীকাল হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে নতুনভাবে শুরু করতে হবে আমাদের।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

আগেই মঙ্গলবার অভিমন্যু ঈশ্বরণদের প্রতিপক্ষ হিমাচলপ্রদেশ। জোড়া জয়ের সাফল্যের রেশ উধাও বাংলা দলের। বরং রয়েছে টেনশনের চোরাস্রোত। কারণ গতকাল পাঞ্জাব ম্যাচ হারের পর টিম বাংলা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে, যেখানে মুস্তাক আলির গ্রুপ ‘সি’-তে বাকি থাকা সব ম্যাচই কার্যত ফাইনালের মতোই। কোনও একটি ম্যাচে ফের ব্যাটিং-বোলিংয়ে বিপর্যয় মানেই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের ঘণ্টা বেজে যাওয়া।

শুধু তাই নয়, দলের ব্যাটিংয়ের পাশে বোলিং নিয়েও তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। গতকাল অভিষেক তাণ্ডব যখন চলছিল হায়দরাবাদের জিমখানা মাঠে, তখন মহম্মদ সামি, আকাশ দীপদের বোলিংয়ে কোনও প্ল্যান ‘বি’ দেখা যায়নি। ফলে বোলিং নিয়ে

সৈয়দ মুস্তাক আলি

টেনশন কাটছে না। ব্যাটিং নিয়েও একই অবস্থা। ওপেনিংয়ে অভিষেক পোড়েল ও করণ লাল সফল না হলেই মিডল অর্ডারে চাপ পড়ছে। আর সেই চাপ সামলাতে পারছেন না অভিমন্যুরা। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা গলায় একরাশ উদ্বেগ নিয়ে আজ বলছিলেন, ‘কোনও কোনও ম্যাচে এমন হয় যার সহজে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। পাঞ্জাব ম্যাচটা তেমনই ছিল। সেই ম্যাচ ভুলে আগামীকাল হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে নতুনভাবে শুরু করতে হবে আমাদের।’

লা লিগায় তিন ম্যাচ জয়হীন রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ১ ডিসেম্বর : টানা তিন ম্যাচ ড্র। দুরন্ত ছন্দে লা লিগা শুরু করলেও আচমকা যেন ছন্দহীন রিয়াল মাদ্রিদ।

রবিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে জিরোনার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করেছে রিয়াল। ম্যাচের ৪৫ মিনিটে আজেদ্দাইন ওনাহির গোলে এগিয়ে যায় জিরোনা। ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান কিলিয়ান এমবাপে। এই

> এই ফল মোটেও প্রত্যাশিত নয়। তবে লিগের অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে। খেলার ধরন বদলাতে হবে আমাদের।
>
> **কিলিয়ান এমবাপে**

ম্যাচ ড্র করায় ১৪ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। শীর্ষে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার থেকে ১ পয়েন্টে পিছিয়ে।

দল ছন্দ হারালেও নিজের ছন্দ ঠিক বজায় রেখেছেন কিলিয়ান এমবাপে। প্রায় প্রতি ম্যাচেই গোল পাচ্ছেন তিনি। জিরোনার বিরুদ্ধে গোল করলেও জয় না পাওয়ায় বেশ হতাশ ফরাসি তারকা। এমবাপে বলেছেন, ‘এই ফল মোটেও প্রত্যাশিত নয়। তবে লিগের অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে। খেলার ধরন বদলাতে হবে আমাদের।’

ফের হার ভারতের

চেংদু, ১ ডিসেম্বর : মিক্সড টিম বিশ্বকাপ টেবিল টেনিসে দ্বিতীয় দিনেও পরাজয় ভারতের। সোমবার মণিকা বাত্রারা ৮-৪ ব্যবধানে জাপানের কাছে পরাজিত হন। মহিলাদের সিঙ্গলসে মণিকা বাত্রা ও পুরুষদের সিঙ্গলসে মানব ঠক্কর দুইটি করে গেম জিতেছেন। তবে মিক্সড ডাবলস ও মহিলাদের ডাবলসে তিনটি গেমেই পরাজিত হন ভারতীয়রা।

চিন্নাস্বামী নিয়ে অনিশ্চয়তা জারি

বেঙ্গালুরু, ১ ডিসেম্বর : পদপিষ্টের ঘটনায় এম চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিয়ে অনিশ্চয়তা অব্যাহত। গতবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। প্রথামাফিক উদ্বোধনী ম্যাচের সঙ্গে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আরসিবি-র ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীতে। যদিও সেই সুযোগ আদৌ মিলবে কীনা, জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। টানাপোড়েন ২০২৬ আইপিএলে ঘরের মাঠে বিরাট কোহলিদের খেলা নিয়েও।

পিডব্লিউডি চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম নিয়ে কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে নোটিশ পাঠিয়েছে স্টেডিয়ামের পরিকাঠামোর নিরাপত্তাজনিত বিশদ রিপোর্ট চেয়ে। এনএবিএল নথিভুক্ত বিশেষজ্ঞদের দিয়েই পরিকাঠামোর নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রিপোর্ট নেতিবাচক মানে চিন্নাস্বামীতে আইপিএল আয়োজন বিশবাঁও জলে।

পিডব্লিউডি-র থেকে লিজ নেওয়া ১৭ একর জমিতে বেঙ্গালুরু শহরের মাঝে ১৯৬৯ সালে গড়ে ওঠে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম। গত ৪ জুন প্রথমবার আইপিএল জয়ের উৎসবে মর্মান্তিক ঘটনায় ছন্দপতন। স্টেডিয়ামে ঢোকার পথে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের প্রাণ হারানোর জেরে অঘোষিত ‘নিষেধাজ্ঞা’ জারি। মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপের একঝাঁক ম্যাচ সরানো হয় চিন্নাস্বামী থেকে। আইপিএল-ও সেই পথে এগোচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। নিরাপত্তাজনিত রিপোর্ট অনুকুল না হলে ম্যাচ আয়োজনের সুযোগ হাতছাড়া করবে চিন্নাস্বামী। বিরাটরা হারাবেন ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে খেলার সুবিধা।

রাঁচিতে জয়ের পর টিম হোটেলে কেক কাটেন লোকেশ রাহুল। যদিও তাতে যোগ দেননি বিরাট।

সন্তোষের ট্রায়ালে পাসাং-করণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : সোমবার সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলা দলের ট্রায়ালে প্রিমিয়ার ডিভিশনের ফুটবলাররা যোগ দিলেন। এদিন প্রায় ৮০ জন ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন। আইএফএ সূত্রের খবর, মোহনবাগান থেকে উত্তরবঙ্গের দুই ফুটবলার পাসাং দোরজি তামাং, করণ রাই সহ চারজন উপস্থিত ছিলেন। তেমনই ইস্টবেঙ্গল থেকে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল বেসরা, তন্ময় দাস সহ ছয়জন ফুটবলারকে এদিন ট্রায়ালে দেখা যায়। আগামী ১০ তারিখের মধ্যে ৪০ জন ফুটবলারের প্রাথমিক তালিকা জমা দেবেন কোচ সঞ্জয় সেন।

কাল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠক ক্রীড়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : আগামী ৩ ডিসেম্বর সম্ভবত এদেশের ফুটবলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ সহ এদেশের ফুটবল ইকো সিস্টেম নিয়ে আলোচনার জন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সহ যাবতীয় স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আগামী বুধবার আলোচনায় বসতে চলেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তর।

একইদিনে ছয়টা সভা করবেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। হবে নয়াদিল্লিতে সাইয়ের সদর দপ্তরে। আইএসএল ক্লাব, আই লিগ ক্লাব, এফএসডিএল, ব্রডকাস্টার ও ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, আগ্রহী অন্যান্য কোম্পানি, সবশেষে সব স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একসঙ্গে বসবেন মন্ত্রী। এছাড়াও দরপত্র ছাড়া এবং যাচাইয়ের জন্য যে কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সেই কেপিএমজি-কেও সভায় উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। সভায় সশরীরে এবং ভার্চুয়ালি, দুইভাবেই উপস্থিত থাকা যাবে। ব্রডকাস্টারদের

গোপনে আলোচনা জিন্দাল ও মোহন-ইস্টের?

মধ্যে দূরদর্শন প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকতে পারেন বলে খবর। কারণ আসন্ন আইএসএলে সরকারি এই টেলিভিশনের কথাও ভাবা হয়েছে সম্প্রচারকারী হিসাবে। এদিনই এআইএফএফ সভাপতির কাছে চিঠি দিয়ে এই সভার কথা জানানো হয়। এর আগে গত ২১ নভেম্বর দেশের শীর্ষ আদালতের পিএস নরসিমহা ও জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ ছিল, আইএসএল হওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগী হওয়ার। এফএসডিএলকে কেন আলাদা করে ডাকা হয়েছে, এই বিষয়েই এখন কৌতূহলী দেশের ফুটবল মহল। মনে করা হচ্ছে, আইএসএল আয়োজনের ধরন জানতেই এফএসডিএল প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলবেন মাণ্ডব্য। এফএসডিএলের সঙ্গে ফেডারেশনের গত ১৫ বছরের এমআরএ (মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট) শেষ হয়ে যাচ্ছে ৮ ডিসেম্বর। যার জেরে এই মরশুমে এখনও শুরু হয়নি দেশের সর্বোচ্চ লিগ থেকে নীচের ধাপের কোনও লিগই। কারণ দরপত্র বাজারে ছাড়া হলেও আরপিএফ (রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল) গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেনি কোনও কোম্পানিই। আর তাতেই তৈরি হয়েছে এক অচলাবস্থা। এখন দেখার এই সভা সেই অচলাবস্থা কাটাতে পারে কি না।

এদিকে, কলকাতায় থাকা কল্যাণ চৌবে আবার আলাদা করে আলোচনায় ডাকেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিনিধিদের। এর মধ্যে মোহনবাগান আগেই জানিয়ে দেয়, তাদের কোনও প্রতিনিধি যাবে না এই সভায়। শোনা যাচ্ছে, গত শুক্রবার পার্থ জিন্দাল এসে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল প্রতিনিধিদের সঙ্গে অতি গোপন এক বৈঠক করে যান। কী আলোচনা হয় তা অবশ্য জানা যায়নি। জিন্দালরা আই লিগ সহ বাকি লিগের জন্য দরপত্র দিতে আগ্রহী বলে খবর। এছাড়াও তারা ক্লাবগুলির টাকায় লিগ করার যে প্রস্তাব দেয়, তেমন কিছু নাকি ফেডারেশনের পরবর্তী নির্বাচন, কী নিয়ে এই আলোচনা তা পরিষ্কার নয় কোনও পক্ষই মুখ না খোলায়।

বিশ্বকাপের স্বপ্ন বিবিয়ানোর চোখে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : শুধু এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলাই নয়, এবার অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছেন বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ।

দল পৌঁছে গেছে এশিয়ান কাপের মূলপর্বে। কাজ শেষে আপাতত ছুটি কয়েকটা দিনের। দুপুর দুটো নাগাদ উড়ান থেকে নেমে নিজেই ফোন করলেন। বলেছেন, 'গোয়াতে এসে এই নামলাম। তাই আপনি ফোনে পাননি। এখন কয়েকটা দিনের বিশ্রাম।' দলকে ছুটি দিলেও ইতিমধ্যেই মে মাসের জন্য পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন দলের হেড কোচ। প্রচুর ম্যাচ খেলতে চান এখন। বিবিয়ানোর কথায়, 'এই তো সবে একটা ধাপ পেরোতে পেরেছি। এখনও অনেক পথ চলা বাকি। প্রচুর ম্যাচ খেলতে হবে। বিশেষ করে বিশ্বের উপরের দিকে থাকা দলগুলোর সঙ্গে না খেললে যোগ্যতা অর্জন করতে পারব না।' কিন্তু আপনার দল তো মূলপর্বে পৌঁছেই গিয়েছে? প্রশ্নটা শুনে উলটো দিকে মৃদু হাসির আওয়াজ। এরপর যা বললেন সেই কথা শুনে অবাক হওয়ার পালা এই প্রতিবেদকের। বিবিয়ানো বললেন, 'আমি এশিয়ান কাপের নয়, বিশ্বকাপের কথা বলছি। প্রথম আটে থাকতে পারলে সরাসরি বিশ্বকাপে পৌঁছানো যাবে।' স্বপ্ন দেখছেন নিজে, দেখাচ্ছেন

বাড়ি ফিরে স্ত্রী সাতিনার সঙ্গে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ। সোমবার।

দলের ছেলেদের এবং অবশ্যই দেখাতে চান সারা দেশবাসীকে। রবিবার ম্যাচের পরই শুভেচ্ছা জানান এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। তাঁকেও এই স্বপ্নের কথা জানিয়ে দিয়েছেন বিবিয়ানো।

শেষ ম্যাচে ইরানের মতো দল। এত উচ্চমানের একটা দলকে হারানোর ফর্মুলা কী জানতে চাইলে গোয়ান কোচ বলেছেন, 'আমাদের কাছে এটা মাস্ট উইন ম্যাচ ছিল। জিততে না পারলে যাবতীয় স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যেত। লেবানন ম্যাচে হারের পর থেকে ছেলেদের মধ্যে জেদ এসে যায় যে শেষ ম্যাচে জিততেই হবে। এদের বিশ্বাস ছিল যে বাছাইপর্ব পার করা সম্ভব। আমার কাজ ছিল ছেলেদের ওই উৎসাহটাকে কাজে লাগানো। আর বাস্তবে কীভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব সেই রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া। টেকনিকালি ও ট্যাকটিকালি যা যা বলা এবং করা দরকার সবই করেছিলাম। আর একটা কথা ছেলেদের বলেছিলাম। সেটা হল, ইরান আমাদের থেকে অভিজ্ঞতাই বলুন কী টেকনিক, সবদিকেই এগিয়ে। কিন্তু তবুও সারা ম্যাচে অন্তত দুইটি কী তিনটি সুযোগ আমরা পাবই। আর সেটাকেই কাজে লাগাতে হবে। ছেলেরাও সেটা মাথায় রেখেছিল। এক গোল কী তিন গোল সেটা বড় কথা নয়। জিততে হবে, এটাই ছিল মূলমন্ত্র।'

মে মাসে এশিয়ান কাপ। তার আগে অন্তত এক মাসের শিবির চাইছেন বিবিয়ানো। সঙ্গে একাধিক প্রস্তুতি ম্যাচ। যা তিনি আগামী মাস থেকেই শুরু করতে চান। এখন দেখার যাবতীয় ডামাডোল সামলে এই দলটার জন্য কত দ্রুত প্রস্তুতির সুযোগ করে দিতে পারেন ফেডারেশন কর্তারা।

মোহনবাগানে খেলাই লক্ষ্য রাজরূপের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুর থেকে উঠে এসে মোহনবাগান সমর্থকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন শিলটন পাল। অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় দলের গোলরক্ষক রাজরূপ সরকারের বেড়ে ওঠাও ওই গ্রামেই। শিলটনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সবুজ-মেরুনে খেলার স্বপ্ন দেখছেন রাজরূপও। রবিবার শক্তিশালী ইরানকে হারিয়ে ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে জুনিয়ার

> প্রথম-প্রথম পরিবারকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হত। তবে মা-বাবার সমর্থন সবসময় সঙ্গে ছিল। পেশাদার ফুটবলার হিসাবে ভবিষ্যতে যেকোনও ক্লাবে খেলার জন্য তৈরি। তবে স্বপ্ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হয়ে খেলা।
>
> **রাজরূপ সরকার**

ব্লু টাইগাররা। সোমবার সকালেই আহমেদাবাদ থেকে কলকাতা হয়ে মছলন্দপুর ফিরেছেন ওই দলের গোলরক্ষক রাজরূপ। স্টেশন থেকেই তাঁকে ঘিরে শুরু হয় শোভাযাত্রা।

বাড়িতেও উৎসবের আবহ। পরিবার-পরিজনের মুখে গর্বের ঝিলিক। নিজের গ্রামে এমন সম্মান পেয়ে আপ্লুত রাজরূপও। মুঠোফোনের ওপার থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বাংলার এই ১৬ বছরের গোলকিপার বলেছেন, '২০১৭ সালে ফুটবলে হাতেখড়ি। ফুটবলার হওয়ার অনুপ্রেরণা কাকা সঞ্জীব সরকার। তাঁকে দেখেই গোলকিপার হওয়া।' রাজরূপের একেবারে ছোটবেলার দুই কোচ সুরেশ মণ্ডল ও সুমিত সরকার। সেখান থেকে এফসি মাদ্রাজ হয়ে বর্তমানে জিঙ্ক ফুটবল অ্যাকাডেমি দলের সদস্য। অনেক কম বয়সেই বাড়ি ছেড়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া। রাজরূপ বলছিলেন, 'প্রথম-প্রথম পরিবারকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হত। তবে মা-বাবার সমর্থন সবসময় সঙ্গে ছিল। পেশাদার ফুটবলার হিসাবে ভবিষ্যতে যে কোনও ক্লাবে খেলার জন্য তৈরি। তবে স্বপ্ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হয়ে খেলা।'

তবে আপাতত রাজরূপের লক্ষ্য ২০২৬ এশিয়ান কাপের দলে জায়গা ধরে রাখা। এবার তারই প্রস্তুতির পালা।

ইরানের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠেন রাজরূপ সরকার।

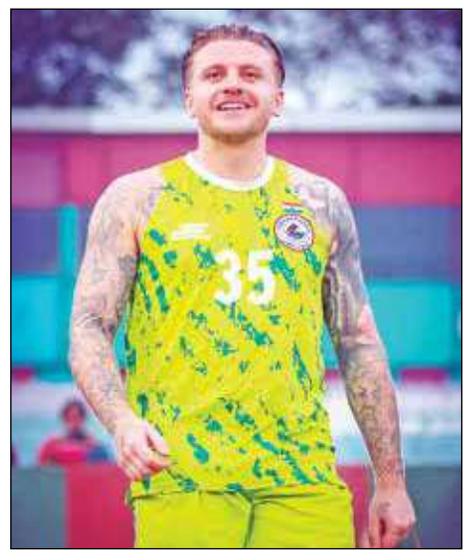

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলনে খোশমেজাজে জেসন কামিন্স। সোমবার।

অনুশীলনে অনুপস্থিত দিমি, আলবার্তো

আইএসএল শুরুর অপেক্ষায় কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর : দেশের সর্বোচ্চ লিগ কবে শুরু হবে? সাধারণ সমর্থকদের মতো এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলাররাও।

এক মাসের ছুটি কাটিয়ে সোমবার থেকে অনুশীলন শুরু করল সবুজ-মেরুন শিবির। বাকিরা যোগ দিলেও প্রথম দিন অনুপস্থিত দুই বিদেশি দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও আলবার্তো রডরিগেজ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল আলবার্তোর যে বিমানে আসার কথা ছিল তা বাতিল হয়েছে। ফলে সময়মতো কলকাতায় পৌঁছাতে পারেননি তিনি। মঙ্গলবার অনুশীলনে যোগ দেবেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। পেত্রাতোস কলকাতায় আসবেন ৩ ডিসেম্বর।

এদিন প্রস্তুতির শুরুতে নিয়মমাফিক ফিজিকাল ট্রেনিং চলল আধ ঘণ্টা। তারপর বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে ঘণ্টাখানেক বল পায়ে জোরকদমে অনুশীলন করলেন জেমি ম্যাকলারেন, মনবীর সিং, শুভাশিস বসুরা। সম্প্রতি হেডকোচের পদ থেকে ছাঁটাই হয়েছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। যদিও মোলিনা-বিদায় সবুজ-মেরুন সাজঘরের পরিবেশে যে বড় কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি, অনুশীলনের মেজাজ দেখেই তা বেশ বোঝা গেল।

অনুশীলন শেষে পরিচিত সাংবাদিকদের দেখে নিজে থেকেই এগিয়ে এলেন জেসন কামিন্স। কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা ঢেকে রাখতে পারলেন না বাগানের অজি ফুটবলার। কামিন্স বলেছেন, 'আমরা সবাই খেলার জন্য পুরোপুরি তৈরি। তবে এই মুহূর্তে সামনে কোনও ম্যাচ নেই। যে জন্য হতাশও লাগছে। শুনছি জানুয়ারিতে লিগ (আইএসএল) শুরু হতে পারে। তা হলে খুবই ভালো হয়।' সত্যিই তো, অন্য মরশুমে এতদিনে আইএসএলে দলগুলির ৮ থেকে ৯টা ম্যাচ খেলা হয়ে যায়। সেখানে এবার এখনও দেশের সর্বোচ্চ লিগের ভবিষ্যৎই স্পষ্ট নয়।

Auction Quotation Notice

Sealed quotations for gate tickets, outfield, and cycle stands north and south are invited in connection with the 20th Dooars Utsav by 3 PM on December 7, 2025. For details, Contact the Office of the Dooars Utsav Samity.

Sd/-
General Secretary
20th Biswa Dooars Utsav Samity
Alipurduar

জিতল ২০১২ ব্যাচ

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার ২০০০ ও ২০০২ প্রাক্তনীদের সংযুক্ত দলকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে ২০১২ ব্যাচের প্রাক্তনীরা। প্রথমে সংযুক্ত দল ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৭ রান তোলে। সৌরভ দে ৪৭ রান করেন। জবাবে ২০১২ ব্যাচ ৮.১ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৮ রান তুলে নেয়। হিমাদ্রি মুরারি ২৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা অর্পণ ভট্টাচার্য ১৭ রানে নেন ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে অর্পণ ভট্টাচার্য। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

উত্তরের খেলা

পুলিশ ক্রীড়া

কোচবিহার, ১ ডিসেম্বর : কোচবিহার জেলা পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া সোমবার শুরু হল। পুলিশ লাইনের মাঠে আয়োজিত আসরে পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার, এনভিএফ সহ প্রায় ৩২০ জন অংশ নিয়েছেন। মঙ্গলবারও প্রতিযোগিতা চলবে। এদিন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি সন্তোষ নিম্বলকর।

বিরসা মুন্ডা কাপ শুরু ১৪ ডিসেম্বর

মালবাজার, ১ ডিসেম্বর : মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইকের উদ্যোগে এবং সৎকার সমিতি ও মাল পুরসভার সহযোগিতায় ১৪ ডিসেম্বর রেলওয়ে ময়দানে শুরু হতে চলেছে বিরসা মুন্ডা গোল্ড কাপ ফুটবল। চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, অংশগ্রহণ করবে ১৪টি দল- ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের দল, মাল পুরসভার একটি দল এবং মাল থানার একটি দল। স্থানীয় প্রতিভাদের সুযোগ দিতে প্রতি দলে ৬ জন করে স্থানীয় ফুটবলার রাখা বাধ্যতামূলক। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের নেতৃত্বে তনুজা

বালুরঘাট, ১ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের একদিনের ক্রিকেটের জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর দলের অধিনায়ক হয়েছে তনুজা সরকার। জেলা ক্রীড়া সংস্থা ঘোষিত দলের বাকিরা হল সাহানি দাস, শুভশ্রী বর্মন, রুম্মিতা দাস, ঐশানীর রায়, রূপালী দাস, মধুরিমা ঘোষ, তনুশ্রী দাস, সীমা টুডু, সায়নী বসাক, অহনা মণ্ডল, অঞ্জলি বর্মন, ঋতুশ্রী বসাক, রীতা রায় ও প্রিয়া মহন্ত। কোচ ও ম্যানেজার রানা রায়। দল মঙ্গলবার হুগলি রওনা দেবে। বুধবার চুঁচুড়া মাঠে মানভূমের বিরুদ্ধে বুধবার অভিযান শুরু করবে দক্ষিণ দিনাজপুর।

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য। 25শে নভেম্বর 2025 থেকে 25শে ডিসেম্বর 2025 পর্যন্ত হ্যাট্রিক সাশ্রয় কার্যকর। উল্লিখিত সর্বমোট সাশ্রয় হল 100% জিএসটি'র সুবিধালাভ (এক্স-শোরুম মূল্য এবং তার জন্যে দেয় প্রযোজ্য আরটিও কর), শূন্য প্রসেসিং ফি এবং ক্ষয়ক্ষতির নিজস্ব বিমা 1 বছরের জন্যে (ওডি), এই সবকিছু থেকে সর্বমোট সাশ্রয়ের পরিমাণ। শূন্য পিএফ এবং ওডিতে সাশ্রয় একেক জায়গায় একেকরকম হতে পারে যা নির্ভর করছে ফাইনান্সার/বিমাকারীর ওপরে। ফাইনান্স সম্পূর্ণরূপে ফাইনান্সারের বিবেচনাধীন। বিশেষজ্ঞেরা স্টান্টগুলি করেছেন, পেশাদার তত্ত্বাবধানে, নিয়ন্ত্রিত ও বদ্ধ পরিবেশে, জনসাধারণ অথবা সরকারি রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে । এই স্টান্টগুলি নকল করবেন না এবং সর্বদা ট্রাফিক ও সুরক্ষামূলক আইন মেনে চলুন।

Authorised Dealers for BAJAJ Auto Ltd.: • **Siliguri Burdwan Road** SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7908297705 • **Siliguri Sevoke Road** SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062878 • **Jalpaiguri** SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9717458875 • **Alipurduar** SILIGURI BAJAJ 9832407999 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Malda** PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • **Mangalbari** PLANET BAJAJ :9679997998• **Balurghat** PLANET BAJAJ: 9733310021 • **Cooch Behar** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93 **Mathabhanga** BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050493 •**Raiganj** BAJAJ WHEELS 8391890763 • **Kaliyagnaj** BAJAJ WHEELS 9382830461 • Tungidighi BAJAJ WHEELS 9547525283 •Karandighi BAJAJ WHEELS 8509047694 •**Sahapur** BAJAJ WHEELS 9593825338 •**Baidara** BAJAJ WHEELS 9733715747